উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

8 অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 20 November 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 181 COB

বীরেনের বৈঠকে অনুপস্থিত বিধায়করা

সাতের পাতায়

বৃষ্টিতেও অনুশীলন বিরাটের

এগারোর পাতায়

পাঁচ পড়ুয়ার সাসপেনশনে স্থগিতাদেশ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : অবশেষে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের পাঁচ পড়ুয়ার সাসপেনশন থেকে মুক্তি। হুমকি সংস্কৃতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাসপেন্ড করেছিল। হাইকোর্ট সেই সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশ দিল মঙ্গলবার। 'থ্রেট কালচারে' অভিযুক্ত মেডিকেল পড়ুয়াদের সাসপেনশন নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তিনি ওই সাসপেনশনকে পালটা 'থ্রেট কালচার' বলেছিলেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তিতে সিলমোহর পড়েছিল আরজি কর মেডিকেলের পড়ুয়াদের সাসপেনশন স্থগিতে হাইকোর্টের নির্দেশে। একই পদক্ষেপ হল উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের পাঁচ পড়ুয়ার জন্য। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশে ওই পড়ুয়াদের সাসপেনশন আপাতত কার্যকরী হবে না। বুধবার থেকে তাঁরা ক্লাসে যেতে পারবেন। পরীক্ষাও দিতে পারবেন।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে থ্রেট কালচার

তবে পরীক্ষা ও ক্লাস ছাড়া অন্য কোনও কাজ তাঁরা কলেজ ক্যাম্পাসে করতে পারবেন না।

আদালতে এই পড়ুয়াদের হয়ে সওয়াল করেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। আদালতে তিনি যুক্তি দেন, 'হুমকি সংস্কৃতিও এক ধরনের র‍্যাগিং। মেডিকেল কলেজে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি থাকার কথা। অথচ উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এই কমিটি নেই। যা ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলের নিয়মের পরিপন্থী। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি তৈরি না করে ১০ সেপ্টেম্বর বৈঠক ডেকে কলেজ কাউন্সিল ওই পড়ুয়াদের ছয় মাস সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেয়।'

কল্যাণ সওয়ালে বলেন, শুধুমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে কারও পরীক্ষায় বসা আটকানো যায় না। এতে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষের আইনজীবী সুমন সেনগুপ্ত পালটা যুক্তি দেন, 'প্রথমেই পদক্ষেপ করা হয়নি। তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তারপর অভিযোগ খতিয়ে দেখার পর তদন্ত কমিটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

কিন্তু এই যুক্তিতে কান দেননি বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। পাঁচ সপ্তাহ পরে মামলাটির পরবর্তী শুনানি ধার্য করে উভয়পক্ষকে হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। তাঁর নির্দেশ নিয়ে মিশ্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে। বিজেপি নেতা রাহুল সিনহার মতে, 'ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছেলেখেলা করছে রাজ্য সরকার। কারও হিম্মত নেই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার। আদালতের নির্দেশে সপাটে চড় খেল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও রাজ্য সরকার।'

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আদালতের নির্দেশ অবশ্যই মেনে নিতে হবে। তবে মেডিকেল কলেজগুলিতে হুমকি সংস্কৃতির অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।' তৃণমূলের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের অবশ্য বক্তব্য, 'অভিযোগ উঠলেই তদন্ত কমিটি গঠন করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়। আদালতের নির্দেশ তারই প্রমাণ।'

পরীক্ষার্থী বোন, দিদি পরীক্ষক

বিতর্কে সুনীতি অ্যাকাডেমি

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : ঠিক যেন বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো। চাকরির পরীক্ষায় স্কুলে বোন পরীক্ষার্থী। দিদি ইনভিজিলেটর। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের (পিএসসি) ক্লার্কশিপ পরীক্ষায় এমনই ঘটনা ঘটেছে। রাজ্যের অন্যতম নামকরা কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মেয়েদের স্কুল সুনীতি অ্যাকাডেমির এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

গত শনি ও রবিবার গোটা রাজ্যের পাশাপাশি কোচবিহারের বিভিন্ন স্কুলে ওই পরীক্ষা হয়। সুনীতি অ্যাকাডেমি সূত্রে খবর, এখানে ১৪৪০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেন। কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ট্যাঙ্গনমারি এলাকার এক মহিলা পরীক্ষার্থী ১৭ নভেম্বর এই পরীক্ষা দেন। পরীক্ষার দু'দিন বাদে জানা যায়, ওই স্কুলেরই শিক্ষিকা শর্মিলা ঈশোর তাঁর দিদি। যেদিন ওই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন সেদিন শর্মিলা ঈশোর নামে ওই শিক্ষিকা ইনভিজিলেটরের দায়িত্বেও ছিলেন।

বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার স্কুলে গিয়ে সুনীতি অ্যাকাডেমির প্রধান শিক্ষিকা তথা সেই পরীক্ষার সুপারভাইজার মৌমিতা রায়কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রথমে বিষয়টি ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে বলেন, 'শিক্ষিকা শর্মিলা ঈশোরের কোনও বোন আমাদের স্কুলে ওই চাকরির পরীক্ষা দেননি।' তাঁদের ঘনিষ্ঠ কেউ ওই পরীক্ষা দিচ্ছেন না বলে ডেক্লারেশন নিয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরই সংশ্লিষ্টদের ইনভিজিলেটরের দায়িত্ব দেওয়া হয় বলে প্রধান শিক্ষিকা জানান। এরপর ওই শিক্ষিকার সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাইলে প্রধান শিক্ষিকা তাঁকে তাঁর ঘরে ডেকে আনেন। তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে শর্মিলা ঈশোর নামে ওই শিক্ষিকা প্রথমে তাঁর বোনের পরীক্ষা দেওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেন। ওই পরীক্ষার্থী তাঁর প্রতিবেশী বলে তিনি জানান। পরে বোনের নাম উল্লেখ করে ওই শিক্ষিকাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি তাঁকে নিজের কাকাতো বোন বলে দাবি করেন। তাঁর কথায়, 'বোন কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করে। ও যে পরীক্ষা দেবে সেটা আগে জানতাম না। জানলে ডেক্লারেশনে সই-ই করতাম না।' সূত্রের খবর অবশ্য, ওই পরীক্ষার্থী শর্মিলার নিজেরই বোন।

তবে বোন পরীক্ষা দিচ্ছে তা আগেভাগে তিনি জানতেন না বলে দাবি করলেও তিনি যে তা জানতেন তা শর্মিলার নিজের কথাতেই পরিষ্কার। 'রবিবার বেলা ১২টার দিকে বোন আমাকে ফোন করে। সেকেন্ড হাফে পরীক্ষা আছে বলে জানায়। আমার ডিউটি আছে বলে আমি ওকে জানাই। ও যখন আমাকে ফোন করেছিল তখন ও ট্রেনে জলপাইগুড়িতে ছিল। বেলা ২টোর আগে ওকে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে বলি। রোল নম্বর জানালে আমি দেখি ওর পরীক্ষা ১১ নম্বর ঘরে পড়েছে। ৬ নম্বর ঘরে আমার ডিউটি ছিল। সমস্যা হবে না ধরে নিয়েই আমি ডিউটি করি।' গোটা বিষয়টি তিনি প্রধান শিক্ষিকাকে জানিয়েছিলেন কি না বলে প্রশ্ন করা হলে ওই শিক্ষিকা বলেন, 'ও তখন ট্রেনে জলপাইগুড়িতে আটকে ছিল। তাই পরীক্ষা দিতে আসতে পারবে কি না সেটা নিশ্চিত ছিলাম না।' এদিকে, স্কুলের এক শিক্ষিকার দাবি, কোনও ইনভিজিলেটরের কাছে ডেক্যারেশন নেওয়া হয়নি।

ডায়ালিসিস চালু হচ্ছে দিনহাটা হাসপাতালে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : মহকুমা হাসপাতাল হিসেবে কোচবিহার জেলার মধ্যে দিনহাটাতেই প্রথম ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু হতে চলেছে। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে পাঁচ শয্যাবিশিষ্ট এই ইউনিটটি পিপিপি মডেলে হবে। ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য ভবন থেকে চূড়ান্ত ছাড়পত্র মিলেছে। প্রতিদিন তিনটি শিফটে মোট ১৫ জন রোগীর ডায়ালিসিস করা যাবে এখানে। সেজন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাই সংশ্লিষ্ট বিভাগে টেকনিসিয়ান নিয়োগ করবে। মাসখানেকের মধ্যেই পরিষেবা চালুর জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছে। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাসের বক্তব্য, 'দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে যত শীঘ্রই সম্ভব ডায়ালিসিস পরিষেবা শুরু হবে। তাতে বহু মানুষ উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যেই সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।'

মিলবে পরিষেবা

- পাঁচ শয্যাবিশিষ্ট এই ইউনিটটি পিপিপি মডেলে হবে
- ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য ভবন থেকে চূড়ান্ত ছাড়পত্র মিলেছে
- প্রতিদিন তিনটি শিফটে মোট ১৫ জন রোগীর ডায়ালিসিস করা যাবে এখানে
- মাসখানেকের মধ্যেই পরিষেবা চালুর জন্য তোড়জোড় শুরু

বর্তমানে সরকারিভাবে জেলায় একমাত্র এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেই ডায়ালিসিস পরিষেবা রয়েছে। ফলে দিনহাটার বাসিন্দাদের কোচবিহারের উপর নির্ভর করতে হয়। বেসরকারি ক্ষেত্রেও এই পরিষেবা অনেকটাই ব্যয়বহুল। ধাপে ধাপে অন্য মহকুমা হাসপাতালেও ডায়ালিসিস পরিষেবা চালু করা হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে।

দিনহাটা হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। চিকিৎসকরাও ঠিকমতো পরিষেবা দেন না বলে অভিযোগ। সাধারণ মানুষ তো বটেই খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহও বিষয়গুলি নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখানে প্রতিদিন ৫-৭ জন রোগীকে ডায়ালিসিসের জন্য এমজেএন মেডিকেলে রেফার করা হয়। এছাড়াও এখানে ডায়ালিসিস পরিষেবা না থাকায় বহু রোগী সরাসরি এমজেএন মেডিকেল অথবা বেসরকারি জায়গায় চলে যান। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডলের কথায়, 'এতদিন ডায়ালিসিস না থাকায় আমরা রোগীদের মেডিকেল কলেজে রেফার করে দিতাম। ইউনিটটি চালু হলে সেই সমস্যা মিটে যাবে।' তবে দিনহাটা হাসপাতালে বর্তমানে কোনও নেফ্রোলজিস্ট (কিডনি সংক্রান্ত চিকিৎসক) নেই। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তরের দাবি ডায়ালিসিসের জন্য নেফ্রোলজিস্টের প্রয়োজন বাধ্যতামূলক নয়। অন্যান্য টেকনিসিয়ান ও কর্মীর যা অভাব রয়েছে তা দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সিই পূরণ করবে।

তিরুপতিতে আর অহিন্দু কর্মীদের ঠাঁই নেই

অমরাবতী, ১৯ নভেম্বর : দীর্ঘদিন কাজ করার পর অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন তিরুমালা তিরুপতি মন্দিরের অহিন্দু কর্মচারীরা। তাঁদের স্বেচ্ছাবসরে বা অন্য কোনও সরকারি দপ্তরে বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। এই সিদ্ধান্তের আওতায় পড়বেন স্থায়ী, অস্থায়ী মিলিয়ে প্রায় ৩০০ কর্মচারী। মন্দিরটিতে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ৭ হাজার। অস্থায়ী কর্মচারী আছেন প্রায় ১৪ হাজার। সব কর্মচারীর বেতন হয় ভক্তদের দানের টাকায়।

শুধু অহিন্দু কর্মীদের অপসারণই নয়, মন্দিরের সামনে হিন্দু ভিন্ন অন্য কোনও ধর্মাবলম্বীর ব্যবসা করাতেও নিষেধাজ্ঞা জারি হল। মন্দিরটি পরিচালনার জন্য একটি অছি পরিষদ আছে। যার নাম তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম (টিটিডি)। ওই পরিষদের সভাপতি বিআর নাইডু জানিয়েছেন, হিন্দু ভক্তদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে অহিন্দু কর্মচারীদের তালিকা তৈরি হয়ে গিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সরে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। তাঁর কথায়, ''ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুধু হিন্দুরাই মন্দিরের ভিতরে ও বাইরে ব্যবসা করতে পারবেন। ওয়াইএসআর কংগ্রেস সরকারের আমলে আমাদের এলাকায় বেআইনিভাবে 'মুমতাজ' নামে একটি হোটেলকে জমি দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুমতি আমরা বাতিল করেছি।''

মন্দির কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট না করলেও বিজেপির কথায় এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। দলের অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সভাপতি ডাগ্গুবাটি পুরন্দেশ্বরী তিরুমালা বলেন, 'এটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বিজেপি সবসময় বিশ্বাস করে, হিন্দু ধর্মের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধা বা বোঝাপড়া নেই, মন্দিরে তাঁদের দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষান রেড্ডির বক্তব্য, 'এতে হিন্দু মন্দিরের গৌরব বাড়বে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতির দাবি, কয়েক মাস আগেই মন্দিরে অহিন্দুদের নিয়োগ না করার দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছিল তাঁর দল।

মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনের সময়ও দু'তিন ঘণ্টা কমানো হতে পারে বলে জানিয়েছেন টিডিডি'র সভাপতি। তিনি জানান, মন্দিরের পরিবেশ রক্ষা এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় সুশৃঙ্খলা আনতে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্দিরের অহিন্দু কর্মচারীদের সরানোর প্রশ্ন ওঠে প্রসাদ হিসাবে বিক্রি হওয়া লাড্ডুতে পশুর চর্বি মেশানো ঘি ব্যবহারকে কেন্দ্র করে।

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর অভিযোগ, ওয়াইএসআর কংগ্রেস সরকারের সময় থেকে এই অনাচার চলছে। তিরুপতি মন্দির কমিটির সভাপতি জানিয়েছেন, প্রসাদের লাড্ডু তৈরিতে এখন শুধুমাত্র বিশুদ্ধ ঘি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রসাদের গুণমান ও পবিত্রতা রক্ষাকেও নজরে রাখা হবে। এই লক্ষ্যের সঙ্গে অহিন্দু কর্মীদের সরানোর সম্পর্ক কী, তা অবশ্য স্পষ্ট করেনি মন্দির কর্তৃপক্ষ।

কোচবিহারের রাসমেলায় দেদার বিক্রি হচ্ছে ভুটানের কমলালেবু। মঙ্গলবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

একনজরে

নেতাদের মুখে লাগাম

তাঁর হাতে থাকা স্বরাষ্ট্র দপ্তর নিয়ে দলের মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়করা কটুর সমালোচনা করছেন। বিষয়টি নিয়ে তিতিবিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দলীয় সূত্রে খবর, অবিলম্বে এই নেতাদের মুখ বন্ধ করতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তা নিতে দলের রাজ্য নেতৃত্বকে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। দরকারে রাজ্য স্তরে দলের বর্ধিত বৈঠক ডাকতেও বলেছেন তিনি। দলের ক্ষতি হয় এমন মন্তব্য করলে তাঁদের সেন্সর করার ভাবনাচিন্তাও রয়েছে। শোকজ করা হবে ওই নেতাদের।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

মন্দারমণিতে হোটেল ভাঙায় নিষেধ

মন্দারমণির ১৪০টি হোটেল ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে ৩০টি হোটেল চিহ্নিত করাও হয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত জেলা প্রশাসনকে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করতে বলেছেন তিনি। মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনা না করে কেন জেলা প্রশাসন এত বড় সিদ্ধান্ত নিল, তাও তিনি জানতে চেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তে মন্দারমণির হোটেল ব্যবসায়ীরা খুশি।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ

অমৃতা দে ও প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৯ নভেম্বর : জনসংযোগে গিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়লেন। মূলত রাস্তা তৈরির কাজ নিয়ে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। উদয়নের অবশ্য দাবি, বিক্ষোভ নয়, তাঁকে ঘিরে রাস্তা তৈরির দাবি জানানো হয়েছে।

উদয়ন বাড়ি বাড়ি জনসংযোগের ডাক দিয়েছেন। সোমবার তিনি সাহেবগঞ্জে গিয়ে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ করছিলেন। দলীয় কর্মী-সমর্থকরা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। উদয়নকে কাছে পেয়ে স্থানীয় মহিলারা তাঁকে ঘিরে ধরেন। তাঁদের দাবি, রাস্তা হবে বলে ভোটের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখনও পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। ঘটনার জেরে উদয়ন কার্যত হতভম্ব হয়ে পড়েন। নিজের মতো করে তিনি বিক্ষোভকারী মহিলাদের বোঝাতে থাকেন। পাশের একটি রাস্তার কাজের উদাহরণ তুলেও ধরেন। কিন্তু মহিলারা তা মানতে রাজি ছিলেন না।

গ্রামের বধূ মালতী রায়ের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই কাঁচা রাস্তা নিয়ে ভুগছি। বর্ষার সময় এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। গ্রামে কেউ অসুস্থ হলে অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁদের স্থানান্তরিত করতে সমস্যায় পড়তে হয়। এদিন

উদয়নের কাছে রাস্তার দাবি

মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে রাস্তার দাবি তুলে ধরেছি।' উদয়ন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় তখন গ্রামের মহিলাদের বলেন, 'আপনারা শাক, ভাত, মাছ, মাংস দিয়ে একবারে মেখে খান কি? না কি আলাদা আলাদা খান?' তাঁর কথায়, 'আপনারা ধীরে ধীরে যেমন একের পর এক পদ খান ঠিক তেমনি একের পর এক রাস্তাও পাবেন।' মহিলারা অবশ্য কিছু বুঝতে চাইছিলেন না। রাস্তার দাবিতে তাঁরা অনড় ছিলেন। এলাকার আরেক বাসিন্দা অলোক রায়ের কথায়, 'গ্রামের অন্য রাস্তাগুলি পাকা হলেও আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা পাকা হয়ে ওঠেনি। একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে দাবি জানালেও রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র ভোটের সময়ই নেতাদের দেখা যায়। বাকি সময় কেউই গ্রামে আসেন না।'

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে উদয়নের বক্তব্য, 'বিক্ষোভ নয়, এটি সমবেত দাবি ছিল। এখন গ্রামে যত রাস্তা রয়েছে আগে তত মোটেও ছিল না। বর্তমান পরিস্থিতি দেখেই বাসিন্দাদের মধ্যে আরও চাহিদা বেড়েছে। এখন রাস্তা হচ্ছে, রাস্তা হয়ে গেলে পানীয় জলের কথা বলা হচ্ছে। উন্নয়নের ফলেই এমনটা হচ্ছে। তৃণমূলই একমাত্র দল যারা বাসিন্দাদের কাছে যাচ্ছে। তাঁদের সমস্যার বিষয়গুলি শুনে তা সাধ্যমতো মেটানোর চেষ্টা চলছে।' ধীরে ধীরে সমস্ত সমস্যাই মেটানো হবে বলে উদয়ন আশ্বাস দেন।

বহিরাগতদের গ্রাসে উত্তরের হোমস্টে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : লেপচাখা, রামধুরায় তিন বছর আগেও যাঁরা ভবিষ্যতের জন্য হোমস্টে 'লিজ' নিয়েছিলেন, এখন তাঁরা তা ছেড়ে দিতে চাইছেন। জয়ন্তীর হাল দেখেই তাঁরা নিজেদের আগামী বুঝতে পারছেন। ফলে ডুয়ার্সে হোমস্টের পটপরিবর্তন ঘটছে। কিন্তু পাহাড়ি পাকদণ্ডিতে, গ্রামের পর গ্রামে ছবিটা এখন অন্য। চারিদিকে শুধুই হোমস্টে। যা গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে, যেমনটা চেয়েছিল সরকার। কিন্তু দিনবদলে মালিকানার পরিবর্তন ঘটেছে। বাইরের 'থাবায়' এখন লিজে চলছে একাধিক হোমস্টে, এমনই অভিযোগ শোনা যায় পর্যটন মহলে কান পেতে। ফলে পাহাড়ের রোজগারে ভাগ বসাচ্ছেন বহিরাগতরা।

গ্রামীণ এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে এবং মূলত মহিলাদের স্বনির্ভর করে তুলতেই হোমস্টে নীতি নিয়েছিল রাজ্য সরকার। যার অন্যতম শর্ত ছিল, নিজের বাড়ি-ঘর থাকতে হবে এবং পর্যটকদের আপ্যায়ন করতে হবে নিজেকেই। এমন শর্তেই পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি পরিকাঠামো গড়ে তুলতে নথিভুক্ত হোমস্টে প্রতি দেড় লক্ষ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। সরকারি সাহায্যে তাকদা, বিজনবাড়ি, তিনচুলে, সিটং, লাভা, আলগারা, ঝালং সহ একাধিক জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়ায় হোমস্টে। পর্যটনের গন্তব্য বদলাচ্ছে, বুঝতে পেরে গ্রামীণ পর্যটনে জোর দেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কোভিড এবং পরবর্তী সময়ে পর্যটকরা বেছে নেন 'অফবিট' জায়গাগুলিকে। শহরের ব্যবসা মার খেলেও চাঙ্গা হয়ে ওঠে গ্রামীণ পর্যটন। এতেই হোমস্টে-তে নজর পড়ে বহিরাগত ব্যবসায়ীদের। শুরু হয় নতুন বিনিয়োগ। পালটে যেতে শুরু করে হোমস্টের আদর্শ।

পর্যটন দপ্তরের তথ্য বলছে, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি হোমস্টে রয়েছে কালিম্পংয়ে। প্রায় ১,১৩০টি। দার্জিলিংয়ে সংখ্যাটা ৪২৫।

এরপর দশের পাতায়

গ্রামীণ পর্যটনকে চাঙ্গা করতে হোমস্টে নীতি নিয়েছিল সরকার। বেঁধে দেওয়া হয়েছিল নিয়মকানুন। আর সেই নিয়মের ফাঁক গলেই এখন পাহাড়-ডুয়ার্সের হোমস্টের দখল নিচ্ছেন পুঁজিপতিরা। নিয়ম ভেঙে লিজে মার খাচ্ছে রাজস্বও। পর্যটনের ফাঁদে নজর ফেলল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ প্রথম কিস্তি।

চারকোলের একটি বিলাসবহুল হোমস্টে।

সম্প্রীতির বিয়ে উদযাপনে রাত জাগল ধুমসিগাড়া

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়ানোর চেষ্টা যতই হোক, গাঁ-গঞ্জের সাধারণ মানুষের মনের গভীরে এখনও যে সম্প্রীতির বাঁধন অটুট তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুমসিগাড়ার সাধারণ নাগরিক সমাজ।

ধর্ম, জাতপাত, উচ্চ-নীচ সমস্ত ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে হতদরিদ্র এক অষ্টাদশী মুসলিম মেয়ের বিয়ের সমস্ত আয়োজন করতে জান লড়িয়ে দিলেন গ্রামবাসীরা। মূলত গ্রামের হিন্দু সমাজের নবীন থাপা, হরিশংকর, প্রতাপ থাপা, কান্তা বিশ্বকর্মা, সতুল রায় প্রমুখ এই মহৎ কাজে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করলেও সবকিছু দেখে পরে এগিয়ে এসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন মুসলিম সমাজের আনোয়ার, মমতাজরা।

বাবার মৃত্যুর পর আশিকা খাতুন ওরফে আসমা তাঁর দিনমজুর ঠাকুরদা মহম্মদ খলিলের পরিবারে বড় হয়েছেন। আশিকা ছাড়াও তাঁর মা, বোন এবং বিশেষভাবে সক্ষম এক ভাই রয়েছে। দিনমজুরি করে পরিবারের এতগুলো পেট চালানোর পর আশিকার বিয়ের বাড়তি খরচ জোগাড় করা সাধ্যের বাইরে ছিল মহম্মদ খলিলের। এদিকে পাশের গ্রাম বাবুজোতের পাত্র আমজাদ আলির সঙ্গে নাতনির ভালোবাসার সম্পর্কের পরিণতি কী হবে তা নিয়ে যখন ঘোর দুশ্চিন্তায় ঠাকুরদা, তখন কোনওভাবে বিষয়টি পাঁচকান হয়ে যায় গ্রামে। ঘটনাটি জানতে পেরেই আলোচনা করে বিয়ের সমস্ত আয়োজন করতে নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে নেন নবীন, প্রতাপ, হরিশংকর, কান্তা, সতুল সহ গোটা গ্রাম। চলে জোরদার প্রস্তুতি। কেউ মাংসের খরচ জুগিয়েছেন, কেউ মাছের, কেউ আবার কনের প্রসাধনী, জরুরি অলংকার, বিয়ের শাড়ি, এমনকি বিয়ের মণ্ডপের সাজসজ্জা থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ। এভাবেই সোমবার রাতে আশিকা এবং আমজাদ দুজনে একে অপরকে ‘কবুল’ করতেই গোটা গ্রাম যেন আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছিল।

মূল উদ্যোগী নবীন থাপা ও হরিশংকর বলেন, বিয়ে উপলক্ষ্যে প্রায় ৪০০ জনের খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। হোক না সে মুসলিম পরিবারের মেয়ে, তাতে কী এসে যায়। ও তো আমাদের এই ছোট্ট গ্রামেরই মেয়ে। আমরা সকলেই আশিকাকে নিজেদের পরিবারের মেয়ে বলে মনে করে যে যার সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। নবদম্পতির প্রতি আমরা প্রত্যেকেই প্রাণভরা আশীর্বাদ জানিয়েছি।

সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার এমন অসাধারণ দৃষ্টান্ত নিজের চোখে দেখার পর চোখে জল আশিকার দিনমজুর ঠাকুরদা মহম্মদ খলিলের।

বিয়ের দিন বধূবেশে পরিজনদের সঙ্গে আশিকা। -সংবাদচিত্র

বেড়াতে এসেও সচেতনতার চেষ্টা

নাগরাকাটা, ১৯ নভেম্বর : ওঁদের কেউ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক। কেউ বা আবার এখনও কর্মরত। সকলে মিলে ছুটি কাটাতে বেড়াতে এসেছেন ডুয়ার্সে। কিন্তু ওঁদের নেশা সমাজসেবার। বিশেষ করে থ্যালাসিমিয়া নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো। তাই ভ্রমণের ফাঁকেও নানা স্থানে এই রোগের ওপর সচেতনতামূলক বার্তা দিচ্ছেন ব্যারাকপুরের পাঁচ বন্ধু।

মঙ্গলবার স্বপনকুমার বিশ্বাস, অপূর্বকুমার বিশ্বাস, শ্যামলকুমার বিশ্বাস, নীতীশচন্দ্র রায় ও দুলালচন্দ্র দাস নামে ওই পাঁচ বন্ধু মিলে থ্যালাসিমিয়ার ওপর শিবির করে গেলেন নাগরাকাটা বস্তি ও মালবাজারের আদর্শ বিদ্যাভবন স্কুলে। থ্যালাসিমিয়া সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার ব্যারাকপুর শাখার পক্ষ থেকে এদিন তাঁরা এই কর্মসূচিতে শামিল হন। বন দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত এডিএফও অপূর্ব বলেন, ‘থ্যালাসিমিয়া রোগটি নিয়ে এখনও বহু মানুষের সচেতনতার অভাব রয়েছে। বিয়ের আগে পাত্র ও পাত্রীর ঠিকুজি কুষ্ঠি দেখার আগে দুজনের রক্ত পরীক্ষাই যে সব থেকে বেশি প্রয়োজন এই ধারণা অনেকের কাছেই নেই।’ কীভাবে এই রোগকে প্রতিরোধ করা সম্ভব সেটাই যতটা সম্ভব তাঁরা সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন বলে জানান।

এদিন নাগরাকাটা বস্তিতে আয়োজিত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বন দপ্তরের স্থানীয় বিট অফিসার ইমরান হুসেন, সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সুধামা ওরাওঁ, এলাকার যৌথ বন পরিচালন সমিতির সভাপতি শেখ সাহিদ, স্থানীয় সমাজসেবী বলিরাম ওরাওঁ, চম্পালাল মিঞ্জ প্রমুখ। মাল আদর্শ বিদ্যাভবনের শিবিরে সেখানকার পড়ুয়ারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টিআইসি উৎপল পাল।

কৌলীন্য হারাচ্ছে ‘অরেঞ্জ ভ্যালি’

সানি সরকার

সিটং, ১৯ নভেম্বর : মংপুর পর যোগীঘাট হয়ে রাস্তাটা নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। শীতের সময়ে সেই পাকদণ্ডি পথে ১০ বছর আগেও রাস্তার দু’ধারে শুধু কমলা আর কমলা দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে সেই চেনা ছবি অনেকটা বদলে গিয়েছে। সময়ের চাকা যত গড়িয়েছে, ততই সিটংয়ের গাছগুলো থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে কমলালেবু। এই কমলালেবুর টানেই প্রতিবছর পর্যটকরা শীতে ভিড় জমাতেন সিটংয়ে। কিন্তু বর্তমানে ‘অরেঞ্জ ভ্যালি’ সিটং তার কৌলীন্য হারাতে বসেছে। এতে ভবিষ্যতে রুটিরুজি নিয়ে শঙ্কা দেখা দিয়েছে পাহাড়ি জনপদটিতে।

দরজায় কড়া নাড়ছে শীত। আর ঠিক এই সময়ে কমলালেবুর টানে পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁরা কি ‘অরেঞ্জ ভ্যালি’ খুঁজে পাচ্ছেন? ডায়েরিগাঁও, সবজেতে এখনও বহু বাগান রয়েছে। সেখানে রয়েছে সারি সারি গাছও। কিন্তু গাছভর্তি ফলের দেখা নেই। এই দৃশ্যে রীতিমতো হতাশ পর্যটকরা।

‘গাছ থেকে পাকা কমলালেবু পাড়ার জন্যই এখানে এসেছিলাম। কিন্তু কমলা তো মগডালে। নীচে হয় না?’ হতাশার সঙ্গে কথাগুলি বলছিলেন যাদবপুরের বাসিন্দা বিপাশা পানিগ্রাহী। কমলার টানেই তাঁরা নয়জন সিটংয়ে বেড়াতে এসেছেন। বিপাশার সঙ্গে এসেছেন সুদীপ্তা। তিনিও এই দৃশ্যে হতাশ। তাঁদের মতো অনেকেই কমলালেবুর টানে সিটংয়ে এসে হতাশা বুকে নিয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

পর্যটকদের এই হতাশাই ভয়ের কারণ হয় দাঁড়াচ্ছে এখানকার হোমস্টের কর্ণধারদের। সরকারি উদ্যোগে পরিস্থিতির পরিবর্তন না ঘটলে ভবিষ্যতে যে সমূহ বিপদ, তা বেশ বুঝতে পারছেন রূপেন্দ্র মঙ্গর। একসময় নিজে হাতেই কমলা চাষ করতেন রূপেন্দ্র। তাঁর বাগানে প্রতি শীতে বহু পর্যটকের পা পড়ত। যা দেখে বাগানের পাশে তিন বছর আগে তৈরি করেন হোমস্টে। রূপেন্দ্র বলছেন, ‘অফবিট ডেস্টিনেশনের জন্য পুজোর সময় অনেক পর্যটক এখানে আসেন। কিন্তু এখানে বেশি ভিড় হয় শীতে। মূলত কমলালেবুর জন্য। কিন্তু যেভাবে দিনের পর দিন ফলন কমছে, তাতে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা হয়।’

সিটংয়ে কমলালেবুর বাগান

ফলন কেন কমছে

- ২০১৬ সালে প্রবল শিলাবৃষ্টির জেরে গাছের গোড়ায় শিল জমে যাওয়া
- পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভাইরাসের প্রকোপ

কমলা চাষের জন্য একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন প্রভাকর রাই। এখনও তাঁর মন চাষেই। তিনি বলছিলেন, ‘কমলালেবুর ওপর ভরসা রেখেই পর্যটনে প্রচুর বিনিয়োগ হয়েছে। যেভাবে ফলন কমছে, তাতে ভবিষ্যতে পর্যটন ব্যবসা মার খাবে।’

একই আশঙ্কা সিটং ইকো ট্রাভেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সন্ধ্যা আচার্য লেপচার। তিনি বলেন, ‘যাঁরা বেড়াতে এসে সেভাবে কমলা দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁরা তো ফিরে গিয়ে সেকথা পরিচিতদের বলবেন। তাছাড়া এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। ফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।’

ফলন কমে যাওয়ার কারণ কী? ২০১৬ সালে প্রবল শিলাবৃষ্টির জেরে গাছের গোড়ায় প্রচুর পরিমাণে শিল জমে যাওয়া একটা কারণ হিসেবে উঠে আসছে। পাশাপাশি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভাইরাসের প্রকোপে কমলার কৌলীন্য ধরে রাখা যাচ্ছে না, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আগে শুধু গাছেই নয়, রাস্তায় পড়ে থাকত কমলালেবু। সিটংয়ের সেই চেনা পথের ছবিটা কি আর ফিরবে? সিটংবাসীর মনে এই প্রশ্ন এখন শুধুই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

আমূলের সঙ্গে বাজাজ

নিউজ ব্যুরো

১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার পুনেতে অনুষ্ঠিত হল এবছরের আমূল ক্লিন ফুয়েল র‍্যালি। এই র‍্যালিতে আমূলের সঙ্গে এবার অংশীদারিত্ব করল বাজাজ অটো লিমিটেড। দেশের বৃহৎ দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানির এই র‍্যালি বিভিন্ন নগরগুলিকে ক্লিন ফুয়েল মিশনে জোটবদ্ধ করতে নেমেছে।

জাতির উন্নতিস্বার্থে দুই আইকনিক ব্র্যান্ডের তরফে নেওয়া এই উদ্যোগ দেশের জ্বালানি রক্ষার পাশাপাশি সাসটেইনেবিলিটিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। বাজাজ ফ্রিডম ১২৫ (একটি সিএনজিচালিত বাইক) র‍্যালিটি চালনা করে।

বাজাজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজীব বাজাজ এবং গুজরাট কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশনের (আমূল) ম্যানেজিং ডিরেক্টর জায়েন মেহেতা পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানটির সূচনা করেন। আকুরডির বাজাজ অটো ক্যাম্পাস থেকে র‍্যালিটি শুরু হয়। জায়েন বলেন, বাজাজ আমাদের অংশীদার হওয়ায় আমরা খুবই আপ্লুত।

আজ টিভিতে

গুড মর্নিং আকাশে গান শোনাবেন সুদীপ্ত গায়েন। সকাল ৭ আকাশ আট

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল
স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, রাত ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি
আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ একাই একশো, দুপুর ২.৩০ সত্য মিথ্যা, বিকেল ৫.৩০ শিমুল পারুল, রাত ৮.০৫ মাটির মানুষ, ১০.৫৫ হত্যাপুরী ফেলুদা
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সকাল সন্ধ্যা, বিকেল ৫.০০ লাভেরিয়া, রাত ৮.০৫ শুধু একবার বলো, ১১.১৫ হামি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিধাতার খেলা, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ সবুজ সাথী, সন্ধ্যা ৭.০০ খোকা ৪২০, রাত ১০.০০ দেবতা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ স্নেহের প্রতিদান
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ ফড়িং
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কামব্যাক

কৃশ ৩ সন্ধ্যা ৭.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

সবুজ সাথী বিকেল ৪ কালার্স বাংলা সিনেমা

খিলাড়িয়োঁ কা খিলাড়ি
বিকেল ৫.১৮ জি বলিউড

ফড়িং
দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont: M-9647610774. (C/113429)

•

ঘোষপুকুরে ফোম/স্পঞ্জ ফ্যাক্টরিতে কাজের ১৫ জন হেল্পার চাই। বেতন - ২৬ দিনে (রবিবার ছুটি) 12,000 (PF, ESI), থাকা ফ্রি খাওয়া মেস। 8293719888. (C/113433)

•

ডিস্ট্রিবিউটার ফার্মে Sales-এর জন্য Fresher ও Experienced boys and Girls প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতা Madhyamik Pass থেকে Graduate. Age 20-25, শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে, মাসিক আয়- 12000K-20,000K. M : 9932449780, 89675, 39949. (C/113508)

•

ওয়েলনেস কোচ দরকার। পার্ট/ফুলটাইম কাজ। গৃহিণী/Rtd./ব্যবসায়ী/চাকুরিজীবী অগ্রগণ্য। M : 8697639467. (K)

ভাড়া

1& 2 BHK Flat for rent Hakimpara main Rd. Slg. Ph - 9832042456. (C/113506)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় ১৯.১১.২৪ তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি S. Chatterjee এবং Sourangsu Chatterjee একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/113513)

Affidavit

I Manisha Moitra, declare before the Notary Public Siliguri by affidavit dated 19/11/24 that my son Srineel Shreshta Moitra and Srineel Shrestha Moitra is one and the same identical person. (C/113510)

ত্যাজ্যপুত্র

আমরা- গোলক মণ্ডল, পিতা- গৌর চন্দ্র মণ্ডল এবং শ্রীমতী জ্যোৎস্না মণ্ডল, স্বামী : শ্রী গোলক মণ্ডল। উভয়ের সাকিন : বিরবিটি বীরপাড়া, পোঃ ও থানাঃ বীরপাড়া, জেলা- আলিপুরদুয়ার। আমাদের পুত্র বিশ্বনাথ মণ্ডলকে ১৮/১১/২০২৪ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা ত্যাজ্যপুত্র বলে ঘোষণা করলাম। আমাদের বর্তমানে/অবর্তমানে আমাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার থেকে তাকে এবং তার উত্তরাধিকারীদের বঞ্চিত করলাম। (C/111985)

অ্যাফিডেভিট

গত 18/07/2024 J.M. 1st Class Ld. 2nd কোর্ট দিনহাটা কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমি জয়নাল আবেদিন থেকে ছোবাহান আলী হলাম। ছোবাহান আলী ও জয়নাল আবেদিন একই ব্যক্তি। সাহেবগঞ্জ, দিনহাটা, কোচবিহার।

REQUIRED PRINCIPAL FOR ARMY PUBLIC SCHOOL BENGDUBI (CBSE AFFILIATED)

EXISTING VACANCIES		APPLY TO
Army Public School Located at : Bengdubi Military Station, Post : Bengdubi, Dist : Darjeeling (W.B). Pin - 734424	Upto Class XII (12th)	The Chairman, Army Public School Bengdubi, PO : Bengdubi, Dist : Darjeeling , PIN : 734424, State : West Bengal. Website: www.apsbengdubi.org E.mail : bengdubiaps@gmail.com

Qualification & Experience : As per CBSE Bye-Laws. However, B.Ed is mandatory. IT literate.
Age : Below 55 years (Ex-servicemen below 57 years)
Pay & Allowances : Negotiable, along with other perks as per CBSE/ AWEES guidelines. Special incentives for **outstanding meritorious candidates.**
Selection Process : Through Panel Interview **(Only candidates shortlisted, based on Qualification, Experience and other criteria as may be considered by the Management, will be called for interview).**
Apply on plain paper along with Bio-data, affixed with photograph, mentioning the year/School/Appointment wise experience, duly supported with experience certificate/testimonials, Email Id, mobile number and postal address by 14 Dec 2024.
No TA/DA is admissible.

রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচী

ডিসেম্বর' ২০২৪ মাসের জন্য ডিওয়াই.সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে ইউনিট অনুসারে রেলওয়ে স্ক্র্যাপ সা-সামগ্রী বিক্রির হেতু ই-নিলাম কার্যসূচি নিম্নঅনুসারে নির্ধারিত করা হয়েছে।

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ডিসেম্বর/২০২৪	০৩-১২-২০২৪, ১২-১২-২০২৪ এবং ১৯-১২-২০২৪

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ডিসেম্বর/২০২৪	০৩-১২-২০২৪, ১২-১২-২০২৪ এবং ১৯-১২-২০২৪

কাটিহার মণ্ডলের জন্যে

ক্রমিক সংখ্যা	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	ডিসেম্বর/২০২৪	০৩-১২-২০২৪, ১২-১২-২০২৪ এবং ১৯-১২-২০২৪

ইচ্ছুক ডাককারীগণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর যোগে ই-নিলাম কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উপ মুখ্য সামগ্রী প্রবন্ধক/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/১৮_২০২৪/কে/৯৪৮, তারিখ: ১৪-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ১৮_২০২৪, কাজের নাম: কাটিহার ডিভিশনে "গ্রিড সংযুক্ত" (গ্রিডের উপর) সোলার ফটো ভোল্টাইক মডিউল-এর ইনস্টলেশন (ফেজ-II)। টেন্ডার মূল্য: ৩,০৩,৮৪,১৬৩.৬৩ টাকা; বায়নার ধন: ৩,০২,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৯-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ০৯-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৯-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২৮, তারিখ : ১৮.১১.২০২৪। সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট: ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম :** মালদা ডিভিশনে স্টেশন, সার্ভিস বিল্ডিং-এ বিএলডিসি সিলিং ফ্যান এবং পিএফ লাইটের সংস্থান-এর সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ (ফেজ-II)। **টেন্ডার মূল্যমান :** ২,২৪,৬৫,৭১০.২০ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,৬২,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়:** ২২.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ০৬.১২.২০২৪-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড:** www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।
(MLD-146/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

ইঙ্গিতমূলক বিজ্ঞপ্তি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য বিভিন্ন বেতন স্তরে স্পোর্টস কোটার জন্য নিয়োগ (খোলা বিজ্ঞাপন)

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২৪-২৫ বছরের জন্য যোগ্য ক্রীড়াবিদ যারা ভারতের নাগরিক, তাদের কাছ থেকে তীরন্দাজি, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রিকেট, সাইক্লিং, ফুটবল, গলফ, লন টেনিস, টেবিল টেনিস, ভলিবল ও ভারোত্তোলন -এর ক্রীড়া শাখাগুলির ৫৬টি পদ পূরণের জন্য [লেভেল-৪/৫ গ্রুপ- সি = ০৫ পোস্ট, লেভেল-২/৩ গ্রুপ-সি = ১৬ পোস্ট এবং লেভেল-১ (পূর্ববর্তী গ্রুপ-ডি) = ৩৫ পোস্ট] অনলাইনে আবেদনপত্রের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আবেদন খোলার তারিখ : ২০/১১/২০২৪
আবেদন বন্ধের তারিখ : ১০/১২/২০২৪

আবেদনকারী ওয়েবসাইটে গিয়ে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন : www.nfr.indianrailways.gov.in → স্পোর্টস কোটা রিক্রুটমেন্ট ২০২৪-২৫ → প্রার্থীরা সরাসরি ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন আবেদন জমা দিতে পারেন:- https://www.nfr-recruitment.in.

সিনিয়র পার্সোনেল অফিসার (এইচকিউ এন্ড আরইসিটি.), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

EKLAVYA MODEL RESIDENTIAL SCHOOL, NAGRAKATA
Affiliated to WBBSE WBCHSE (English Medium), Under TDD, Govt. of West Bengal
(Fully subsidized for Scheduled Tribe Students only)

All are hereby notified that the distribution of admission forms for Class VI and VII for the academic session 2025-26 will commence on 21st November 2024 to 7th December, 2024.

- Students' selection will be done through a lottery.
- Only 70 (Boys - 30, PVTG* Boys – 05, Girls 30, PVTG* Girls–05) seats for Class VI
- If adequate PVTG students are not found, the reserved seats will be distributed among other ST students during the lottery.
- Preference will be given to the tribal students of Jalpaiguri & Alipurduar.
- Age should be 11 years and above but less than 12 years for Class VI as on 01/01/2025.
- A Scheduled Tribe Certificate, Reading Certificate with Bangla Siksha Portal ID from current school and a Registered Birth Certificate will be required at the time of form collection.
- Forms are available during school hours (Monday to Friday from 11.00 am to 3.30 pm and on Saturday from 11.30 am to 12.20 pm) on all working days except holidays.
- Last Date of Collection and Submission of form will be 30th November, 2024.

Sd/-
Teacher-in-Charge,
EMRS, Nagrakata

* Particularly Vulnerable Tribe Group

গ্রিড সংযোজিত রুফ টপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৯-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৪-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ রঙ্গিয়া মণ্ডলেঃ ৫ বৎসরের এএমসি/সিএএমসি সহিত রঙ্গিয়া মণ্ডলের আবাসিক ভবনসমূহে ৭৮৩৫ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৩৫,৫১,৪৬,৬৬৩.৭০/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৯,২৫,৭০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-১২-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিইই, রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সরবরাহ, নির্মাণ, সম্পাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডেপুটি সিইই/সিওএন/এনজেপি/ই/০৮/২০২৪; তারিখ : ১৮-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং: ই-সি-এন-জে-৪-২৪-২৫-এনএমএক্স-জেপি-আরটি; কাজের নাম: নিউ ময়নাগুড়ি-জোগিঘোপা নিউ লাইন প্রকল্পের অধীনে দুই বছরের জন্য ডেপুটি সিই/সিওএন/আলিপুরদুয়ার জং., ডেপুটি সিএসটিই/সিওএন/আলিপুরদুয়ার জং., এএইএন/সিওএন/নিউ কোচবিহার, সিনিয়র এসই/সিওএন/ইলেক্ট/আলিপুরদুয়ার জং., পি-ওয়ে/সিওএন/আলিপুরদুয়ার জং., এসএসই/এসএন্ডটি/সিওএন/নিউ কোচবিহার -এ অফিস কমপ্লেক্স সহ আলিপুরদুয়ার জং., নিউ কোচবিহারে ওআরএইচ কমপ্লেক্সে অমেরামত কার্যকলাপের জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি/এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমের সরবরাহ, নির্মাণ, সম্পাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্য: ৭০,৯৬,৫৩৭.১০ টাকা; বায়না মূল্য: ১,৪১,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ০৯-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি সিইই/সিওএন, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বর, জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের প্রথম পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিয়েছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি। অফিসে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। **বৃষ :** প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হবেন। বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। **মিথুন :** প্রেমের ক্ষেত্রে আজ বাধা আসবে। পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তব হবে। **কর্কট :** পরীক্ষায় সফল হওয়ায় খুশি। বেশি চাইতে যাবেন না। প্রেমে শুভ। **সিংহ :** পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যা জট কাটবে। রাস্তায় খুব সতর্ক হয়ে গাড়ি চালান। **কন্যা :** সৎকাজে অর্থ ব্যয় করে মানসিক শান্তি। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। **তুলা :** সামান্য কারণে মাথা গরম করে সমস্যায়। পাওনা আদায় হওয়ায় নিশ্চিন্ত। **বৃশ্চিক :** কোনও উৎসবে অংশগ্রহণ করে আনন্দ। হঠাৎ দূরে যেতে হতে পারে। **ধনু :** সারাদিন অবসাদে কাটবে। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটান। **মকর :** ঘরবাড়ি সংস্কারে প্রয়োজনের বেশি টাকা খরচ হবে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হতে পারে। **কুম্ভ :** চিকিৎসায় সফলতা আসায় স্বস্তি। নতুন অফিসে যোগ দিতে পারেন। **মীন :** বাবা মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটাতে পারবেন। বেশি খেয়ে ক্ষতি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৪ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১, ভাঃ ২৯ কার্তিক, ২০ নভেম্বর, ২০২৪, ৪ অঘোন, সংবৎ ৫ মার্গশীর্ষ বদি, ১৭ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৫৮, অঃ ৪।৪৮। বুধবার, পঞ্চমী রাত্রি ৮।৪০। পুনর্বসুনক্ষত্র রাত্রি ৭।১৬। শুভযোগ রাত্রি ৬।১। কৌলবকরণ দিবা ৮।৫৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৪০ গতে গরকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১।১৪ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ৭।১৬ গতে বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ৭।১৬ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৮।৪০ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি- ৮।৪১ গতে ১০।২ মধ্যে ও ১১।২৩ গতে ১২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ২। ৪১ গতে ৪।৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, সন্ধ্যা ৫।৪ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ৭।১৬ গতে পশ্চিমেও নিষেধ, রাত্রি ৮।৪০ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নামকরণ দীক্ষা নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ ধান্যস্থাপন ধান্যবৃদ্ধিদান কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৮।৪০ গতে চন্দ্রদগ্ধা। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৬ মধ্যে ও ৭।৩৮ গতে ৮।২০ মধ্যেও ১০।২৮ গতে ১২।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৩ গতে ৬।৩৬ মধ্যে ও ৮।২৪ গতে ৩।৩২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৫৬ গতে ৭।৩৮ মধ্যে ও ১।১৭ গতে ৩।২৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অবহেলায় পড়ে রয়েছে দোলং মোড় সংলগ্ন এলাকার শিশু উদ্যান।

শিশু উদ্যান যেন গোচারণভূমি

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ১৯ নভেম্বর : শিশু উদ্যান তৈরির অধিকাংশই প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু এলাকার খুদেদের সেই উৎসাহে জল ঢেলে চালুই হল না পার্কটি। সেটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন এখনও অধরা। কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন জানালেন, বিষয়টি তাঁর গোচরে নেই। খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলং মোড় সংলগ্ন এলাকায় অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে শিশু উদ্যানটি। ২০০৯ সালে জেলা পরিষদের উদ্যোগে ও মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে উদ্যানের কাজ চালু হয়। অধিকাংশ কাজ যখন শেষের পথে তখন তৎকালীন বাম সরকারের অবসানের পর আর কাজ এগোয়নি। রক্ষণাবক্ষেণের অভাবে বর্তমানে তা একেবারে ধ্বংসের পথে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ও প্রশাসনের উদাসীনতায় উদ্যানটি এখন আগাছায় ভরে গোচারণভূমিতে পরিণত হয়েছে। সেখানকার মূল ফটক সহ শিশুদের খেলার বিভিন্ন পরিকাঠামোও ভেঙে পড়ছে। সেই মাঠে ধান, খড় ইত্যাদি শুকোতে দেওয়া হচ্ছে। দিনেরবেলা অনবরত বিচরণ করছে গবাদিপশু। উদ্যানজুড়ে গজিয়ে উঠেছে ঝোপঝাড়। স্থানীয়দের অনেকে আবার বললেন, রাতের অন্ধকারে সেখানে চলছে অসামাজিক কার্যকলাপ। উদ্যানে ঢুকলেই যত্রতত্র দেখা যায় মদের বোতল, খাবারের উচ্ছিষ্ট।

তাঁদের দাবি, এলাকার একমাত্র এই শিশু উদ্যানটি সংস্কার করে ফের চালু করতে প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ করুক। স্থানীয় বাসিন্দা আরতি সরকার, শম্পা বর্মন, বিউটি বর্মনরা আক্ষেপ করলেন, বাড়ির কাছে পার্ক থাকা সত্ত্বেও তা বন্ধ। উদ্যানটি চালু হলে বাচ্চাদের নিয়ে আসতে পারবেন। ওরাও খুশি হবে।

আরও জানালেন, এলাকায় শিশুদের খেলার জন্য উপযুক্ত কোনও পরিবেশ নেই। প্রশাসনের বিষয়টিতে নজর দেওয়া উচিত। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সাবলু বর্মনের কথায়, 'এব্যাপারে খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব।'

এগোয়নি কাজ

- ২০০৯ সালে জেলা পরিষদের উদ্যোগে ও মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির তত্ত্বাবধানে উদ্যানের কাজ চালু হয়
- অধিকাংশ কাজ যখন শেষের পথে তখন তৎকালীন বাম সরকারের অবসানের পর আর কাজ এগোয়নি
- রক্ষণাবক্ষেণের অভাবে বর্তমানে তা একেবারে ধ্বংসের পথে

সংবিধান দিবস পালনের আর্জি

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ১৯ নভেম্বর : সংবিধানের সুরক্ষার দাবিতে বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনে প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসে বিধানসভায় সেই প্রস্তাব পেশ হবে। সেদিন রাজ্যের সমস্ত সরকারি, আধাসরকারি এবং সরকার পোষিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে সংবিধান দিবস পালন করার নির্দেশ এবং প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। এই আর্জি জানিয়ে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক তাপস বর্মন।

১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর সংবিধান ভারত সরকার কর্তৃক লিপিবদ্ধ এবং গৃহীত হয়। কিন্তু সংবিধান সম্পর্কে অনেকেরই সম্যক ধারণা নেই। ইতিমধ্যে সারা বাংলা সংবিধান দিবস উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। সেই প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক পদে রয়েছেন তাপস। এদিন ভার্চুয়ালি প্রস্তুতি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'সবার উপর জনগণ আর তাদের সংবিধান। তাহার নীচে পারিষদ আর প্রতিষ্ঠান।' এই স্লোগানকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেশের সংবিধান সম্পর্কে সম্যক ধারণা গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছে প্রস্তুতি কমিটি।

তাপসের কথায়, 'শুধু বিধানসভায় সংবিধান নিয়ে আলোচনা করলেই হবে না। রাজ্যের সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংবিধান বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজন। প্রস্তুতি কমিটির তরফে সংবিধানের প্রস্তাবনা, নাগরিক, মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য সহ রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতি নিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হবে। আমাদের দাবি, রাজ্য সরকারও উদ্যোগী হয়ে সংবিধান দিবসে এই কর্মসূচিগুলি পালন করুক।'

ব্রাউন সুগার সহ আটক এক

হলদিবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে বড়সড়ো সাফল্য পেল হলদিবাড়ি থানার পুলিশ। মঙ্গলবার বিকেলে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে হলদিবাড়ি ব্লকের বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বরেরডাঙ্গা মোড় এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে টোটোতে সওয়ার এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। এরপর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে দুটি ব্রাউন সুগারের প্যাকেট উদ্ধার করা হয়।

প্যাকেট দুটির ওজন প্রায় ৪৩ গ্রাম। পুলিশ জানায়, এর আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় এক লক্ষ টাকা। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ওই ব্যক্তির নাম বিক্রম বিশ্বাস (৩৯)।

বাড়ি ধূপগুড়ির সিনেমা হল পাড়ায়। জানা গিয়েছে, বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট হলদিবাড়ির বাসিন্দা অনুপ দাসের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার কিনেছিল বিক্রম। ফেরার পথে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ জানায়, ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অনুপ দাসের খোঁজ করা হচ্ছে।

পাম্পহাউস ঘিরে বিক্ষোভ স্থানীয়দের

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৯ নভেম্বর : পানীয় জলের সঠিক পরিষেবা পান না বাসিন্দারা। বারবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জানিয়েও লাভ না হওয়ায় ভালভ অপারেটরকে পানীয় জলের পাম্পহাউস থেকে বের করে দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন তাঁরা। মঙ্গলবার শীতলকুচি ব্লকের লালবাজার পঞ্চায়েতের পুটিয়া বারোমাসিয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এই গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে সময়মতো পানীয় জল সরবরাহ হচ্ছে না বলে অভিযোগ। এতে ভোগান্তি বেড়েছে এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দার।

বাসিন্দাদের কথায়, সময়মতো নলবাহিত পানীয় জল না পাওয়ায় এলাকার নলকূপের জল পান করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের। জলে আয়রন বেশি থাকায় পেটের নানা সমস্যায় ভুগছেন গ্রামের অনেকেই। গ্রামের অপারেটরকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। অপারেটর সময়মতো আসেন না। তাই এদিন তাঁকে অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয় এবং বিক্ষোভ দেখানো হয়।

ভালভ অপারেটরকে পাম্পহাউস থেকে বের করে দেন স্থানীয়রা।

যদিও পুটিয়া বারোমাসিয়া গ্রামের ভালভ অপারেটর ধনীরাম বর্মন বলেন, 'আমার কাজ জল ছাড়া ও বন্ধ করা। কোনও সমস্যা থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখিত আকারে জানাতে হবে। আমায় হয়রানি করতে এদিন অফিস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা সামসুল মিয়াঁর অভিযোগ, 'পাম্পহাউসের দায়িত্বে থাকা পাম্প অপারেটর মাঝেমধ্যেই আসেন না। গ্রামের অধিকাংশ এলাকায় প্রায় দেড় বছর ধরে জল আসে না। এবিষয়ে একাধিকবার জানিয়েও লাভের লাভ কিছুই হয়নি।' একারণেই বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে।

শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিষ্ণু বর্মনের কথায়, 'বাসিন্দারা অভিযোগ জানিয়েছেন। আমি নিজেও বেশ কয়েকদিন এই পাম্পহাউসে এসে অপারেটরের দেখা পাইনি। বিষয়টা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনব।' যদিও বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের মাথাভাঙ্গার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ঋষিন ঘোষ।

হাঁসুয়ার কোপ, ধৃত তরুণ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৯ নভেম্বর : প্রতিবেশী তরুণের সঙ্গে বচসায় হাঁসুয়া দিয়ে কোপ দেওয়ার অভিযোগ উঠল আর এক তরুণের বিরুদ্ধে। আহত ব্যক্তি বর্তমানে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর স্ত্রী ঘোকসাডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে ওই থানারই অন্তর্গত কোচবিহার চা বাগান সংলগ্ন এলাকায়। সোমবার রাতে এলাকার একটি দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলেন প্রদীপ দাস নামে এক তরুণ। সেসময় প্রতিবেশী রোহিত রায়ের সঙ্গে হঠাৎই তাঁর বচসা শুরু হয়। ঝামেলা গড়ায় হাতাহাতিতে। তারপরই রোহিত হাঁসুয়া দিয়ে প্রদীপকে এক কোপ দেয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত প্রদীপকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করেন স্থানীয়রা। প্রদীপের স্ত্রীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্ত রোহিতকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পুরোনো শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্ত। দোকানের সামনে হঠাৎ এরকম ঘটনায় হতভম্ব সকলে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করে মাথাভাঙ্গা আদালতে পাঠানো হয়েছে। সোমবার রাতে পুলিশ বিভিন্ন ঘটনায় আরও সাতজনকে গ্রেপ্তার করে।

সৎকার করতে গিয়ে রহস্যমৃত্যু

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ১৯ নভেম্বর : দুর্ঘটনায় মৃত প্রতিবেশী বৃদ্ধের দেহ সৎকার করতে সোমবার সন্ধ্যায় অন্যদের সঙ্গে তিনিও শ্মশানে গিয়েছিলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর অন্যরা ফিরে এলেও তিনি আসেননি। বলেছিলেন, পরে ফিরবেন। কিন্তু সেদিন সারারাতেও ফেরেননি। মঙ্গলবার সকালে শ্মশান সংলগ্ন পুকুরের অল্প জলে সেই ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক ব্যক্তির রহস্যজনক মৃত্যুতে শোরগোল পড়েছে।

মৃতের নাম সুকুমার বর্মন ওরফে বেণী (৪৮)। তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা। বাজারের একটি মিষ্টির দোকানে কাজ করতেন তিনি। পরিবারে ভাই ছাড়া আর কেউ নেই। তাঁর এমন মৃত্যুর কারণ বুঝতে পারছেন না কেউই। মাথাভাঙ্গা পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে এদিন মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ময়নাতদন্ত শেষে দেহ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর সেই শ্মশানেই সৎকার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

রবিবার সন্ধ্যায় নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় টোটোর ধাক্কায় ভবেন্দ্রনাথ বর্মন নামে এক ব্যক্তি গুরুতর জখম হন। ওই দিন গভীর রাতেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। সোমবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি থেকে সেই বৃদ্ধের দেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁর দেহ সৎকার করার জন্যই সুকুমার অন্যদের সঙ্গে নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন সুটুঙ্গা নদীর পাড়ে শ্মশানে যান। বাকিরা ফিরে এলেও তিনি সেখানে থেকে যান বলে জানান এলাকাবাসী। পরে আসবেন বলেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু এরকমটা হবে, কেউ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেননি।

এদিন সকালে শ্মশান সংলগ্ন একটি পুকুরে একহাঁটু জলের মধ্যে তাঁর দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। বিষয়টি জানাজানি হতে শ্মশানের আশপাশে স্থানীয়দের ভিড় জমে যায়। খবর দেওয়া হয় পুলিশকেও। মৃতের প্রতিবেশী নগেন্দ্রনাথ বর্মন বললেন, 'এলাকায় পরপর দুজনের মৃত্যু হল। ঘটনাটি মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।'

চা ফ্যাক্টরিতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু

চ্যাংরাবান্ধা, ১৯ নভেম্বর : ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেখলিগঞ্জ ব্লক কৃষি আধিকারিকের কার্যালয় এলাকায় একটি চা কারখানায় ট্রাক দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় সোমবার। কারখানার কর্ণধার দিলীপ পারেখ জানান, মৃত ব্যক্তির নাম রামকৃষ্ণ সরকার। তিনি তাঁর কারখানার নিরাপত্তারক্ষী।

দিলীপের বক্তব্য, রামকৃষ্ণ কারখানা চত্বরে জল দিচ্ছিলেন। আর এদিকে চা পাতা নিয়ে একটি ছোট ট্রাক পাতা ওজন করতে এসেছিল। ঘটনার সময় ট্রাকটি ব্যাক গিয়ারে ছিল। রামকৃষ্ণ সম্ভবত খেয়াল করতে না পেরে ট্রাকটির পেছনে চলে আসেন। ট্রাকচালকও পেছনের দিকে লক্ষ করেননি। ট্রাকের পেছনে ধাক্কা লেগে রামকৃষ্ণ ট্রাকের তলায় পড়ে যান। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে বিষয়টি জানা গিয়েছে বলে জানান দিলীপ। দুর্ঘটনার পর তৎক্ষণাৎ রামকৃষ্ণকে মেখলিগঞ্জ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এবিষয়ে মেখলিগঞ্জ থানার ওসি মণিভূষণ সরকার জানান, মৃত ব্যক্তি মেখলিগঞ্জ পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ওঁর পরিবারের তরফে গাড়ি চাপায় মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটির চালক পলাতক। পুলিশ তাঁর খোঁজ করছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট চা কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তারা মেখলিগঞ্জের একটি সিকিউরিটি সার্ভিস থেকে নিরাপত্তারক্ষী নিয়েছিল। তবুও মৃতের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের বিষয়ে তারা চিন্তাভাবনা করছে।

জেলার খেলা

৪ উইকেট সুদীপ্তর

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার বয়েজ ক্লাব ৪ উইকেটে মাড়োয়ারি যুব মঞ্চকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে জিতে যুব মঞ্চ ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৩২ রান তোলে। শুভঙ্কর রায় ১৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা সুদীপ্ত বিশ্বাস ১৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে বয়েজ ৩৩.১ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৩ রান তুলে নেয়। অরিজিৎ গোস্বামী ৩৯ রান করেন। কুমার সঞ্জীবনারায়ণ ৩২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। বুধবার খেলবে দিশা ক্লাব ও কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব।

দাপট আকিবের

তুফানগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : এনটিসি কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার মাস্টার একাদশ ৪ উইকেটে ট্রাক ইউনিয়ন একাদশকে হারিয়েছে। টসে জিতে ট্রাক ইউনিয়ন ১২ ওভারে ৮ উইকেটে ১৩২ রান তোলে। জবাবে মাস্টার ১১.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১৩৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শুভজিৎ সাহা ৩৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে শীতলকুচি একাদশ ৪ উইকেটে আরজি ইউনিটের বিরুদ্ধে জয় পায়। টসে হেরে আরজি ইউনিট ১১.৪ ওভারে ১৫২ রান তোলে। জবাবে শীতলকুচি ১১.১ ওভারে ৬ উইকেটে ১৫৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা আকিব আলম ৪ উইকেট নেন।

চ্যাম্পিয়ন কোচবিহার

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক মাস্টার্স ক্রীড়ায় চ্যাম্পিয়ন হল কোচবিহার মাস্টার্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন। তারা ৩০৫ পয়েন্ট পেয়েছে। ২৫৬ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স জলপাইগুড়ি মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স। কোচবিহার স্টেডিয়াম ও সাগরদিঘি চত্বরে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ১৫০টি ইভেন্টে ৪৫০ জন অংশ নিয়েছিলেন।

ভিড় ঠেলে।। মঙ্গলবার কোচবিহার রাসমেলায় অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

দুষ্কর্মের কথা জানালে খুনের হুমকি

ঘুমন্ত কিশোরীকে যৌন হেনস্তা

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ১৯ নভেম্বর : কয়েক মাস পেরোলেই মাধ্যমিক পরীক্ষা সদ্য পনেরো পেরোনো মেয়েটির। স্বাভাবিকভাবেই পড়াশোনার চাপে তার এখন দম ফেলারও সময় নেই। অন্যান্য দিনের মতো গত ১০ নভেম্বর ভোররাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে ক্লান্ত হয়ে ঠাকুমার পাশেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এরপর ভোর আনুমানিক সাড়ে ৪টা নাগাদ সারা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অবাঞ্ছিত স্পর্শে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন ঠাকুমা পাশে নেই। বরং সে দেখতে পেল বাড়ি লাগোয়া এক পড়শিকে, যাকে সে কাকু বলেই চিনত। প্রাথমিক আতঙ্ক কাটিয়ে কোনও রকমে ধাক্কা দিয়ে ওই তরুণকে সরিয়ে চিৎকার করে ঘর থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে তাঁর নিজের কাকু, কাকিমাকে ডাকতে থাকে সে। এত সকালে আতঙ্কিত গলায় ভাইঝির ডাক শুনে চমকে যান তাঁরাও। এরপর বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন এই ঘটনা। এরপর অভিযুক্ত কাউকে কিছু বললে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনাটি দিনহাটা-২ ব্লকের ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া বামনহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আটিয়ালডাঙ্গার। ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পর সোমবার দিনহাটা-২ ব্লকের সাহেবগঞ্জ থানায় নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার

> ওই তরুণের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আগেও এলাকায় একাধিকবার এধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্ত। কিন্তু সেভাবে কেউই মুখ খোলেননি বলে তার সাহস বেড়ে যায়।
>
> **নাবালিকার কাকা**

অভিযোগ জানিয়েছেন নাবালিকার কাকা। দ্রুত ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করে চূড়ান্ত শাস্তির দাবি করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'ওই তরুণের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আগেও এলাকায় একাধিকবার এধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্ত। কিন্তু সেভাবে কেউই মুখ খোলেননি বলে তাঁর সাহস বেড়ে যায়।' তাঁর ভাইঝির সঙ্গে এই ঘটনা ঘটানোর পরও অভিযুক্ত তাঁদের নানাভাবে হুমকি দিয়েছে বলে অভিযোগ ওই নাবালিকার কাকার। কিন্তু অবশেষে স্থানীয় প্রমীলাবাহিনীর তরফে পাশে থাকার আশ্বাস মেলায় তাদের সঙ্গে নিয়েই অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। সেইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'আমরা গরিব মানুষ। কাজের প্রয়োজনে প্রায়শই ভিনরাজ্যে থাকি। আজ আমার পরিবারের সঙ্গে এ ঘটনা ঘটেছে। ভবিষ্যতে অন্য কারও সঙ্গে ঘটতেই পারে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'

নাবালিকা স্থানীয় একটি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির পড়ুয়া। তার মা, বাবা ও ভাই ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করেন। বাড়িতে কাকা, কাকিমা ও বৃদ্ধা ঠাকুমার সঙ্গেই থাকে সে। ঘটনার দিন ভোররাতে তাঁর ঠাকুমা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে নগরকীর্তনে বেরিয়েছিলেন। সেসময়ই নাবালিকার ঘরে ঢুকে তাকে যৌন হেনস্তা করে বছর তেত্রিশের ওই তরুণ। এরপর ঘটনার কথা বাইরে প্রকাশ করলে প্রাণে মারার হুমকিও দিতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতেও সোমবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে নাবালিকার কাকা। এবিষয়ে সাহেবগঞ্জ থানার ওসি অজিতকুমার শাহ জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

নাবালিকাকে নিয়ে চম্পট, প্রেমিককে গণধোলাই

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ১৯ নভেম্বর : পরিচয় লুকিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হওয়া ষোলো বছরের কিশোরী প্রেমিকাকে নিয়ে চম্পট দিয়েছিল এক তরুণ। রবিবার শীতলকুচি থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে কিশোরীর পরিবার। নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় ১৭-১৮ বছরের বয়সি এক কিশোরের ছবি দিয়ে কিশোরীর কাছে পরিচয় গোপন করে ৩২ বছরের ওই তরুণ। সোশ্যাল মিডিয়াতেই তাদের মধ্যে একটি প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। এই তরুণ ও কিশোরীর মধ্যে ফোনে কথা চলত। রবিবার গোঁসাইরহাট এলাকায় প্রথমবার কিশোরীটির সঙ্গে দেখা করতে আসে ওই তরুণ। প্রথম দেখাতেই প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে যায় সে।

অন্যদিকে পরিচয় গোপন করা তরুণের সঙ্গে কিছুতেই সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি ওই কিশোরী। তার পরিবারের দাবি, নিখোঁজ হওয়ার একদিন পরে মেয়ে তাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে। এবং সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। কিশোরীকে বন্দুক দেখিয়ে জোর করে অপহরণ করা হয়

গোঁসাইরহাটে উত্তেজনা।

বলে অভিযোগ। পরে বিভিন্ন জায়গায় আটকে রেখে তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়। বুদ্ধির জোরে মেয়েটি তার পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ফোনে তরুণটির কথা বলায়। তারপর কিশোরীর পরিবার দুজনকেই বাড়িতে আসতে বলে। মঙ্গলবার বিকালে বাড়িতে ফিরে এলে পরিবার ও প্রতিবেশীরা তরুণকে আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে।

তরুণ জানিয়েছিল, তার বাড়ি জলপাইগুড়ির আমবাড়ি এলাকায়। পরে সে স্বীকার করে যে সে দিনহাটা স্টেশন এলাকার বাসিন্দা। কথায় অসংগতি দেখে কিশোরীর পরিবারের সদস্য ও বাসিন্দারা তরুণকে মারধর করতে শুরু করেন। এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার ওসি বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন। তরুণ ও কিশোরীকে আটক করে তাঁরা থানায় নিয়ে যান। শীতলকুচির ওসি অ্যান্থনি হোড়ো বলেন, 'কিশোরীর পরিবার তাদের মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ জানিয়েছিল। তবে এদিনের ঘটনার জন্য কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।'

চোলাই খেয়ে মৃত্যু শ্রমিকের

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ১৯ নভেম্বর : চোলাই খেয়ে মৃত্যু হয়েছে এক শ্রমিকের। একসঙ্গে মদ্যপান করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরেক শ্রমিক। মঙ্গলবার বিকেলে তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বারোকোদালি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে নেতাজি ইটভাটায় ঘটনাটি ঘটে। এদিন শ্রমিকরা ইটভাটার কাজ শেষ করে কাছে মাঠে একসঙ্গে বসে চোলাই খাচ্ছিলেন। অভিযোগ, এরপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন দুই শ্রমিক। দুজনকে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চক্রধর মান্তাকে (৫৫) মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক। আরেক শ্রমিক চিরঞ্জিৎ বর্মনকে তুফানগঞ্জ হাসপাতাল থেকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃতের বাড়ি বক্সিরহাট থানার হরিরহাটে। এদিনের ঘটনার পর চোলাইয়ের রমরমা রুখতে আবগারি দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বক্সিরহাট আবগারি দপ্তরের ওসি হিমাদ্রি রায়। তাঁর দাবি, 'চোলাইয়ের কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান জারি রয়েছে। তবে চোলাই নাকি বিষক্রিয়া, সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট এলে সবটা স্পষ্ট হবে।

মৃতের ভাইপো তাপস মান্তা বলেন, 'ইটভাটার কাজ শেষ করার পর কাকার সঙ্গে ১৮ জন শ্রমিক বসে চোলাই খায়। নেশা করে অসুস্থ হয়েছে ভেবে দুজনকে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা কাকাকে মৃত বলে জানান।'

পুলিশ অবশ্য তদন্তে নেমে জানিয়েছে, স্থানীয় রাভাবস্তি থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ওই চোলাই। আসরে থাকা এক শ্রমিক সুকুমার বর্মন জানালেন, রোদ থেকে ফিরে চোলাইয়ের আসর বসিয়েছিলেন সকলে। এরপরই দুই শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাকিরা যদিও সুস্থ রয়েছেন। তুফানগঞ্জ হাসপাতালের সুপার মৃণালকান্তি অধিকারী বলেন, 'প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, অত্যধিক মদ্যপানের কারণে মৃত্যু হয়েছে। অনেক সময় অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন এবং মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানের থেকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হতে পারে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে, অতিরিক্ত মদ্যপান নাকি মদে বিষক্রিয়ায় ওই শ্রমিক মারা গিয়েছেন।'

চোলাই খেয়ে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় আবগারি দপ্তরের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। বিজেপির জেলা সহ সভাপতি উৎপল দাস বলেন, 'চোলাই কারবারিদের সঙ্গে আবগারি দপ্তরের একাংশের গোপন বোঝাপড়া রয়েছে। সেজন্য চোলাই কারবার রুখতে নিষ্ক্রিয় সেই দপ্তর।' ডিওয়াইএফআইয়ের জেলা সহ সম্পাদক ইউসুফ আলিও প্রশাসনের দিকে তোপ দেগেছেন। তিনি বললেন, 'অবৈধ মদের কারবার বন্ধ করতে রাজ্যের প্রশাসন ব্যর্থ। প্রতিদিন গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে এবং আগামীদিনের যুবসমাজ ভয়ংকর জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে।'

অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন সহকর্মী

কী ঘটেছিল

- ইটভাটায় কাজ সেরে চক্রধর ১৮ জন শ্রমিককে নিয়ে চোলাই খেতে বসেন
- খাওয়ার পর চক্রধর এবং চিরঞ্জিৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে পাঠানো হয়
- সেখানে চক্রধরকে মৃত বলেন চিকিৎসকরা
- চিরঞ্জিৎকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়

টুকরো খবর

সেতু পরিদর্শন

শীতলকুচি, ১৯ নভেম্বর : এক মাস আগে পাথরবোঝাই ডাম্পারের ভারে শীতলকুচি ব্লকের খেংচি কাছারিঘাট সেতু ভেঙে যায়। বিপজ্জনকভাবে সেতুর মাঝের অংশ বসে যাওয়ায় পুলিশের তরফে ট্রাফিক ব্যারিয়ার দিয়ে যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে কিছু ব্যক্তি ব্যারিয়ারগুলি পাশে বুড়া ধরলা নদীতে ফেলে দেয়। খবর পেয়ে মঙ্গলবার ঘটনাস্থলে আসেন শীতলকুচি থানার ওসি অ্যান্থনি হোড়ো। নদীতে ফেলে দেওয়া ব্যারিয়ার উদ্ধার করা হয়। শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন বলেন, দুর্ঘটনা এড়াতে দ্রুত সাঁকো নির্মাণ করা হবে।

দুর্ঘটনায় আহত

তুফানগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার সকাল ৯টা নাগাদ তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের অন্দরান ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁঠালতলা এলাকায় টোটো উলটে তিন পড়ুয়া সহ একজন বয়স্ক মহিলা আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। পড়ুয়ারা একটি বেসরকারি স্কুলে পড়ে।

দেহ উদ্ধার

শীতলকুচি, ১৯ নভেম্বর : সোমবার রাতে শীতলকুচি ব্লকের রাজারবাড়ি গ্রামে এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃতের নাম সন্তোষ বর্মন (৭৪)। শোয়ার ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

গাঁজায় কোপ

সিতাই, ১৯ নভেম্বর : বেশ কিছুদিন ধরেই দিনহাটা পুলিশের তরফে গাঁজা গাছ নিধন কর্মসূচি চলছে। মঙ্গলবার বড় শৌলমারি ও মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২৫ বিঘা জমিতে অবৈধভাবে চাষ করা গাঁজা গাছ কেটে পুড়িয়ে দেয় পুলিশ।

আগুন দাম, স্যালাড থেকে উধাও পেঁয়াজ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার চওড়াহাট বাজারের একটি হোটেলে খেতে গিয়েছিলেন হরি রায়। পাতে থাকা স্যালাডের সেই একফালি পেঁয়াজ শেষ হতেই হরি হোটেলকর্মীর কাছে আরেকটি পেঁয়াজ চাইতেই কর্মীর উত্তর, 'দাদা, পেঁয়াজ একফালি করেই।' এই ছবি শুধু হোটেলেই নয়, শহরের ফাস্ট ফুডের দোকানেও এগরোল বা চপের স্যালাড থেকে উধাও পেঁয়াজ। কারণ তো স্পষ্ট, হঠাৎই পেঁয়াজের দাম পৌঁছেছে ৬০-৭০ টাকা প্রতি কেজি। বাড়ির হেঁশেলেও আজকাল পেঁয়াজের দর্শন পাচ্ছে না।

এদিন শহরের এক চপের দোকানে গিয়েও একই অভিজ্ঞতা হল বিক্রম সাহার। তাঁর কথায়, দোকানদার চপ দিলেও সঙ্গে থাকা স্যালাডে ছিল শুধুই শসাকুঁচি, পেঁয়াজের দেখা মেলেনি। চাইলে বিক্রেতা মুচকি হেসে জানালেন, পেঁয়াজের যা দাম দাদা, জানেনই তো।' ফাস্ট ফুড সেন্টার বা হোটেলে ভাত, রুটির সঙ্গে আগে যে পেঁয়াজ লংকা জুটত এখন সেখানে দেখা যাচ্ছে শুধুই লেবু-লংকা। অনেকে পেঁয়াজ দিলেও দ্বিতীয়বার চাইলেও আর পাওয়া যাচ্ছে না পেঁয়াজ।

দিনহাটার সবজি বাজারে চলছে দরদাম। মঙ্গলবার। - সংবাদচিত্র

মহারাষ্ট্র থেকে পেঁয়াজের আমদানি কমায় গত কয়েকদিনে একলাফে পেঁয়াজের প্রতি কেজি দর ছুঁয়েছে ৬০-৭০ টাকায়। ফলে বাজারে পেঁয়াজের দাম শুনলেই মধ্যবিত্তের পকেটে লাগছে ছ্যাঁকা। দিনহাটা শহরের হোটেল ব্যবসায়ী নারায়ণ সাহার বক্তব্য, 'আমরা স্যালাড দিচ্ছি ঠিকই। তবে এই আগুন দামে বাধ্য হয়েই পেঁয়াজ কমিয়ে দিতে হয়েছে।'

সবজি ব্যবসায়ী তাপস সরকারের বক্তব্য, 'মহারাষ্ট্র থেকে যে পরিমাণ পেঁয়াজ আসার কথা সেই তুলনায় সরবরাহ অনেকটাই কম। তাই দামও চড়া। তবে কয়েকদিনের মধ্যে সরবরাহ স্বাভাবিক বলেই খবর।' স্থানীয় বাসিন্দা সুস্মিতা দে বললেন, 'অন্যান্য সবজির পাশাপাশি পেঁয়াজের দাম অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে। তাই রান্নার পদগুলিতে পেঁয়াজের ব্যবহার আগের তুলনায় অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছি।'

ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের নির্ধারিত জমি পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা।

চেকপোস্ট নিয়ে বৈঠক চ্যাংরাবান্ধায়

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ১৯ নভেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দর, ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকা এবং ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের জন্য নির্ধারিত জমি পরিদর্শন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারিকরা। মঙ্গলবার কেন্দ্রের ওই পরিদর্শনকারী দলে ছিলেন ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার যোগবাণী শাখার ম্যানেজার রত্নাকর যাদব, সেন্ট্রাল আইবির এসিআইও শিবাঙ্গি মোহাবিয়া, শিলিগুড়ি কাস্টমসের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার টিও শেরপা প্রমুখ।

এদিন প্রথমে তাঁরা চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন দপ্তর ও সীমান্ত পরিদর্শন করেন। শেষে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট চত্বরে বৈঠক করেন। বৈঠকে যোগ দেন চ্যাংরাবান্ধা কাস্টমসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট নভনীত কুমার, চ্যাংরাবান্ধা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট ওসি সুরজিৎ বিশ্বাস, সুবিধা পোর্টালের ওসি ডি ছেত্রী এবং বিএসএফের আধিকারিকরা।

চ্যাংরাবান্ধা কাস্টমস সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট গড়ে ওঠার পর কী কী পরিষেবা মিলবে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট তৈরির পর ট্রাকের স্ক্যানার, ব্যাগেজ স্ক্যানার, প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, কার্গো টার্মিনাল, গুদামঘর ইত্যাদি একছাদের তলায় মিলবে। এতে যাত্রী থেকে ব্যবসায়ী, সকলেরই সুবিধা হবে।

কেন্দ্রীয় আধিকারিকদের দলটি স্থলবন্দরের বিভিন্ন পরিকাঠামো এবং পরিষেবা সরেজমিনে পরিদর্শন করে। এমনকি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের মাধ্যমে ভিসাধারীদের যাতায়াত ব্যবস্থার সবটাই দেখেন তাঁরা। এরপর আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের কাছে ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে নতুন ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের জন্য নির্ধারিত জমি পরিদর্শনে যান। ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক রত্নাকর যাদব বলেন, 'আমরা এদিন নতুন ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টটির জমি পরিদর্শন করলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যে জমি অধিগ্রহণ করার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের হাতে জমি হস্তান্তর করে দেওয়া হবে। জমি ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির হাতে জমি এলে কাজও শুরু হয়ে যাবে।'

এদিকে জমি অধিগ্রহণ শুরু এবং কেন্দ্রীয় দলের পরিদর্শনে শীঘ্রই ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের কাজ শুরু হবে এই আশায় খুশির আবহ চ্যাংরাবান্ধা ব্যবসায়ী মহলে। চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোজকুমার কানুর কথায়, 'ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট নির্মাণ শেষে ব্যবসা এবং যাত্রী পরিষেবা নতুন গতি পাবে। ঝুটঝামেলা কমবে, ব্যবসাও আরও ভালো হবে বলে আশা করছি।'

ইন্দিরার জন্মদিন

কোচবিহার ব্যুরো

১৯ নভেম্বর : কংগ্রেসের উদ্যোগে জেলার নানা জায়গায় প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিবস পালন করা হল। মঙ্গলবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয় ও কোচবিহার শহরের পুলিশলাইন সংলগ্ন এলাকায় থাকা ইন্দিরা গান্ধির পূর্ণাবয়ব মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। চ্যাংরাবান্ধা আইএনটিইউসির দলীয় কার্যালয়ে প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে ইন্দিরার মতাদর্শ ও জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের আটপুকুরির নয়াহাটে কংগ্রেসের উদ্যোগে একই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

প্রকল্পের সূচনা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের গুমানিহাট উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজের সূচনা হল। কাজের সূচনা করেন মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষক গোবিন্দ সরকার, পরিচালন সমিতির সভাপতি দীনেশ দেব সিংহ প্রমুখ। সাবলু জানান, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকায় এই কাজের সূচনা হল।

শৌচাগার দিবস

দিনহাটা, ১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কিশামত দশগ্রাম এনপি বিদ্যালয়ে বিশ্ব শৌচাগার দিবস পালন করা হয়। পড়ুয়া ও শিক্ষকরা শৌচাগার নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে স্কুল সংলগ্ন এলাকায় মিছিল ও সচেতনতামূলক প্রচার করেন।

পুরুষ দিবস

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়ের উইমেন সেলের তরফে আন্তর্জাতিক পুরুষ দিবস পালিত হল মঙ্গলবার। এদিনের অনুষ্ঠানে দিনটির তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা হয়।

শীতে মেখলিগঞ্জে দেখা নেই পদ্মার ইলিশের

মেখলিগঞ্জ বাজারে এখন শুধুই গঙ্গার ইলিশ। - সংবাদচিত্র

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : সীমান্তবর্তী মহকুমা মেখলিগঞ্জের বাজারে বর্ষা ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময় বিশেষ করে এই বিয়ের মরশুমে পদ্মার ইলিশের চাহিদা থাকে চোখে পড়ার মতো। অবস্থাপন্ন পরিবারগুলোর জন্মদিন থেকে বিবাহবার্ষিকীর মেনুতেও জায়গা করে নেয় বাংলাদেশের ইলিশ।

কিন্তু এবছর শীতের আমেজ পড়লেও বাংলাদেশের মরশুমি ইলিশ পাতে পড়ল না মেখলিগঞ্জবাসীর। তাই আপাতত গঙ্গার ইলিশেই রসনা তৃপ্তি করছেন শহরবাসী। মেখলিগঞ্জ শহরের একমাত্র বাজারের ওপর নির্ভরশীল শহরের কয়েক হাজার মানুষের পাশাপাশি শহর সংলগ্ন ভোটবাড়ি, নিজতরফ, বাগডোকরা ও কুচলিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বড় একটা অংশ। স্বাভাবিকভাবেই মেখলিগঞ্জ মাছ বাজারের রমরমা ব্যবসা। চলতি বছর পুজোর মরশুমেও যখন পদ্মার ইলিশ ওঠে, তখনও তার চাহিদা কোনও অংশে কম ছিল না।

বর্তমানে গঙ্গার ২৫০ থেকে ৩০০ গ্রামের ইলিশের দর ৫০০ টাকা কেজি। এবং ৬০০-৭০০ গ্রামের রুপোলি শস্য বিক্রি হচ্ছে ১ হাজার টাকা কেজি দরে। মৎস্য ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, মেখলিগঞ্জে ইলিশের চাহিদা রয়েছে। কিন্তু পদ্মার ইলিশ না পেয়ে গঙ্গার ইলিশেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। মেখলিগঞ্জের বাজারের এক মাছ ব্যবসায়ী দুলাল দাস বলেন, 'পুজোর সময় বাংলাদেশের ১ কেজি সাইজের ইলিশ ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা কেজিতে বিক্রি করেছি। সেইমতো সরবরাহ না থাকায় বিক্রি খানিক কমেছে। তবে গঙ্গার ইলিশ ভালোই বিক্রি হচ্ছে। ওই দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাচ্ছেন মানুষ।'

এদিকে, ইলিশের আগুন দাম মধ্যবিত্তের নাগাল ছুঁতে পারে না। তবে সাধ্যের মধ্যে গঙ্গার ইলিশ মেলায় সবার পাতেই এখন সুগন্ধি ধোঁয়া ওঠা ইলিশ। মেখলিগঞ্জ বাজার থেকে গঙ্গার ইলিশ কিনছিলেন শহরের রবীন দাস।

তাঁর কথায়, 'চাহিদা থাকলেও সরবরাহ নেই। তাই গঙ্গার ইলিশের দিকেই সবাই ঝুঁকছেন। গঙ্গার ইলিশ পকেটেও বেশি চাপ দেয় না।' তবে পদ্মার ইলিশ না পেয়ে মন খারাপ শহরের ভোজনরসিকদের। স্থানীয় শিবা সাহার আক্ষেপ, 'শীতে ইলিশ-ভাঁপা জিভে জল আনে। আর তা যদি হয় পদ্মার। কিন্তু বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতি বাণিজ্যে প্রভাব ফেলছে। ফলে গঙ্গার ইলিশেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।'

শহরের অপর খাদ্যরসিক সৈকত বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'বাংলাদেশের ইলিশ অবশ্যই তালিকার শীর্ষে থাকে। তবে বর্তমানে যা চড়া দাম। সেদিক থেকে তুলনামূলক কম দামের গঙ্গার ইলিশে সাধ মেটাচ্ছেন সকলেই।'

পৌষমেলা

পৌষমেলা ফের হতে চলেছে পূর্বপল্লির মেলার মাঠে। তবে এবার পরিবেশবান্ধব মেলা হবে। ব্যবসায়ী সংগঠনের আশা, এবার ছয়দিনের মেলা হবে।

টাস্ক ফোর্সের হানা

মঙ্গলবার মানিকতলা, বাগমারি ও গুরুদাস মার্কেটে হানা দিল টাস্ক ফোর্স। শীতকালীন সবজি উঠলেও তার দাম কেন বাড়ছে, তা নিয়েও তারা খোঁজ করে। এদিনও পেঁয়াজ ৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

সোনা সহ ধৃত

সোমবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার আঁচলপাদা গ্রামে ৫.৯ কেজি সোনার বিস্কুট সহ এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করেছে বিএসএফ। এই সোনার আনুমানিক মূল্য ৪.৩৬ কোটি টাকা।

হাইকোর্টে দম্পতি

আইভিএফ বা টেস্টটিউব পদ্ধতিতে সন্তান নিতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক দম্পতি। নিয়মানুযায়ী স্বামীর বয়স বেশি হওয়ায় স্বাস্থ্য ভবন অনুমতি দেয়নি।

বন্ধ কারখানার জমি ব্যবহারের উদ্যোগ

বিল আসছে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বন্ধ কারখানার জমি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে চায় রাজ্য সরকার। রাজ্যে বন্ধ কারখানার অব্যবহৃত কয়েক হাজার একর জমি পড়ে রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মামলা চলার কারণে ওইসব জমি কোনও কাজেই ব্যবহার করা যায় না। এবার আইন এনে ওই জমিগুলো বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে আগ্রহী রাজ্য সরকার। বিধানসভার আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে এই নিয়ে বিল পেশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা বিষয়টি নিয়ে আইনজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছেন। হাওড়া, হুগলি ও ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে এই ধরনের প্রচুর জমি রয়েছে। উত্তরবঙ্গেও এই ধরনের জমি চিহ্নিত হয়েছে। ওই জমিগুলি যদি বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা যায়, তাহলে আরও নতুন শিল্প সংস্থাকে সহজেই জমি দেওয়া সম্ভব হবে।

রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘এই ধরনের প্রচুর জমি অব্যবহৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থা বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। ওই সংস্থাগুলিকে বাণিজ্যিক কাজে জমি ব্যবহারের অনুমতি দিলে জমির সমস্যা অনেকটাই মিটে যাবে। সেই কারণে বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনে এই নিয়ে বিল আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ২২ নভেম্বর বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক রয়েছে। ওই বৈঠকেই বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।’

রাজ্যের ভাবনা

- বন্ধ কারখানার অব্যবহৃত কয়েক হাজার একর জমি পড়ে রয়েছে
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে মামলা চলায় ওইসব জমি কোনও কাজেই ব্যবহার করা যায় না
- আইন এনে ওই জমিগুলো বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করতে আগ্রহী রাজ্য সরকার
- বিধানসভার আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে বিল পেশ হওয়ার সম্ভাবনা
- রাজ্যের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা বিষয়টি নিয়ে আইনজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলছেন

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা বলেছেন, ‘বহু সংস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে বা দেখা গিয়েছে, ওই কারখানায় অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনার ফলে তাদের হাতে যে পরিমাণ জমি রয়েছে, তা অতটা কাজে লাগছে না। তাই তাদের অব্যবহৃত জমি যাতে ব্যবহার করা যায়, সেই জন্যই আইন সংশোধনের চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন নানা কারণে বন্ধ কারখানার জমি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ফলে সেই জমি নষ্ট হচ্ছে।’

কয়েকদিন আগেই এই বিষয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের ল্যান্ড ব্যাংক আরও বাড়াতে এইভাবে জমির সংস্থান করার প্রস্তাব দেন তিনি। তারপরই বিষয়টি নিয়ে বিল পেশ করতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহেই নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন হবে। এবারও দেশ-বিদেশের শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার বহু প্রতিনিধি বাণিজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন বলে রাজ্য সরকার মনে করছে। কিছুদিন আগেই রাজ্যের বণিক সভাগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি তাঁর এই আশার কথা জানিয়ে দেন। বিনিয়োগ টানতে হলে সংস্থাগুলিকে তাদের পছন্দমতো জায়গায় জমি দিতে হবে। এইসব অব্যবহৃত জমি তাদের পছন্দ হবে বলেই মনে করছেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের কর্তারা।

আবাসের টাকা ডিসেম্বরেই

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যেই আবাস যোজনার টাকা বরাদ্দ শুরু করতে হবে। মঙ্গলবারই রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর এই নিয়ে জেলাগুলিকে নির্দেশ পাঠিয়েছে। তবে তার আগে তিনটি স্তরে হবে আবাস তালিকার অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়া। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামসভা, ব্লক লেভেল ও জেলাস্তরে তালিকা অনুমোদন দেওয়ার পরই টাকা বরাদ্দ শুরু হবে। আবাস যোজনার তালিকা প্রত্যেকটি ব্লক, মহকুমা শাসক, জেলা শাসকদের অফিসে টাঙাতে হবে ও জেলার ওয়েবসাইটগুলিতে ২৯ নভেম্বর থেকে ৬ ডিসেম্বরের মধ্যে আপলোড করতে হবে। ওই সময়সীমার মধ্যেই তালিকা নিয়ে কোনও অভিযোগ হলে তার মীমাংসাও করতে হবে। আবাস যোজনার টাকার দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যজুড়ে গোলমাল হয়েছে। অযোগ্যদের নাম তালিকায় থাকা নিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে শাসকদলের নেতা ও সরকারি অফিসারদের। তালিকায় স্বচ্ছতা আনতে কিছুদিন আগেই ১১ দফার একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর তৈরি করেছে পঞ্চায়েত দপ্তর। এবার বরাদ্দ করার নির্দেশ দেওয়া হল।

উপভোক্তাদের তালিকা প্রকাশ শীঘ্রই

রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, ‘চলতি বছরেই আবাস যোজনার টাকা বিলি করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। সেই মতো দ্রুত তালিকা তৈরির কাজ চলছে। ২৯ নভেম্বর থেকেই ওই তালিকা বিভিন্ন অফিসে টাঙিয়ে রাখা হবে। আবাস যোজনা নিয়ে রাজ্য সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে।’

২০২২ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকার আবাস যোজনায় ১১ লক্ষ বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেয়। কিন্তু ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবর্ষে আবাস যোজনায় বরাদ্দ টাকা খরচে অনিয়মের অভিযোগে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা আটকে দেয়। টাকা বরাদ্দ করার জন্য একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ করেনি। রাজ্যের তৃণমূল সাংসদরা এই নিয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। আবাসের টাকা বরাদ্দের দাবি নিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে ধর্নাও দেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার টাকা বরাদ্দ না করায় রাজ্য ওই ১১ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দেবে বলে ঘোষণা করে। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় প্রায় ২০ শতাংশ নাম বাদ যায়। তা নিয়ে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ শুরু হয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী নতুন ভাবে তালিকা যাচাই করতে নির্দেশ দেন। তিনি জানিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় সরকারের মতো অত নিয়ম রাজ্য মানবে না। রাজ্য মানবিকভাবে বিষয়টি দেখবে। কেউ বাড়ির একটি পাঁচিল পাকা করলে তাঁর বরাদ্দ বাতিল হবে না। এরপরই নতুন করে সমীক্ষা শুরু করা হয়। সোমবারই সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে।

হোটেল ভাঙার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে নির্দেশ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : ২০ নভেম্বরের মধ্যে মন্দারমণির ১৪০টি হোটেল ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে ৩০টি হোটেলকে চিহ্নিতও করা হয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিলম্বে জেলা প্রশাসনকে এই নির্দেশ প্রত্যাহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসনকে কেন এই সিদ্ধান্ত নিল, তাও তিনি জানতে চেয়েছেন। হোটেল ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এই ব্যবসার সঙ্গে প্রচুর মানুষ জড়িয়ে আছেন। হোটেলগুলি ভেঙে দিলে তাঁদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। মন্দারমণি হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মির মমরেজ আলি বলেছেন, ‘সরকারপক্ষের কাছে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য আমরা অনুরোধ করেছি। এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হলে প্রচুর মানুষ উপকৃত হবেন।’

নিয়ম না মেনে ১৪০টি হোটেল তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই বেআইনি হোটেলগুলি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই ৩০টি হোটেল চিহ্নিত করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় এসে বিষয়টি জানতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যসচিবের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কি না, তা তিনি জানতে চান। মুখ্যসচিব বিষয়টি জানেন না বলে জানিয়ে দেওয়ার পরই ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী। কেন তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে জেলা প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নিল, তা নিয়ে কৈফিয়ত তলব করতে মুখ্যসচিবকে তিনি নির্দেশ দেন।

সারি সারি জিনস। কলকাতার মহাত্মা গান্ধি রোডে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

নেতাদের মুখে লাগাম দিতে কড়া তৃণমূল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : দলের মন্ত্রী-নেতা, সাংসদ ও বিধায়কদের মুখের লাগাম টেনে ধরতে কড়া পদক্ষেপ করছে শাসকদল তৃণমূল। এর আগেও এ ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে দল। তাতেও কাজ হয়নি। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে একাধিক ইস্যুতে দলের লোকেদের মুখ বন্ধ রাখতে বলেছেন। ফরমান জারি করে মুখ্যমন্ত্রী এও বলেছেন, ‘যা বলার তিনিই বলবেন।’ তারপরেও দলের লোকেদের বিভিন্ন মন্তব্য অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করায় স্বাভাবিকভাবেই তিতিবিরক্ত ও ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। হঠাৎ করে তাঁর অধীনে থাকা পুলিশ দপ্তর নিয়ে মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের কট্টর সমালোচনায় ঘনিষ্ঠমহলে আবার মুখ্যমন্ত্রী এ নিয়ে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। মঙ্গলবার দলীয় সূত্রে খবর, অবিলম্বে এঁদের মুখ বন্ধ করতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার, তা নিতে দলের শীর্ষ রাজ্য নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

দলের রাজ্য নেতৃত্ব সূত্রে জানা গিয়েছে, ‘শুধু দলের মন্ত্রী-নেতা, সাংসদ ও বিধায়কদের মুখে লাগাম পরানো নয়, দলের রাশ টেনে ধরতে যত শীঘ্র সম্ভব এ বিষয়ে বার্তাও দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। তার জন্য দলের রাজ্যস্তরে বর্ধিত বৈঠক ডাকার কথাও বলেছেন তিনি। বৈঠক প্রয়োজনে ভার্চুয়াল করা যেতে পারে।

নেত্রীর এই কড়া মনোভাবের পর মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরকে ‘সেন্সর’ করা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। দলের প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায়, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মতো দলের ‘সিনিয়ার লিডারদের’ পুলিশের সমালোচনায় গলা মেলানো ও বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার ঘটনা মোটেই ভালো চোখে নিচ্ছেন না দলনেত্রী। দলনেত্রী মনে করছেন, দলের লোকেদের পুলিশি সমালোচনা তো বিরোধীদের অভিযোগকেই মান্যতা দেবে। তাই মুখ্যমন্ত্রী অবিলম্বে মুখ বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সদ্যোজাতকে নিয়ে গেল কুকুর

বাঁকুড়া, ১৯ নভেম্বর : সরকারি হাসপাতাল থেকে সদ্যোজাতকে টেনে নিয়ে গেল একটি পথকুকুর। ঘটনাটি বাঁকুড়ার সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে ঘটেছে। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ স্থানীয় মানুষজন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন।

স্থানীয় কোচডিহি গ্রামের প্রিয়া রায় নামের এক প্রসূতি সোমবার রাতে পেটের ব্যথা নিয়ে ভর্তি হন সোনামুখী গ্রামীণ হাসপাতালে। তাঁর পরিবার জানিয়েছে, রোগীকে ভর্তি করার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁর ইউরিন টেস্টের কথা বলেন। ওই প্রসূতি ইউরিন সংগ্রহের জন্য বাথরুমে যান। সেখানেই তিনি একটি অপরিণত শিশুর জন্ম দেন। পরিবারের লোকজন কর্তব্যরত নার্সদের ডাকেন। তাঁদের অভিযোগ, নার্সরা আসতে অনেক দেরি করেন। এমনকি সেই সদ্যোজাতকে কোনও গুরুত্ব না দিয়ে প্রসূতিকে সংশ্লিষ্ট বিভাগে নিয়ে যান। সদ্যোজাত সেখানেই পড়ে থাকে। পরে পরিবারের লোকজন অপরিণত শিশুকে দেখতে এলে সেখানে আর তাকে পাওয়া যায়নি।

এরপর দেখা যায়, একটি কুকুর ওই অপরিণত শিশুকে মুখে করে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। এতে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের সঙ্গে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বচসা শুরু হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনামুখী থানার পুলিশ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বেগতিক বুঝে তড়িঘড়ি প্রসূতিকে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। এই ঘটনায় হাসপাতালের নিরাপত্তা ও কর্মীদের গাফিলতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তাছাড়া হাসপাতাল চত্বরে একাধিক কুকুরকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিষয়টি তারা খতিয়ে দেখছে। সোমবার রাতে যাঁরা ডিউটিতে ছিলেন তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখা হবে। এই ঘটনায় সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা ফের প্রশ্নের মুখে।

বাবরি ধ্বংসে বন্ধ বিধানসভা

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংসের দিন। প্রতি বছর এই দিনটি সংহতি দিবস হিসেবে পালন করে তৃণমূল। এবার ওইদিন বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন চলবে। ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অধিবেশন চলার কথা। সাধারণত শনি, রবি ও ছুটির দিনে অধিবেশন বন্ধ থাকে। এই বছর সেই কারণে ওইদিন বিধানসভা ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে সরকার। ২২ নভেম্বর বিধানসভার বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক রয়েছে। ওই বৈঠকেই এই নিয়ে চূড়ান্ত সিলমোহর দেওয়া হতে পারে।

প্রশ্নবাণ

- আসানসোলের কাছে সেন-র‍্যালে কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে ভারতে সাইকেল চলার পথ সুগম করেছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকারের জামাই। কী নাম তাঁর?
- ফেলুদার প্রথম গল্প ‘ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি’-তে তোপসে সম্পর্কে ফেলুদার কী ছিল?
- আটলান্টিক মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগর যেখানে যুক্ত হয়েছে তার নাম কী?

আগের দিনের উত্তর

ইতালিয়ান ডাক্তার ফিলিবার্তো মনক্যালেরি, ডঃ স্যামুয়েল হ্যানিম্যান, লিয়েন্ডার পেজ

ঠিক উত্তরদাতা : পিংকি মাহাতো-বালুরঘাট, পিউলি কর্মকার-শিলিগুড়ি, অমিত রায়-রায়গঞ্জ।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

রুষ্ট কোর্ট

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : শুধুমাত্র উৎসশ্রী পোর্টাল বন্ধ থাকার যুক্তিতে বদলির আবেদন খারিজ করা যায় না বলে মন্তব্য করল কলকাতা হাইকোর্ট। এই প্রেক্ষিতে এক শিক্ষকের বদলির আবেদন আট সপ্তাহের মধ্যে স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বিচারপতির মন্তব্য, ‘শিক্ষকের আবেদন আইনসম্মত পদ্ধতিতে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কমিশনকে।’ মামলাকারী শিক্ষকের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, ‘২০২১ সালে উৎসশ্রী পোর্টালে বদলির আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে এখনও কর্তৃপক্ষ কোনও সুরাহা করতে পারেনি।’

১০ দফা দাবি

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : আরজি করের ঘটনার দ্রুত নিষ্পত্তি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে স্মারকলিপি জমা দিল ওয়েস্টবেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। মঙ্গলবার তারা ১০ দফা দাবি সংবলিত একটি স্মারকলিপি আদালতে জমা দেয়। তাদের দাবি, এই ধরনের ঘটনার দ্রুত বিচার না হলে মানুষ আস্থা হারাবে। তাদের সহকর্মীরাও আশাহত হবেন। তাই তারা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে এই মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির দাবি করছে। পাশাপাশি কলকাতা হাইকোর্টের নজরদারিতে যাতে বিচারপ্রক্রিয়া চলে সেই আর্জি জানানো হয়েছে।

হেলমেট না থাকায় শাস্তি দিলেন মন্ত্রী

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ১৯ নভেম্বর : রাজ্যের মন্ত্রী থেকে শুরু করে সাংসদ - সবার কাছেই পুলিশ যেন এখন চক্ষুশূল। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম থেকে শুরু করে পাঁচবারের সাংসদ সৌগত রায়ের মুখেও শোনা যাচ্ছে পুলিশের সমালোচনা। ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তো পুলিশমন্ত্রী বদলের দাবি তুলে বসেছেন। এমন আবহে বিনা হেলমেটে বাইক চালানো তিন তরুণকে পুলিশের সামনে কান ধরে ওঠবস করালেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। এই ঘটনায় তিনি যেন পুলিশকেই খোঁচা দিয়ে বসলেন। ঘটনাটি সোমবার কালনায় ঘটেছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, ওইদিন কালনা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সিটি স্ক্যান মেশিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। অনুষ্ঠান শেষে হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে মন্ত্রী দেখেন, হেলমেট না পরে বাইকে চেপে তিন তরুণ হাসপাতালে ঢুকছে। এমনটা দেখে তিনি বাইক আরোহী ওই তিন তরুণকে দাঁড় করিয়ে বকাবকি করেন। তা দেখে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীরা সেখানে যান। হেলমেট না পরা ওই তিনজনকে পুলিশের সামনেই মন্ত্রী প্রথমে পথ সচেতনতার পাঠ দেন। একটি বাইকের দামের চাইতেও একজন মানুষের জীবনের মূল্য কতটা, তার তুলনা করেন। অভিযোগ, এরপরই মন্ত্রী সকলের সামনে তাঁদের কান ধরে ওঠবস করান। সেই দৃশ্য অনেকেই ক্যামেরাবন্দি করেন।

শাস্তি দেওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘কালীপুজোর রাতে বাইক থেকে পড়ে গিয়ে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের চার তরুণের মৃত্যু হয়। মৃতদের মধ্যে তিনজন ছিল স্থানীর পারুলডাঙ্গা নসরতপুর হাইস্কুলের ছাত্র। এছাড়া রাস উৎসবের রাতে বাইক থেকে পড়ে দুজনের মৃত্যু হয়। কয়েকজন আহতও হন। এতকিছুর পরেও লেখাপড়া জানা ছেলেরা সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিনা হেলমেটে বাইক চালাচ্ছে। এটাই আক্ষেপের বিষয়।’

এই ঘটনার জেলা বিজেপির সহ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্রর বলেন, ‘এটা মন্ত্রীমশাই করতে পারেন না। দেশে আইন ও বিচার ব্যবস্থা থাকতে তিনি কাউকে শাস্তি দেওয়ার কে?’ অন্যদিকে, সিপিএমের কালনা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রকাশ্যে ওই তরুণদের কান ধরে ওঠবস করিয়ে মন্ত্রী ঠিক কাজ করেননি।’

পুলিশকর্মীর সাক্ষ্যগ্রহণ

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : আরজি কর ধর্ষণ ও খুনে পুলিশের সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হল। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার এক কর্মীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়। ঘটনার দিন তিনি অকুস্থলের ভিডিওগ্রাফির দায়িত্বে ছিলেন। এদিন আরও এক সরকারি কর্মীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়। সোমবার সময় পেরিয়ে যাওয়ার কারণে এক মহিলা চিকিৎসকের সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব সম্পূর্ণ করা যায়নি। এদিন প্রথমেই তাঁর সাক্ষ্যগ্রহণ করে আদালত। দুপুর ১২টায় আদালতে আনা হয় আরজি করের ধর্ষণ ও খুনে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে। এদিনও কালো কাচে ঢাকা সাদা গাড়িতে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে আদালতে তোলা হয় সঞ্জয়কে। এই ঘটনায় এখনও তদন্ত চলছে বলে সিবিআইয়ের দাবি। এদিন আবার সোদপুরের ঘোলা থানার প্রাক্তন আইসি কৌশিক সরকারকে তলব করে সিবিআই।

হুমায়ুনকে চ্যালেঞ্জ ববির

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার আরও উন্নতি করতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপমুখ্যমন্ত্রী করে পুলিশ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য সওয়াল করেছিলেন তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এবার তাঁর এই মন্তব্য উল্লেখ না করে চ্যালেঞ্জ করলেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, ‘যাঁরা এত কথা বলছেন, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে নির্বাচনে নামুন। তারপর তাঁরা জিতে দেখান। বুঝে যাব সবকিছু। তিনি এখনও সব দপ্তর ও দলকে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম।’

বাহিনী মোতায়েনের দাবি পদ্মর

কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বেলডাঙার সাম্প্রতিক হিংসা ও অশান্তির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট তলব করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিকে এই ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানাল বিজেপি। মঙ্গলবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যপালের বেলডাঙা সফরের দাবি করেছেন বিরোধী

রিপোর্ট তলব রাজ্যপালের

দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে এই ঘটনায় সিমি বা পিএফআই-এর মতো নিষিদ্ধ সংগঠনের যোগ রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখতে এনআইএ-র মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তিনি।

বেলডাঙার হিংসা ও অশান্তির ঘটনায় এদিন উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য সরকারকে বার্তা দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বেলডাঙার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে, সে বিষয়ে অবিলম্বে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট তলব করেছেন তিনি। চিঠিতে রাজ্যপাল বলেছেন, গত ১৬ নভেম্বর থেকে বেলডাঙায় যেসব ঘটনা ঘটেছে, তাতে তিনি উদ্বিগ্ন। বিভিন্ন সূত্রে তিনি যা খবর পেয়েছেন তাতে সেখানে হিংসা অব্যাহত রয়েছে। উত্তেজনা প্রশমনে ও সাধারণ মানুষের জীবনহানি ও সম্পত্তি রক্ষায় রাজ্য প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে, সে বিষয়ে অবহিত করতে মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট চেয়েছেন তিনি। এদিন বেলডাঙার ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি তুলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্টমন্ত্রকের কাছে দাবি জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

প্রাক্তন সেনাকল্যাণ অধিদপ্তর

(প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়)

চাকরি মেলা ঃ কলকাতা

২৯ নভেম্বর ২৪ - সকাল ৭:০০ থেকে

(সকাল ১০:০০ অবধি নিবন্ধীকরণের সময়)

স্থান ঃ সল্টলেক সেনা শিবির (নিকো পার্কের নিকট)

সল্টলেক সেক্টর ৫, কলকাতা

যে নথিপত্রগুলি প্রয়োজন ঃ-

ইএসএম আই কার্ড, সিভি/নিজস্ব তথ্যের বিবরণ সঙ্গে ছবির পাঁচটি অনুলিপি প্রয়োজন।

ইএসএম চাকরি সন্ধানকারীর সুবিধা ঃ-

শীর্ষস্থানে থাকা পিএসইউ/কর্পোরেটে (কর্মরত) নিয়োগকারীদের সহিত সরাসরি সাক্ষাৎকার

ঝামেলাবিহীন নিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া

একাধিক চাকরির সুযোগের জন্য কোনোরকম অর্থ উপলব্ধির প্রয়োজন নেই।

ইচ্ছুক ইএসএম আরও নিবন্ধীকরণ করতে পারবেন kolkatajobfair29nov24@gmail.com-এ

নিয়োগকর্তাদের জন্য সুবিধা

আপনার কোম্পানির স্টলের অগ্রিম বুকিং-এর জন্য অনলাইনে নিবন্ধীকরণ করবেন - www.dgrindia.gov.in এতে।

স্টল বরাদ্দ করা হবে ‘আগে আসলে আগে পাবে’-নিয়মের হিসাবে।

আরও অনুসন্ধান এবং সহায়তার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন ঃ

যুগ্ম পরিচালক (এসই এবং সিআই)
প্রাক্তন সেনাকল্যাণ অধিদপ্তর
পশ্চিম ব্লক ৪, আরকে পুরম
নিউদিল্লি - ১১০০৬৬
টেলি ঃ (অফিস) ০১১-২০৮৬২৫৪২
ইমেল ঃ seopadgr@desw.gov.in
ওয়েব ঃ http://www.dgrindia.gov.in

ডিআরজেড (পূর্ব) কলকাতা
টেলি ঃ (অফিস) ০৩৩-২৯৫৩০১৯৫
ইমেল ঃ drzekol@desw.gov.in
ইএসএম এবং স্থান অনুসন্ধান ঃ-
ওআইসি ঃ ৭২১৭৩৬১৩৯৯
জেসিও আইসি ঃ ৯৬৮২৫৫১৮৭৪

CBC 10401/11/0015/2425

বুধবার, ৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ২০ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮১ সংখ্যা

তৈরি করা বিদ্বেষ

এ সংস্কৃতি মণিপুরের নয়। ঐতিহ্য ভেঙে খানখান। নিজ সংস্কৃতির জন্য বিশ্বে পরিচিত ছিল রাজ্যটা। সেই চেহারাটাই বদলে গিয়েছে। বৈষ্ণব সংস্কৃতির ক্ষেত্র মণিপুর এখন শুধুই বধ্যভূমি। বৈষ্ণব সহনশীলতার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের একেবারে বিপরীত ছবি যেন। জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সমন্বয় ছিঁড়েখুঁড়ে হতশ্রী দশায় মণিপুর। পরস্পরের প্রতি ন্যূনতম মর্যাদাবোধটাও আর নেই। সম্প্রীতির চিহ্নমাত্র নেই কোথাও। সৌন্দর্যে ছবির মতো সাজানো রাজ্যটার এখানে-ওখানে শুধুই আগুন, ধ্বংসস্তূপ।

দেড় বছর ধরে বিদ্বেষের ক্ষত যেন ক্রমশ বেশি পেকে উঠছে। নিরাময়ের চেষ্টা সেভাবে না হওয়ায় ক্ষতস্থানের অবস্থা ভয়ানক হয়ে গিয়েছে। এই ক্ষতের শুশ্রূষায় প্রথম থেকে অনীহা ছিল। জনগোষ্ঠীগুলির বৃহদাংশ সেই চেষ্টাই করেনি। প্রশাসন খানিকটা হাত গুটিয়ে বসেছিল। তাছাড়া জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে বিভেদকেই যেন প্রশ্রয় দিয়েছে প্রশাসন। রাজ্য সরকারের তরফে একটি জনগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাত বেআব্রু হয়ে গিয়েছিল প্রথমেই। তাতে অন্য জনগোষ্ঠীগুলির সরকারের ওপর আস্থার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই আর।

এক মণিপুরের মধ্যে যেন দুটি পৃথক ভূখণ্ড তৈরি হয়েছে। পৃথক দুই জনগোষ্ঠী সেই ভূখণ্ডকে নিজেদের বসবাসের জন্য আলাদা করে নিয়েছে। অন্য এলাকায় পরস্পরের বসবাস দূরের কথা, যাতায়াতেও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে নিজেরাই। সেই নিষেধাজ্ঞা কেউ একজনও অমান্য করলে জীবন দিয়ে সেই 'অন্যায়'-এর খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। আলাদা থেকেও ক্ষান্ত হচ্ছে না কেউ। বরং মাঝেমধ্যে নিজেদের তৈরি করা সীমানা পেরিয়ে অন্য জনগোষ্ঠীর বসতিতে হামলা চলছে।

নতুন করে হিংসার সূত্রপাত সেই হামলাকে কেন্দ্র করে। এতদিন আপাত শান্ত জিরিবাম জেলা সেই সুবাদে নতুন করে বধ্যভূমি হয়ে গিয়েছে। পরিণতিতে পুরো ইম্ফল উপত্যকা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সেই রাগ, ক্ষোভ এত তীব্র যে এতদিন পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ করেও রেহাই পাচ্ছে না সরকার। খোদ মন্ত্রীদের বাড়ি আক্রান্ত হচ্ছে। নিরাপদ থাকছে না মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনও।

বিজেপির ওপর ক্ষুব্ধ দলের লোকেরাই। ইম্ফলে কংগ্রেসের পাশাপাশি রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জিরিবাম জেলায় বিজেপি নেতাদের দল থেকে পদত্যাগের হিড়িক পড়েছে। পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে ওঠায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ পর্যন্ত সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কঠোর সমালোচনা করছে। এর আগেও সংঘ প্রধান মোহন ভাগবত মণিপুর নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কর্ণপাত করেনি কেন্দ্র।

বিরোধীদের বারবার আবেদন সত্ত্বেও গত দেড় বছরে মণিপুরে যাননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একবার বুড়ি ছুঁয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এবার নতুন করে হিংসার দাবানল জ্বলতে শুরু করায় তিনি মহারাষ্ট্রের ভোট প্রচার বন্ধ করে দিল্লি চলে গিয়েছেন। মণিপুর যাওয়ার কথা ভাবেননি। এখন অতিরিক্ত বাহিনী পাঠিয়ে বলপ্রয়োগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মণিপুরে বিভাজনের যে আগুন জ্বলে উঠেছে, শুধু দমনপীড়নে তা রোখা প্রায় অসম্ভব।

জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সদ্ভাব না হোক, সহাবস্থানের স্বার্থে নতুন করে সমন্বয়ের পরিবেশ গড়ে তোলা এখন অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। কিন্তু মেইতেই জনগোষ্ঠীর প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ থাকায় সরকার সেই চেষ্টা করলেও সফল হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। কেননা, মণিপুরে এই হিংসার মূলে রয়েছে হিন্দুত্ববাদকে উৎসাহিত করার কৌশল।

মেইতেই জনগোষ্ঠী পরম্পরাগতভাবে বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারী। কিন্তু মণিপুরের অন্য জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভিন্ন ধর্মের প্রভাব বেশি। বিজেপি এখন শাক্ত, বৈষ্ণব, বিভিন্ন আদিবাসী, দলিত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মাচরণকে হিন্দুত্বের ছাতার তলায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। সেটা করতে গিয়ে যে বিদ্বেষের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে, তার প্রভাবে মণিপুর এখন উত্তপ্ত। সেই দায় তাই বিজেপি ও সরকারেরই।

অমৃতধারা

অবিশ্বাসী মনের লোক কখনও শান্তি পায় না এবং যার মনে শান্তি নেই সে সুখী কী করে পাবে? তুমি যখনই কোনও কিছুতে বোঝা বোধ করবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই বোঝা ঈশ্বরের কাঁধে চাপিয়ে দাও, তাঁর বিশাল প্রশস্ত স্কন্ধ বিশ্বের সব বোঝা নেবার জন্য সদা প্রস্তুত। নীরবতার অর্থ শুধু শব্দহীনতা নয়, অবিচল, নিস্তরঙ্গ মনের অবস্থাও বোঝায়। প্রশংসায় যদি আমি আনন্দ অনুভব করি, তাহলে নিন্দায় আমি অতি সহজেই আঘাতপ্রাপ্ত হব। স্বাধীনতার নিয়মাবলি যখন তুমি গ্রহণ করতে পারবে, তখনই তুমি নিজেকে স্বাধীন বলতে পারবে। প্রত্যহ সকালবেলায় যদি তুমি কিছু সময় একান্তে নিজের চিন্তাস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করতে পার এবং ঈশ্বরকে একমনে স্মরণ কর, তাহলে তোমার সারাদিন কাটবে ম্যাজিকের মতো।

-ব্রহ্মাকুমারী

আলোচিত

যখন চারদিক থেকে হতাশা ঘিরে ধরে, তখন উঠে দাঁড়াতে হয়। নিজেকেই নিজে বলুন, চুপ করো, উঠে দাঁড়াও এবং হতাশাকে জয় করো। জীবনে তাই ঘটবে, যা হওয়ার আছে। তাই জীবনকে দোষারোপ না করে নিজের কাজ করে যেতে হবে। মনে কোরো না, দুনিয়ার সবাই তোমার বিরুদ্ধে।

-শাহরুখ খান

ভাইরাল

মায়ের সঙ্গে মোপেডে বাড়ি ফিরছিল মেয়েটি। রাস্তায় কয়েকজন ছাত্রী তাকে আটকায়। গাড়ি থেকে টেনে মেয়েটিকে নীচে ফেলে দেয়। তার ওপর চড়াও হয়। একে অপরের চুলের মুঠি ধরে টানাটানি শুরু করে। মেয়েকে বাঁচাতে আসেন মা। এক পথচারীর হস্তক্ষেপে গোলমাল থামে। হামলার কারণ জানা যায়নি।

আজ

১৯২১

অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯১০

আজকের দিনে প্রয়াত হন রুশ সাহিত্যিক লিও টলস্টয়।

সোজা-সাপটা

সলিল চৌধুরী ছিলেন একজন চিন্তক। নিজের একটা জীবনের মধ্যে তিনি নিয়েছিলেন হাজার জীবন। তাই আমি সুরকার-গীতিকারের চাইতে চিন্তাবিদ সলিল চৌধুরীকেই এগিয়ে রাখব। সলিল চৌধুরী আসলে এক এভারেস্ট।

সলিলদা শেক্সপিয়রের সাহিত্য, মনের জানলা খুলে দেন

দেবজ্যোতি মিশ্র

সংগীতের জগৎ। এ এক মহাসমুদ্র। অন্তহীন পথ চলাই এখানে জীবন। এই সংগীতের জগতে প্রথম দেখা বিস্ময়কর মানুষটি আমার বাবা। বাবাকে আমি দেখেছি বাহাদুর খাঁ, ঋত্বিক ঘটক, উদয়শংকরদের সঙ্গে। খুব ছোটবেলার স্মৃতি সেসব। কিন্তু বুঝতে পারতাম আমার বাবা খুব সহজ সরল, আমার অন্যান্য বন্ধুর বাবাদের মতো নন। যারা স্নেহশীল, যারা সংসার দেখেন, ওই কলোনি পাড়াতেই যে যার সাধ্যমতো অফিসে যান-ফেরেন, কিংবা স্কুল যান বাড়ি ফেরেন, সেরকম নয়।

দেখেছি, আমার মা মাসের মাঝবরাবর প্রায়সময় উদ্বিগ্ন মুখে থাকতেন। বাবাকে তখন দেখেছি কি অবলীলাক্রমে ওয়েস্টার্ন ম্যান্যুস্ক্রিপ্ট থেকে বাংলা স্বরলিপি তৈরি করছেন। খুব আশ্চর্য লাগত। পরবর্তী সময়ে সেই স্বরলিপি বাজিয়েছি। মুগ্ধ বিস্ময়ে বাবাকে আবিষ্কার করেছি যে, তিনি একজন অতীব গুণী মানুষ। মাকে জিজ্ঞেস করতাম, এরকম একটা মানুষকে নিয়ে সংসার করতে তোমার... মনে হয়নি কখনও, তোমার জীবন অন্যরকম হতে পারত! বাবার মৃত্যুর পর মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কথাটা। মা বলেছিলেন, নারে! প্রথমে ভাবতাম এসব। সবার যেমন সংসার হল আমার তেমন হল না। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, যে মানুষ আমাকে এত ভালোবাসল, তার এমন কিছু জিনিস ছিল যা দেখে আমি মুগ্ধ হতাম। এই কথা আজ লিখতে গিয়ে আমিও বিস্মিত হচ্ছি।

বাবার পরই মনে পড়ছে সলিল চৌধুরীর কথা। বাবা যদি হন ব্যাকরণের বই 'রায় অ্যান্ড মার্টিন', সলিলদা যেন আমার কাছে শেক্সপিয়রের সাহিত্য, তাঁর সনেট, তাঁর আলো... আমার মনের সমস্ত জানলা খুলে দিয়েছে। সেই আলোয় আমি সমস্ত পৃথিবীকে দেখেছি। ওই যে গানের মধ্যে আছে না, 'কারা যেন ভালোবেসে আলো জ্বেলেছিল, সূর্যের আলো তাই নিভে গিয়েছিল'। এই ভালোবাসার আলো আমি সলিল চৌধুরীর মধ্যে দেখেছিলাম। সত্যজিৎ রায়কে দেখেছি। একেবারে ভিন্ন মেরুতে। তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। অবাক হতাম এই ভেবে যে, এত-এত কাজ করে যাচ্ছেন যে মানুষটা, তিনি নির্বিকারভাবে একটা গাড়িতে করে এলেন, এইচএমভি-র ফ্লোরে ঢুকলেন এবং কাজ শেষ করে ফিরে গেলেন। যে কাজ একবার করলেন সে কাজ তিনি আর ফিরেও দেখলেন না! তাঁকে নিয়ে আমার লেখা বই 'কম্পোজার সত্যজিৎ'।

গানের পিঠে গানের মতো, কথার পিঠে কথা হয়ে একটি ঘটনার কথা মনে আসে। মৃণাল সেনের ছবি আকালের সন্ধানে। লোকেশন নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও। আছেন সলিল চৌধুরী, মৃণাল সেন, রেকর্ডিস্ট দুর্গাদাস মিত্র। গান শেষ হল। হেই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান হো। মৃণালদা ওঁর দীর্ঘক্ষণ ধরে না ফেলা সিগারেটের ছাইটা ফেললেন। চিরাচরিত ভঙ্গিমায় হাত রাখলেন বন্ধু সলিলের কাঁধে। আমি তখন সদ্য সলিল চৌধুরীর গানের ট্রুপে ভিড়েছি, সলিলদার ফ্রেন্ড সার্কেলকে কাছ থেকে কিছুই দেখা হয়নি তখনও। কিন্তু

সেদিন ওই ছাই ঝেড়ে ফেলা তীব্র চোখ দুটো যখন সলিল চৌধুরীর আগুনচোখের দিকে তাকাল- স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম, আগুনের ফিজিকাল স্ট্রাকচার কাকে বলে!

মৃণালদা আগুন বুনতেন ফ্রেমে। আর সলিল চৌধুরী বুনতেন আগুনের স্বরলিপি। দুই বন্ধু চিরকাল আগুনের মতো সততাকে 'নেতা' বলে মেনেছেন। আর আগুন? তার কী সন্ধান? আগুন খোঁজে আকাল। কারণ, আকালকে সর্বাঙ্গে পোড়াতে না পারলে আগুনের জন্ম হয় না। ফিল্ম কোম্পানির গাড়িগুলো গাঁয়ের পথ বেয়ে শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে গেল। দূরে ধানখেত। ট্রেনলাইন। সেই সবুজ ধানের খেতের উপর হেই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান হো-র রোদের ঝিলিক। গাঁয়েরই একটা লোক গাড়িগুলোর দিকে চেয়ে স্বগতোক্তি করে, 'বাবু এয়েচেন আকালের ছবি তুলতে, আকাল তো আমাদের সব্বাঙ্গে!'

সেই 'সব্বাঙ্গ আকালের' ছবিতে এখন সমস্ত পৃথিবীর মানচিত্র। অসহিষ্ণুতা আর ক্ষমতার আস্ফালন গ্রাম-নগরকে গিলে ফেলছে ক্রমশ, একটা বিশাল বিশ্বজনীন সাপের মতো। মৃণাল সেন এই সাপের সরসর ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি জানতেন, এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে আর্ট। কারণ সৎ আর্টের কাজ মানুষকে নিয়েই। মানুষই পারে বিদ্রোহ করতে। মানুষই পারে আগুন জ্বালতে! আর জানতেন বলেই তাঁর জন্মদিন কখনও ফুরোয় না। অনন্ত জন্মের মধ্যে একজন মৃণাল সেন হেঁটে চলেছেন। তাঁর বন্ধু সলিলও তাই।

১৯৭৯-র সেই আকালের সন্ধানের পর, আমি মৃণালদাকে অনেকটা চিনেছি। আমি সেদিন ওই শোকের দিনেও যেন দেখতে পেয়েছিলাম মৃণালদার চোখে তাঁর ভবিষ্যৎ বক্তব্য : পৃথিবী ভাঙছে পুড়ছে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে, তবুও মানুষ বেঁচেবর্তে থাকে, 'মমত্বে, ভালোবাসায়, সহমর্মিতায়!' আমার ভুবন ছবিতে আমি কাজ করেছিলাম মৃণালদার সঙ্গে, সংগীত পরিচালক হয়ে। ছবির শেষে যখন মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে গানটি বেজে উঠেছিল, মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ যেন মিলিয়ে দিলেন দুই বন্ধু মৃণাল সেন আর সলিল চৌধুরীকে। যাঁরা মানুষের জীবনের মৃদঙ্গের তান শুনতে পেয়েছিলেন। মৃণাল শতবর্ষ পেরিয়ে এসেছেন আর সলিল শতবর্ষের দিকে আগুনের পথে হেঁটে যাচ্ছেন। দুজন মশাল। দুজন অনন্ত জীবনের বন্ধু।

গানের রানার সলিল চৌধুরী। আকাশে একসময় অনেক গানের পাখি উড়িয়েছিলেন। সুরের নানা আঙিনায় অবাধ বিচরণ ছিল ওঁর। ভালোবাসার গান, সংঘবদ্ধ হওয়ার গান, গণ আন্দোলনের গান- নানা বিষয়ে ওঁর বিচরণ সপ্রতিভ। এক শিক্ষক দিবসেই প্রয়াত হন সলিল চৌধুরী। তাঁর সংগীত সফরে দীর্ঘদিন সহযোগী-যন্ত্রী হিসাবে কাজ করেছি। এমন প্রণম্য সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ। এর সূত্রপাত হয়েছিল সান ফ্রান্সিসকোর বে শহরে বঙ্গমেলায়। প্রবাদপ্রতিম গায়কের জীবনভিত্তিক এক মিউজিক্যাল থিয়েটার সেখানে হাজির করেছিলাম আমরা- জীবন উজ্জীবন। সম্পূর্ণ চিত্রনাট্য আমার লেখা। সংগীত আয়োজনও আমার। যেখানে উঠে এসেছে অসমের চা বাগান থেকে সলিল চৌধুরীর মুম্বই সফরের কথা। গানে কখনও দো বিঘা জমিন তো কখনও আনন্দ ছবির জিন্দেগি ক্যায়সি পেহেলি, কখনও মধুমতী, না মন লাগে না, এই দুনিয়ায় ভাই সবই হয়, পথে এবার নামো সাথী থেকে আহ্বান শোনো আহ্বান।

সলিল চৌধুরীকে নিয়ে সেবার একটা জীবনীভিত্তিক মিউজিক্যাল থিয়েটার করার কথা আমার মাথায় এসেছিল। এবং এই কথাটি সান ফ্রান্সিসকোর বে অঞ্চলের ডালিয়া চট্টোপাধ্যায় সেন জানতে পেরেছিলেন। সেই শুরু। নাটক পরিচালনা করেছিলেন অনিন্দ্য চক্রবর্তী। এই প্রযোজনা আরও বড় করে কলকাতা ও অন্যান্য শহরে আমরা হাজির করেছি। সম্ভবত এদেশে এটাই প্রথম সলিল চৌধুরীর জীবনভিত্তিক কোনও মিউজিক্যাল থিয়েটার।

অনায়াসে যিনি ঝড়ের কাছে রেখে যেতে পারেন তাঁর ঠিকানা। বলা ভালো রানার-এর চলার গতিকে দিতে পারেন অন্য মাত্রা, তিনি আর কেউ নন, সলিল চৌধুরী। যাঁর সুরের সলিলে ডুবেছে গোটা দেশ। আর এই সলিল চৌধুরীকে নিয়েই আমার বই, 'সলিলদা ও গানের একগুচ্ছ চাবি'।

সলিল চৌধুরী ছিলেন একজন চিন্তক। নিজের একটা জীবনের মধ্যে তিনি নিয়েছিলেন হাজার জীবন। তাই আমি সুরকার-গীতিকারের চাইতে চিন্তাবিদ সলিল চৌধুরীকেই এগিয়ে রাখব। সলিল চৌধুরী আসলে এক এভারেস্ট। আমার লেখা বইটি অন্য কারও সলিল চৌধুরীকে নিয়ে লেখা বইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। বইটি বিশেষ কোনও শ্রেণির জন্যও নয়। সকলের জন্য।

সলিল চৌধুরী অত বড়মাপের একজন কম্পোজার হয়েও কখনও তাঁর মধ্যে সেলেব্রিটি সুলভ আচরণ ছিল না। সবার সঙ্গে অনায়াসে মিশে যেতে পারতেন। সারল্য সুলভ ছিল তাঁর আচরণ। ওঁর মুম্বইয়ের বাড়িটি ছিল মিউজিশিয়ানদের জন্য অবারিতদ্বার। বর্তমান কঠিন সময়ে ওঁর এই দিকগুলোর কথা, গুণগুলোর কথাই বেশি করে মনে পড়ছে। জীবনে অনেক কিছুই শিখেছি। তার মধ্যে সলিলদা শিখিয়েছেন কীভাবে সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাঁচা যায়। এই যে নিজেকে সেলেব্রিটি ভেবে অন্যদের থেকে দূরে থেকে বাঁচার চেয়ে সবার সঙ্গে বাঁচার যে অনাবিল আনন্দ, সেটা সলিলদার জীবনযাপনের থেকে পাওয়া। এই সলিল চৌধুরীও সংগীতশিল্পী সলিল চৌধুরীর মতোই আমার জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ।

ওঁর ইচ্ছা ছিল সুরকার কীভাবে তৈরি করা যেতে পারে, সেই বিষয়ে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠুক। যেখানে মিউজিক, কম্পোজিশন নিয়ে যাঁরা ভাবছেন তাঁরা সেই বিষয়ে খুঁটিনাটি সবকিছু শিখতে পারবেন। যদিও সেই ভাবনা বাস্তবে রূপ পায়নি। কিন্তু কত মিউজিশিয়ান তিনি যে তৈরি করে গিয়েছেন, আজও তাঁর গান থেকে যে কতজন কত কিছু শিখছেন, তা ভাবলে অবাক হই। আমিও গানের পাঠশালা তৈরি করেছি। ওই যে বলেছিলাম, সুতোয় বাঁধা পড়ে রয়েছি।

এক শিক্ষক দিবসে, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ সালে আমার মহাগুরু সলিল চৌধুরী তাঁর হারমোনিয়াম, কত শত গান, তাঁর পিয়ানো, তাঁর কত লেখা, প্রিয় বই আর রেকর্ড ফেলে রেখে, সব মায়া আর ভালোবাসার দড়িদড়া ছিঁড়ে ফেলে চলে গিয়েছেন একেবারে নিরুদ্দেশে। আমি নেহাত তাঁর মূর্খ শিষ্য বলে তেরো-চোদ্দো বছর তাঁর কাছে সারাটা দিন পড়ে থেকেও কিছুই তেমন শিখতে পারিনি।

সলিলদা, আমাদের দেশ, রাজ্য, পৃথিবীটা আজ একদম ভালো নেই। আমাদের এখন সুরের খুব দরকার! আপনি ছাড়া আমাদের এই এত খারাপ সময়ে আর কে আছে বলুন?

(অনুলিখন)

জনমন জনমত

নীরবে পার সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ

সংগীতসাধক সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ পূর্তির তারিখ ১৯ নভেম্বর কিছুটা নীরবেই চলে গেল। তেভাগা আন্দোলন, নৌবিদ্রোহতে তাঁর লেখা গান আশ্রয় করে ভারতের জনজাগরণ এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়! গণসংগীতের পুরোধা এই মহান মানুষটি বলিউডে পা রাখার পর থেকে অসংখ্য জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন।

আন্দামানের জেলে আটক কয়েদিদের মুক্তির দাবিতে, ডাকশিল্পের ধর্মঘটে তাঁর লেখা ও সুরারোপিত গান অমর হয়ে থাকবে। তাঁর গানে যেমন পথ হারানোর কথা আছে, আছে পথে নেমেই পথ চলার কথা, আছে অধিকার বুঝে নেওয়ার কথা, সেইসঙ্গে আছে ভাগ্যের ভরসায় থাকা অসহায় মানুষের ভার কাঁধে তুলে নেওয়ার আহ্বান। এই কিংবদন্তি গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক, কবি, প্রাবন্ধিকের শততম জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে নিয়ে নতুনভাবে, নতুন করে চর্চা হোক।

সত্যজিৎ চক্রবর্তী
বিবেকানন্দপাড়া, ধূপগুড়ি।

দৃষ্টিহীনদের সাফল্য নিয়ে খবর প্রকাশের জন্য ধন্যবাদ

১০ নভেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদের দুইয়ের পাতায় প্রকাশিত 'দৃষ্টি কমছে, ভরসা পড়ুয়াদের সখ্য' শীর্ষক খবরটি পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি নিজেও একজন পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীন শিক্ষক। দৃষ্টিহীনদের সাফল্য নিয়ে এত সুন্দর খবর করার জন্য আপনাদের প্রতিবেদক সুভাষচন্দ্র বসু সহ উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

এই প্রসঙ্গে বলি, আমি ২০০৭ সালের ২৯ নভেম্বর শিক্ষকতায় যোগদান করি। আমাকে নিয়ে একটি খবর করা হয়েছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে, যা ২০০৮ সালের ৪ জানুয়ারি ব্রেইল পদ্ধতির জনক লুই ব্রেইলের জন্মদিনে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য বাড়িঘর বদলের কারণে আমাকে নিয়ে খবর প্রকাশ পাওয়া ওই কাগজটি যে কোনওভাবেই হোক হারিয়ে গিয়েছে। চলতি মাসের ১০ তারিখে

দৃষ্টি কমছে, ভরসা পড়ুয়াদের সখ্য

একই রকম খবর দেখে খুব আনন্দ পেয়েছি।

এইসব খবর দেখলেই বুঝতে পারি আমাদের আত্মার আত্মীয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ দৃষ্টিহীনদের প্রতি প্রচণ্ড সংবেদনশীল। সেজন্য উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষকে জানাই অকৃত্রিম অজস্র ধন্যবাদ। জনমতের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, দৃষ্টিহীনদের অনেক রকম সমস্যা আছে। সেগুলি আপনাদের কাগজে উপস্থাপন করলে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। তাতে দৃষ্টিহীনরা অনেকটাই উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমাদের উত্তরবঙ্গে কোনও ব্রেইল ছাপাখানা নেই। তাই কোচবিহারে একটি ব্রেইল ছাপাখানা তৈরি করা খুব দরকার। হতদরিদ্র অসহায় বেকার পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিহীনদের ডালভাত খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য সরকারের তরফে প্রতি মাসে সাত হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া দরকার। উত্তরবঙ্গ সংবাদ দৃষ্টিহীনদের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং মানবিক হওয়ার কারণেই সাংবাদিকরা এ ধরনের খবর করতে পারছেন। কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, যদি দয়া করে সাংবাদিকদের মাধ্যমে দৃষ্টিহীনদের বিভিন্ন সমস্যা আরও বেশি করে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে দৃষ্টিহীনদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বাড়বে বলে আমার ধারণা। যেমন, দৃষ্টিহীনদের মধ্যে থেকে জনপ্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা করা খুব জরুরি। কারণ, অনেকেই দৃষ্টিহীনদের প্রকৃত সমস্যা উপলব্ধি করতে পারেন না। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষক ও সম্মাননীয় সুবিনয় দাসের খবরটি প্রকাশ করার জন্য আরও একবার বেলাকোবার প্রতিবেদক এবং উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃপক্ষকে আমার অন্তরের প্রণাম ও ধন্যবাদ জানাই।

বিপদতারণ দাস
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

উমা আমাদের স্মরণে-মননে

বিসর্জনের বাজনার পরেও দেবী দুর্গার আবাহনের প্রত্যাশায় ব্যাকুল থাকে সমগ্র বাঙালি সমাজ। কিন্তু আমাদের ঘরের উমা (দাশগুপ্ত), আমাদের মনের মণিকোঠায় থাকা পথের পাঁচালীর দুর্গা, অপুর দিদি, পর্দার দুর্গার এই বিসর্জনের পর আবাহনের বার্ষিক প্রত্যাশা আর নেই।

বোড়ালের নিশ্চিন্দপুর কিংবা বর্ধমানের পালসিটের সেই কাশবনে অপুর সঙ্গে তার দিদির ছুটে চলার পদচিহ্ন অনেক বছর আগেই মুছে গিয়েছে। কিন্তু তাঁদের স্মৃতিচিহ্ন, পথের পাঁচালীর সেই আইকনিক দৃশ্য- কাশবনে দুই ভাইবোনের রেলগাড়ি দেখতে ছুটে যাওয়া, গোটা বাঙালি তথা চলচ্চিত্র সমাজের স্মৃতিপটে আজও ভাস্বর।

সেদিন পর্দায় দুর্গার মৃত্যু দৃশ্যে কেঁদে উঠেছিল চলচ্চিত্র সমাজ। দুর্গার মৃত্যুর পর ঝড়-জলের রাতের শেষে 'দুগ্গা দুগ্গা' বলে হরিহরের ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সর্বজয়ার সেই নিরুচ্চার ক্রন্দন আর সানাইয়ের সেই করুণ সুর- আজও পর্দার সামনে আমাদের শোকাচ্ছন্ন করে রাখে।

না, দুর্গার সেই মৃত্যু আমরা আজও মেনে নিতে পারিনি। কিন্তু সে তো পর্দায়! তবুও কী জীবন্ত সেই চলচ্চিত্রায়ণ!

প্রায় ৭০ বছর ধরে যে দুর্গা পর্দার বাইরেও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মণিকোঠায় জীবিত হয়েই উজ্জ্বল ছিলেন, আজ তিনি শুধু চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য থেকেই নয়, বাস্তবের চিত্রনাট্য থেকেও বহু দূরে চলে গেলেন। কিন্তু থেকে গেলেন আমাদের স্মরণে, মননে, চিন্তায় ও চেতনে। পর্দার বাইরে অপু-দুর্গার স্মৃতিচারণে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন অপু তথা সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৌতমেন্দু নন্দী, জলপাইগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯২

পাশাপাশি : ২। শাস্তিদান সম্বন্ধীয় আইন ৫। বাঁকা বা চোরা চাহনি, পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধ সমালোচনা বা শ্লেষ ৬। ঘরের সংলগ্ন ঘেরা বারান্দা বা বড় ঘর ৮। তিন ফোঁটাযুক্ত তাস ৯। মধ্য এশিয়ার প্রাচীন জাতিবিশেষ ১১। জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে বা বিষপান করে মৃত্যুবরণের ব্রত ১৩। তুষার, বরফ ১৪। হাতির আস্তাবল।

উপর-নীচ: ১। পোকামাকড় বা প্রাণীর প্রচুর সংখ্যায় অবস্থানসূচক ২। নিপুণ, পটু ৩। জ্বরমুক্ত ৪। পণ্ডিত, সুশিক্ষিত, জ্ঞান ৬। শতরঞ্চি, সুজনি, গুহা, কন্দর ৭। পুত্র, বালক ৮। অন্ধকার, চোখের রোগবিশেষ, ছানি ৯। ১০০ সংখ্যা, ১০০ সংখ্যক, বহু, অসংখ্য ১০। ঘনিষ্ঠ মেলামেশা বা বন্ধুত্ব ১১। দস্তা ১২। লতা ১৩। মূল সাতটি রংয়ের অন্যতম।

সমাধান ■ ৩৯৯১

পাশাপাশি : ১। হাতিয়ার ৩। নতুবা ৫। পবননন্দন ৬। শপথ ৭। সত্তম ৯। খাণ্ডবদাহন ১২। মগজ ১৩। কিলবিল।

উপর-নীচ : ১। হাতযশ ২। রবাব ৩। নন্দন ৪। বাথান ৫। পথ ৭। সন ৮। মলমল ৯। খাদিম ১০। বরজ ১১। হত্তুকি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail. com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বীরেনের বৈঠকে নেই বহু বিধায়ক

উদ্বেগ বাড়ছে উপজাতি এলাকায় ■ কটাক্ষ কংগ্রেসের

ইম্ফল, ১৯ নভেম্বর : অগ্নিগর্ভ মণিপুর। হিংসা ঠেকাতে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছে এনডিএর শরিক দল এনপিপি। পালটা শক্তি প্রদর্শনের জন্য সোমবার রাতে এনডিএ জোটের বিধায়কদের বৈঠকে ডেকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। কিন্তু সেখানে বিধায়কদের বড় অংশের অনুপস্থিতি শাসক শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়েছে।

বৈঠকে মোট ২৬ জন বিধায়ক যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৪ জন সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়া এনপিপির সদস্য। যদিও মণিপুর বিধানসভায় বিজেপির বর্তমান বিধায়ক সংখ্যা ৩৭। এছাড়া জেডিইউয়ের ১ এবং ৩ জন নির্দল বিধায়ক সরকারকে সমর্থন করছেন। অর্থাৎ, এনপিপি সমর্থন প্রত্যাহারের পরেও বিধানসভায় বিজেপি জোটের পক্ষে ৪১ জন বিধায়কের সমর্থন রয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবারের বৈঠকে এনপিএফের ৪ বিক্ষুব্ধ বিধায়ক বাদে মাত্র ২২ জন বিধায়ক উপস্থিত ছিলেন। পাটিগণিতের হিসাবে অনুপস্থিত বিধায়কের সংখ্যা ১৯।

৬০ আসনের মণিপুর বিধানসভায় সরকার টিকিয়ে রাখতে বীরেন সিংয়ের অন্তত ৩১ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে প্রায় অর্ধেক বিধায়কের অনুপস্থিতিকে কটাক্ষ করেছে কংগ্রেস। এক্স পোস্টে দলের মিডিয়া সেলের প্রধান জয়রাম রমেশ লিখেছেন, 'সোমবার রাতে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এনডিএ-র সমস্ত বিধায়ককে ইম্ফলে একটি বৈঠকে ডেকেছিলেন। তিনি ছাড়া, মাত্র ২৬ জন উপস্থিত হয়েছেন। এই ২৬ জনের মধ্যে ৪ জন এনপিপি-র, যার সভাপতি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করার জন্য বিজেপির জাতীয় সভাপতিকে চিঠি দিয়েছেন।' কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে নিশানা করে রমেশ লিখেছেন, 'দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। কিন্তু মণিপুরের মহান সূত্রধর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যাঁকে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের যাবতীয় দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি কি সেই লেখা পড়তে পারছেন?'

গোটা ইম্ফলের রাস্তা দখল নিয়েছে আধাসেনা বাহিনী। মঙ্গলবার।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এনডিএ বিধায়কদের বড় অংশের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও মণিপুরে পালাবদলের সম্ভাবনা নেই। সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের পর ৭ বিধায়কের

> দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। কিন্তু মণিপুরের মহান সূত্রধর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যাঁকে প্রধানমন্ত্রী রাজ্যের যাবতীয় দায়িত্ব দিয়েছেন, তিনি কি সেই লেখা পড়তে পারছেন?
>
> **জয়রাম রমেশ**

দল এনপিপিতে ভাঙনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। মঙ্গলবার বীরেন সিংয়ের ডাকা বৈঠকে হাজিরা দেওয়া ৪ বিধায়ককে কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠানো হয়েছে।

রাজ্যের অপর বিরোধী দল কংগ্রেসের বিধায়ক সংখ্যা মাত্র ৫। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের পক্ষে অনাস্থা আনা কার্যত অসম্ভব। এদিকে অনুপস্থিত বিধায়কদের ওপর চাপ বাড়িয়েছে বিজেপিও। দলের অন্তত ১১ বিধায়কের কাছে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে। বৈঠকে গরহাজির বিধায়কদের অধিকাংশ কুকি-জো সম্প্রদায়ের। নিরাপত্তার অভাব বোধ করে তাঁরা মেইতেই অধ্যুষিত ইম্ফলে এসে বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হননি। এদিকে তাঁদের অনুপস্থিতিতে হওয়া বৈঠকে কিছু প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যা উপজাতি গোষ্ঠীগুলির উদ্বেগ বাড়িয়েছে।

ইতিমধ্যে মণিপুরের জঙ্গি সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেছে রাজ্যে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনী। এদিকে পার্বত্য এলাকার পাশাপাশি ইম্ফল উপত্যকায় তল্লাশি অভিযান ও অস্ত্র উদ্ধারের দাবি করেছেন উপজাতি নেতারা। তাঁদের আশঙ্কা, শুধু উপজাতি এলাকায় অভিযান হলে উপজাতিদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়বে। তখন নিরস্ত্র কুকি-জো-রা মেইতেই সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলির সহজ নিশানায় পরিণত হবে।

মঙ্গলবার পার্বত্য এলাকায় একটি কফিন মিছিল বের করেছিল বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়। সেখানে জাতি হিংসায় নিহতদের ছবি সহ নকল কফিন কাঁধে বহু মানুষ যোগ দিয়েছিলেন। উপজাতি সংগঠন জোমি মাদার্স অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র লিন্ডা কিম বলেন, 'আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে নিষ্ক্রিয় পর্যবেক্ষক হওয়া বন্ধ করে এই নৃশংসতাকে জরুরি ভিত্তিতে মোকাবিলা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

সঙ্গিনীর খোঁজে ৩০০ কিমি পথ পাড়ি জনির

হায়দরাবাদ, ১৯ নভেম্বর : জনি জনি! ইয়েস পাপা। লুকিং ফর আ মেট? নো পাপা। টেলিং লাইজ? নো পাপা। ওপন ইয়োর ব্রেস্ট। হা হা হা!

নাম জনি হলেও সে তো আর শৈশবের সরল মিথ্যা বলতে পারে না। পারে না 'পাত্রী চাই' কলমে বিজ্ঞাপন দিতেও। কারণ, এই জনি প্রজাতিতে পুরুষ বাঘ। তার এখন সঙ্গিনী চাই। চাহিদা এতটাই যে, অচেনা প্রেমিকার খোঁজে সুদূর মহারাষ্ট্রের নান্দেদ জেলার টিপেশ্বর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য থেকে পাহাড়, নদী-নালা পেরিয়ে ৩০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে তেলেঙ্গানার নির্মল জেলায় ছুটে আসতে হয়েছে বছর ছয় বা আটের টগবগে জনিকে। সে প্রমাণ করেছে, বাঘের প্রেমও সিগন্যাল মানে না।

জনির এই দূরপাল্লার পাত্রী চাই অভিযানের শুরু অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে। রেডিও কলার লাগানো জনি তার এই সফরে জঙ্গল, চাষের জমি, এমনকি হায়দরাবাদ-নাগপুর জাতীয় সড়ক পার করেছে। তার পথের মধ্যে আদিলাবাদ আর নির্মলের কুন্তলা, সরঙ্গাপুর, মামাদা এবং পেন্বি মন্ডল পড়েছে। এখন সে তিরিয়ানি অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে বলে মনে করছেন নজরদারি বনকর্তারা।

পাত্রী-সন্ধানী জনির এহেন লম্বা সফরে বিস্মিত নন পশু বিশেষজ্ঞরা। আদিলাবাদের বনাধিকারিক প্রশান্ত বাজিরাও পাতিল বললেন, 'সঙ্গিনী খুঁজতে বাঘের লম্বা পথ পাড়ি দেওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। শীতকাল বাঘেদের প্রজননের সময়। এলাকায় সঙ্গিনী অমিল হলে পুরুষ বাঘেরা হামেশাই দূর-দূরান্তে ছুটে যায়। গন্ধ শুঁকে তারা তাদের প্রেয়সী খুঁজে বের করে। জনির মতো বাঘেরা ১০০ কিলোমিটার দূর থেকেও সঙ্গিনীর গন্ধ পায়!'

তবে খালি পেটে কী প্রেম হয়! তাই সঙ্গিনী খোঁজার ফাঁকে ইতিমধ্যে জনি পাঁচ পাঁচটি গোরু শিকার করেছে বলে জানিয়েছেন পাতিল। কিন্তু জনির লম্বা পথে জনপদ পড়লে তাতে কি বিপদ ঘটার আশঙ্কা নেই? পাতিলের কৌতুকপূর্ণ জবাব, 'প্রেমে মশগুল থাকলে বাঘ সাধারণত মানুষকে আক্রমণ করে না। তবে প্রেমের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে বাধবে লড়াই, মরতে হবে!'

জনি যে পথে এগোচ্ছে, তাতে তেলেঙ্গানার আদিলাবাদের কওয়াল টাইগার রিজার্ভ তার অন্তিম গন্তব্য হতে পারে। কিন্তু সেখানে সে ঘর বাঁধবে কি না, তা নিয়ে নিশ্চিত নন সেখানকার বনাধিকারিকরা। ওই অভয়ারণ্যের প্রধান এলুসিং মেরু বললেন, 'বাঘ প্রজননের জন্য নতুন কোনও জায়গায় কিছুদিন থাকে বটে। কিন্তু সেখানে স্থায়ী বাসা বাঁধে না। এখানে জনি স্থায়ীভাবে থেকে গেলে সেটা এই অভয়ারণ্যের পক্ষে একটা মোড় ঘোরানো মুহূর্ত হবে। কারণ, ২০২২ সাল থেকে এই জঙ্গলে কোনও বাঘ নেই।'

মেলোনির সঙ্গে মোদির বৈঠক ব্রাজিলে

রিও ডি জেনেইরো, ১৯ নভেম্বর : জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে মঙ্গলবার পরের পর দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঝালিয়ে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এদিন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে বৈঠক করেন মোদি। ব্রাজিলের রাজধানী রিও ডি জেনেইরোতে এই বৈঠকে গুরুত্ব পেয়েছে মধ্য এশিয়া, ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, অপ্রচলিত শক্তিসম্পদের ব্যবহার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা।

বহুপাক্ষিক আদানপ্রদানের

জি ২০

পঞ্চবার্ষিকী রূপরেখা নিয়ে মতবিনিময় করেছেন মোদি ও মেলোনি। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গেও প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, মহাকাশ গবেষণা ও তথ্য আদানপ্রদান নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের আমলে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে দিল্লির আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছিল। ব্রিটেনে পালাবদলের পর সেই চুক্তি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। এদিন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টার্মারের সঙ্গেও মোদি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মতবিনিময় করেছেন।

আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে আর্থিক সম্পর্ক জোরাল করে চিনের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারে ভারত। প্রধানমন্ত্রীর এই সক্রিয়তা তাই তাৎপর্যপূর্ণ। জি ২০-র প্রথম দিনের ভাষণে ২০২৩-এ দিল্লি সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি বাস্তবায়নে সাহায্যের জন্য ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা ডি'সিলভার প্রশংসা করেন মোদি। তিনি বলেন, 'গ্লোবাল সাউথের দেশগুলি বিশ্বব্যাপী সংঘাতের কারণে খাদ্য, জ্বালানি এবং সারের অভাবে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে। আমাদের আলোচনা সফল হবে সেই চ্যালেঞ্জ এবং অগ্রাধিকারকে বিবেচনা করব।'

জি২০ মঞ্চে ফের দেখা। হাসিমুখে ফোটোসেশনে নরেন্দ্র মোদি ও জর্জিয়া মেলোনি।

সংসদের শীত অধিবেশনের আগে সর্বদল বৈঠক রবিবার

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের আগে রবিবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল কেন্দ্র। সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এক্স পোস্টে জানিয়েছেন, বৈঠকে সরকারের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচ্যসূচি তুলে ধরা হবে। আলোচনা হবে বিরোধীদের তোলা নানা বিষয় নিয়ে। শীতকালীন অধিবেশন ২৫ নভেম্বর শুরু হবে। চলবে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ সংসদ ভবনে হবে সর্বদলীয় বৈঠক। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ওই বৈঠকে যোগ দেবেন লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন।

এবারের শীতকালীন অধিবেশন বিভিন্ন কারণে তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে। আসন্ন অধিবেশনে 'এক দেশ, এক নির্বাচন' বিল পেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্র। এজন্য সরকারবিরোধী দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবে তারা। কারণ, এই বিলের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন, বিরোধী দলগুলির বড় অংশের সমর্থন ছাড়া যা কার্যত অসম্ভব। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, তাঁর সরকার 'এক দেশ এক নির্বাচন' বাস্তবায়নের জন্য কাজ করছে। এর মাধ্যমে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। রিজিজু জানান, ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসে সংসদের সেন্ট্রাল হলে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

অধিবেশনে ওয়াকফ সংশোধনী বিল পাশ করারও প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার। এই বিল বর্তমানে যৌথ সংসদীয় কমিটির কাছে রয়েছে। ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটি বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা চালাচ্ছে। সংশোধনী বিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এবং বিলের উপর সাধারণ ঐকমত্য গঠনের চেষ্টা চলছে।

ভারতে আসবেন পুতিন

মস্কো, ১৯ নভেম্বর : রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন খুব তাড়াতাড়ি ভারত সফরে আসতে পারেন। তবে তারিখ এখনও ঠিক হয়নি। মঙ্গলবার এই বার্তা দিয়েছেন পুতিনের প্রেসসচিব তথা ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকো। আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থা স্পুটনিক একই তথ্য জানিয়েছে। নয়াদিল্লি এই বিষয়ে কিছু জানায়নি।

২০২২-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ চলছে। তারপর ভারতে আসেননি পুতিন। তিনি ভারতে শেষ বার এসেছেন ২০২১ সালে। সেবছর ৬ ডিসেম্বর ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলন হয়। সম্মেলন উপলক্ষ্যেই ভারতে আসেন।

ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসন শুরু হওয়ার পর থেকেই বিদেশ সফর সম্পর্কে সতর্ক পুতিন। ইউক্রেনে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি)পুতিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। গত মার্চে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

পরমাণুনীতি বদল মস্কোর : আর তিন মাস হলে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ তিন বছরে পড়বে। তার আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির পাশে দাঁড়িয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেওয়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার ফেলার অনুমতি দিল। এই পরিস্থিতিতে পরমাণু নীতি বদলাল ক্রেমলিন।

মঙ্গলবারর পুতিন রাশিয়ার পরমাণু বিধিতে সই করে জানিয়েছেন, তাঁর দেশ পরমাণু নীতি পালটাল। শুধু পরমাণু শক্তিধর দেশেই নয়, পরমাণু শক্তিধর নয় এমন দেশেও এবার হামলা চালাবে মস্কো।

রাশিয়ার বন্ধুদেশ বেলারুশে হামলা হলে রাশিয়া মেনে নেবে না। আক্রমণকারী দেশে পরমাণু বোমা ফেলতে পারে। বেলারুশের মধ্যে দিয়েই রুশ সেনা ইউক্রেনে ঢুকেছে। রাশিয়ার কিছু কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র বেলারুশে আছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাঁদের দেওয়া দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র রাশিয়ার ভেতরে যে কোনও লক্ষ্যবস্তুতে ফেলার যে সম্মতি দিয়েছেন, তার পালটা হিসেবে পরমাণু নীতির বদল ঘটিয়ে পুতিন জানিয়েছেন, কোনও দেশ রাশিয়ার ওপর আঘাত হানলে ও কোনও পরমাণু শক্তিধর দেশ সেই আক্রমণকারীকে মদত দিলে মস্কো তা যৌথ আক্রমণ হিসেবেই দেখবে।

মহারাষ্ট্রে নগদ বিলি অভিযুক্ত পদ্ম নেতা

মুম্বই ও রাঁচি, ১৯ নভেম্বর : রাত ফুরোলেই মারাঠা ভূমে বিধানসভা নির্বাচন। আগামীকাল ঝাড়খণ্ড বিধানসভার শেষ দফা ভোট। লোকসভা ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে অপ্রত্যাশিত জয় পেয়েছে বিজেপি। ফলে এনডিএ ও ইন্ডিয়া জোটের দখলে থাকা যথাক্রমে মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডের ভোট দু-পক্ষের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ। তবে ভোটগ্রহণের ২৪ ঘণ্টা আগে ভোটারদের মধ্যে টাকা বিলির বিস্ফোরক অভিযোগ উঠেছে মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা বিনোদ তাওড়ের বিরুদ্ধে। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তাওড়ের বিরুদ্ধে পুলিশে এফআইআর দায়ের করেছে নির্বাচন কমিশন। তাওড়ে অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

মহারাষ্ট্রে বিজেপি বিরোধী আঞ্চলিক দল বহুজন বিকাশ আঘাড়ির নেতাদের অভিযোগ, পালঘরের একটি হোটেলে বসে টাকা বিলি করছিলেন তাওড়ে।

আজ ভোট ২ রাজ্যে

খবর পেয়ে হোটেল ঘিরে ফেলেন বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা। যে ঘরে তাওড়ে ছিলেন সেখানেও ঢুকে পড়েন তাঁরা। বিরোধীদের দাবি, হোটেলে বসে ৫ কোটি টাকা বিলি করছিলেন বিজেপি নেতা। ওই ঘর থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। বহুজন বিকাশ আঘাড়ির প্রধান তথা ভাসাইয়ের বিধায়ক হিতেন্দ্র কুমার বলেন, 'মানুষের ভোট কেনার জন্য টাকা বিলি করছিলেন বিনোদ তাওড়ে। পালঘরের বিরারে একটি হোটেলে ঘাঁটি গেড়েছিলেন তিনি।' খবর পেয়ে ছেলে ক্ষিতিশ ঠাকুরকে কর্মীদের নিয়ে ওই হোটেলে যেতে বলেন হিতেন্দ্র। তাঁর দাবি, নালাসোপারার বিধায়ক ক্ষিতিশ ও তাঁর সঙ্গীরা তাওড়ের ঘর থেকে টাকা ছাড়াও একটি ডায়েরি উদ্ধার করেছেন। তাতে ১৫ কোটি টাকা লেনদেনের উল্লেখ রয়েছে। কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে সেই তথ্যও রয়েছে ডায়েরিতে।

বুধবার শেষ দফায় বিধানসভার ৮১টি আসনের মধ্যে ৩৮টিতে ভোটগ্রহণ হবে। দুই রাজ্যেই ভোটগণনা ২৩ নভেম্বর।

দিল্লিকে বাঁচাতে কৃত্রিম বৃষ্টি দাবি আপের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : দূষণের গ্রাসে দিল্লি। প্রত্যেকদিন দূষণের মাত্রা যেন বেড়েই চলেছে। এই পরিস্থিতিতে দূষণ মোকাবিলায় কৃত্রিম বৃষ্টির ব্যবস্থা করতে নরেন্দ্র মোদি সরকারের দ্বারস্থ হলেন দিল্লি সরকারের মন্ত্রী গোপাল রাই।

মঙ্গলবার দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী গোপাল রাই কেন্দ্রীয় সরকারকে লেখা এক চিঠিতে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতের ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দাবি জানান। মন্ত্রী বলেন, 'উত্তর ভারতের ওপর ধোঁয়ার স্তর ছেয়ে গিয়েছে। এই ধোঁয়া দূর করার একমাত্র সমাধান কৃত্রিম বৃষ্টি। এটা কার্যত স্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা পরিস্থিতি। প্রধানমন্ত্রীর নৈতিক দায়িত্ব বায়ুদূষণ মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ করা।' তবে রাই এও জানান, 'কৃত্রিম বৃষ্টি দূষণ দূর করার কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে। কানপুর আইআইটি-র বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে এই নিয়ে ইতিমধ্যে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া শুরু করতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি প্রয়োজন।' এ বিষয়ে আপ সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে প্রস্তুত বলে তিনি জানান।

গত বছরের মতোই দিল্লি সরকার সুপ্রিম কোর্টের কাছে কৃত্রিম বৃষ্টির প্রস্তাব দিয়েছিল। তবে এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। রাইয়ের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদব তাঁর পাঠানো একাধিক চিঠির কোনও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেননি। রাইয়ের কথায়, 'যদি কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের পরিবেশমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।'

কৃত্রিম বৃষ্টি কীভাবে

কৃত্রিম বৃষ্টি তৈরিকে 'ক্লাউড সিডিং' বলা হয়। কৃত্রিম বৃষ্টি ঘটাতে জলীয় বাষ্প ভরা নির্দিষ্ট প্রকৃতির মেঘের মধ্যে সিলভার আয়োডাইড, পটাশিয়াম আয়োডাইড এবং শুষ্ক বরফ (জমাটবাঁধা কার্বন ডাইঅক্সাইড) মিশিয়ে বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করা হয়। এই পদ্ধতিতে সাধারণত ৩০ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি আনা যায়।

মঙ্গলবারও দিল্লির বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) 'চরম বিপজ্জনক' পর্যায়ে ছিল। এদিন শহরের বিভিন্ন অংশে একিউআই ৫০০-এর কাছাকাছি পৌঁছোয়। যদিও 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' (গ্র্যাপ)-এর চতুর্থ ধাপের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হলেও পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে আসেনি।

স্কাইমেট ওয়েদারের আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের উপ-সভাপতি মহেশ পালওয়াত বলেন, 'আগামী দু-তিনদিনের মধ্যে দূষণ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে বৃষ্টিপাত হলে দূষণের মাত্রা কমবে।'

বাতাসে দূষণের বিষ। মাস্ক পরে পর্যটকদের তাজ দর্শন। মঙ্গলবার আগ্রায়।

মঙ্গলবার সকালে সুপ্রিম কোর্টের কার্যাবলি শুরু হওয়ার মুখে বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কপিল সিবাল সহ বেশ কয়েকজন আইনজীবী দিল্লি ও এনসিআরের বায়ুদূষণ নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। তাঁরা শীর্ষ আদালতের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানান। সেই আবেদনের জবাবে প্রধান বিচারপতি খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমার বলেন, 'আমরা বিচারপতিদের বলেছি, যেখানে যেখানে সম্ভব, সেখানে ভার্চুয়াল শুনানি করতে।'

দিল্লি আর দেশের রাজধানী থাকবে কি না তা নিয়ে সংশয় জানিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

ভোটে দুই সন্তান বিধি তুলে দিলেন চন্দ্রবাবু

বিজয়ওয়াড়া, ১৯ নভেম্বর : প্রায় তিন দশক ধরে চলে আসা নিয়ম বদলে গেল অন্ধ্রপ্রদেশে। এবার থেকে দুইয়ের অধিক সন্তান থাকলেও অন্ধ্রপ্রদেশের পঞ্চায়েত এবং পুরসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে কোনও অসুবিধা হবে না। রাজ্য বিধানসভায় অন্ধ্রপ্রদেশ পঞ্চায়েত রাজ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ এবং অন্ধ্রপ্রদেশ পুরসভা আইন (সংশোধনী) বিল, ২০২৪ পাশ হয়েছে। এই দু'টি বিল আইনে পরিণত হলেই বদলে যাবে ১৯৯৪ সাল থেকে চলে আসা নিয়ম।

১৯৯৪ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার রাজ্য বিধানসভায় দুই সন্তান বিষয়ক বিল পাশ করেছিল। তারপর থেকে দুইয়ের বেশি সন্তান থাকলে কেউ অন্ধ্রের পুরসভা বা পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন না। জনসংখ্যার ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৎকালীন সরকার। চন্দ্রবাবু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর গত ৭ অগাস্ট মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ম বদলে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি। রাজ্যে জনসংখ্যায় ভারসাম্য রাখতে এবং আর্থসামাজিক প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে এই নিয়ম বদল বলেই মনে করা হচ্ছে।

অরুণাচলে তিন বাহিনীর মহড়া

ইটানগর, ১৯ নভেম্বর : অরুণাচলপ্রদেশের চিন সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনার তিন বাহিনীর যুদ্ধের মহড়া শেষ হয়েছে। গত ৮ দিন ধরে এই মহড়া 'অপারেশন পূর্বী প্রহার' চলছিল। তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই এই মহড়া বলে জানিয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক।

সম্প্রতি পূর্ব লাদাখের সীমান্ত সমস্যা চিনের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে মিটেছে। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের নজর সিকিম এবং অরুণাচলপ্রদেশের দিকে। সেই লক্ষ্যে অপারেশন পূর্বী প্রহার প্রথম পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই মহড়ায় যোগ দেয় বায়ুসেনার বিভিন্ন যুদ্ধ বিমান, অ্যাডভান্সড লাইট হেলিকপ্টার 'রুদ্র', নজরদারি হেলিকপ্টার 'চিনুক', প্রচণ্ড হেলিকপ্টার এবং বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক ড্রোন। মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন আর্মি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি এবং এয়ার মার্শাল আইএস ওয়ালিয়া। প্রকৃত যুদ্ধ পরিস্থিতির মোকাবিলা কীভাবে করতে হয় তা হাতেকলমে শিখেছেন মহড়ায় উপস্থিত তিন বাহিনীর জওয়ানরা।

ধৃত চিনা নাগরিক

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : ১০০ কোটি টাকার সাইবার প্রতারণায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। ধৃতের নাম ফ্যাং শেনজিন। মঙ্গলবার পুলিশ জানিয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপে বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের টোপ দিয়ে প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শেনজিন। সম্প্রতি দিল্লি পুলিশের সাইবার অপরাধ পোর্টালে অভিযোগ জানিয়েছিলেন এক ব্যক্তি। তাঁর থেকে সাড়ে ৪৩ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এরপরই তদন্ত এগোতে থাকে এবং পুলিশের জালে ধরা পড়েন এই চিনা নাগরিক। অভিযোগকারীর বক্তব্য, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের জন্য অনলাইনে প্রশিক্ষণ নেন তিনি। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই প্রতারকেরা তাঁকে কিছু জায়গায় বিনিয়োগের কথা বলে। এরপর সেই টাকা একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চলে যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে।

তারাদের কথা

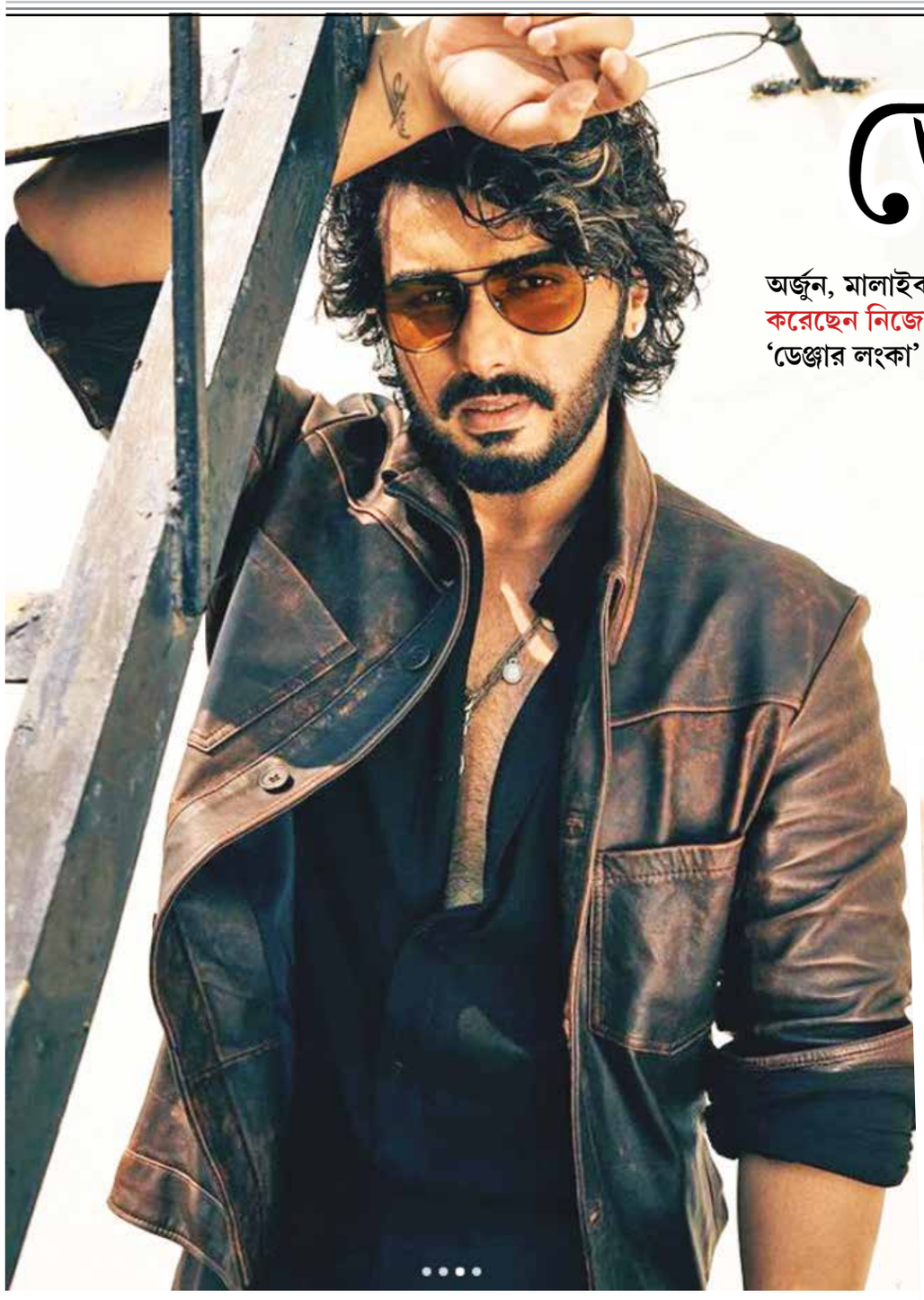

ডেঞ্জার অর্জুন

অর্জুন, মালাইকা। অসমবয়সি প্রেম। উথালপাতাল সম্পর্ক এখন থিতিয়ে। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেছেন নিজের লক্ষ্যে। 'সিংহম এগেইন'। খলনায়ক হয়েই করেছেন বাজিমাত। ষোলোআনা 'ডেঞ্জার লংকা'। চমৎকার এবং চমকদার। অর্জুন এবার কোন পথে? লিখছেন শবরী চক্রবর্তী

শেষ পর্যন্ত জিতলেন। নেপোকিড, মালাইকা অরোরার সঙ্গে অসমবয়সী প্রেমের রসালো আলোচনা-ছবি। নায়ক হিসেবেও তেমন সফল নন। অর্জুন কাপুরের পরিচয় এতকাল এমনতরো হলেও এবার তাতে বড় দাঁড়ি পড়ল বোধহয়! রোহিত শেট্টির সিংহম ফ্র্যাঞ্চাইজির তিন নম্বর ছবি সিংহম এগেইন-এ অর্জুন কাপুর হয়েছেন ডেঞ্জার লংকা। নাম থেকেই মালুম, তিনি কে? ঠিকই। তিনি ছবির ভিলেন। রামায়ণ সামনে রেখে নির্মিত এই ছবির নায়ক অজয় দেবগণ, তিনি বাজিরাও সিংহমের ভূমিকায়। তিনি রামের প্রতীক। এছাড়া করিনা কাপুর খান সীতা, টাইগার শ্রফ হনুমান, অক্ষয় কুমার (ক্যামেও) গরুড়—এভাবে চরিত্রগুলো সাজানো হয়েছে। অর্জুন হয়েছেন রাবণের প্রতীক, ডেঞ্জার লংকা।

নায়ক হিসেবে বেশ কিছু ছবি করেছেন অর্জুন। সেগুলোর 'ওপেনিং' খারাপ নয়, তবু নায়ক হিসেবে তিনি তেমন উচ্চতায় পৌঁছোতে পারছিলেন না। খলনায়ক অর্জুন কিন্তু বাজিমাত করেছেন। যেমনটা হয়েছিল ববি দেওলের ক্ষেত্রে। অর্জুনও পারলেন। সিংহম নিয়ে অপেক্ষা ছিলই। চেনা অ্যাকশন আর ভিএফএক্সের কারসাজির সঙ্গে আরও চমক যোগ করলেন রোহিত, ভিলেন বানালেন অর্জুনকে। তাঁর উলোঝুলো চুল, একেবারেই অ-নায়কসুলভ ভারী চেহারা-- বক্স অফিসে ঝড় তুলছে। রোহিতের দাবার চাল ছিলেন তিনিই, এতে কিস্তিমাত হয়েছে। ৩৩৬ কোটির বেশি টাকা রোজগার করে ফেলেছে সিংহম। অভিভূত অর্জুনও, যদিও চেষ্টা করে নিজেকে উদাসীন রাখছেন। এক সাক্ষাৎকারে

'চিমটি কেটে দেখছি, যা হচ্ছে, তা সত্যি কি না। সাফল্য খুব দেরিতে, মাঝে মাঝে আসে, তাই এর মূল্যটা আজ বুঝি। সিংহম এগেইন-এর পর আমার পুনর্জন্ম হয়েছে বলে মনে হয়।' - অর্জুন কাপুর

বলেছেন, 'রেহিত স্যার আমাকে বলেছিলেন, তোমার এই লুকটা আমার দরকার যাতে যেকোনও সময় তোমাকে নিয়ে আমরা শুট করতে পারি। সে সময় থেকেই নিজেকে চরিত্রের মতো করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রসেস শুরু করেছিলাম।'

অর্জুন সেই সময় শারীরিক, মানসিক, পেশার দিক দিয়ে খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তেমন ছবিও পাচ্ছিলেন না যে করবেন। তবে কখনও ভাবেননি এমন ছবি তাঁর হাতে আসবে। তবে ভিলেন হওয়ার প্রস্তাব পেয়ে তাঁর মনে হয়েছে, এই চরিত্র তাঁকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যাবে। ৫০ দিনের শিডিউল ছিল তাঁর। এ ক-দিন কারওর সঙ্গে সেভাবে কথা বলেননি, সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে শুটিং করেছেন। নিজের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ ছিল না, সন্দেহ ছিল, দর্শক তাঁকে এই চরিত্রে গ্রহণ করবে কিনা! এর সঙ্গে ছিল একটা ভয়। চরিত্র নিয়ে, দর্শকদের নিয়ে। থেরাপির সাহায্য নিয়ে নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছিলেন।

সিংহম-এর সাফল্য তাঁকে গোড়ায় অভিভূত করছিল। তিনি বলেছিলেন, 'চিমটি কেটে দেখছি, যা হচ্ছে, তা সত্যি কি না।' তবে সময় যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সামলেছেন। এখন তিনি বলছেন, 'আমি সাফল্য উযাপন করি না। টু-স্টেটস ১০০ কোটির ছবি ছিল, গুন্ডে ১৬ কোটি, কি অ্যান্ড কা ৭ কোটির ওপেনিং ছিল, কোনও কথাই বলিনি এই সাফল্য নিয়ে। তখন 'এ তো হবেই গোছের মনোভাব' ছিল আমার। আজ সাফল্য সেলিব্রেট করতে চাই। সাফল্য খুব দেরিতে, মাঝেমাঝে আসে, তাই এর মূল্যটা আজ বুঝি। সিংহম এগেইন-এর পর আমার পুনর্জন্ম হয়েছে বলে মনে হয়।'

ছবি সম্পর্কে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দিলেও দর্শক তাঁর 'রাবণ'-কে গ্রহণ করেছে। ইন্ডাস্ট্রির অন্যরাও অর্জুনের প্রশংসা করছেন। তার মধ্যে সহ অভিনেতা অজয় দেবগণ আছেন। তিনি বলেছেন, 'অর্জুন এতদিনে ওর প্রাপ্য পেল'। ঠিক তেমনি রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট, বরুণ ধাওয়ান, ভিকি কৌশল তাঁর কাজের প্রশংসা করছেন। অর্জুনের মতে, সবার প্রশংসা এবং ইতিবাচক শক্তির মিশেলেই তাঁর 'ডেঞ্জার লংকা' হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

১১ ক্লাসে পড়ার সময় অর্জুন পড়াশোনা ছেড়ে দেন। চেয়েছিলেন বি-টাউনে যোগ দিতে। তারপর ইশকজাদে এল। ছবি মুক্তির ৪৫ দিন আগে মা মোনা কাপুরের মৃত্যু হয়। ট্রমার মধ্যে ছিলেন অর্জুন। দর্শকের হাততালি, সিটি কানে গিয়েছে, কিন্তু কিছু শুনতে পাননি। তারপর অভিনয় করেছেন অভিনয়কে ভালো না বেসেই। সিংহম-এর সময়েও এই বোধ কাজ করেছিল। এবারও কি অভিনয়কে ভালোবাসতে পারবেন না? এখনও তাঁর আর ছবির ভিতরের সেই দূরত্বটাই থেকে যাবে? কিন্তু সিংহম তাঁকে সিনেমার অন্তরালে টেনেছে।

এবার মনে হয়, তিনি সিনেমাকে, অভিনয়কে ভালোবাসতে পারছেন।

একনজরে সেরা

সবরমতী ট্যাক্স ফ্রি

মধ্যপ্রদেশ সরকার দ্য সবরমতী রিপোর্ট ছবিকে ট্যাক্স ফ্রি ঘোষণা করল। এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব এই ঘোষণা করে বলেন, ছবিটি ভারতের ইতিহাসের এক তাৎপর্য্যপূর্ণ এবং মর্মান্তিক ঘটনার সত্যতা তুলে ধরেছে। যাতে বেশিসংখ্যক মানুষ এই ছবি দেখতে পারে, তাই এই সিদ্ধান্ত।

অজয়ের পুরোনো ছবি

অজয় দেবগন অভিনীত ও অনিস বাজমি পরিচালিত ছবি নাম মুক্তি পাচ্ছে চলতি বছর ২২ নভেম্বর। শনিবার ছবির নাম এবং পোস্টার প্রকাশ করলেন নির্মাতারা। ছবির নায়িকা ভূমিকা চাওলা ও সমীরা রেড্ডি। ২০১৪ সালে ছবির শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সঠিক পরিবেশকের অভাবে তার মুক্তিতে এত দেরি হল।

ব্যর্থতা নিয়ে শাহরুখ

দুবাইয়ের গ্লোবাল ফ্রেইট সামিটে শাহরুখ নিজের কেরিয়ারের খারাপ সময় প্রসঙ্গে বলেছেন, বাথরুমে কেঁদেছি... এটা বিশ্বাস করতে হবে, খারাপ সময়ে পৃথিবী তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে না। জীবন নিজের নিয়মে চলে। জীবনকে দোষ না দিয়ে দেখো কী ভুল করেছ, তা সংশোধন করে এগোও।

শতবর্ষে সলিল

সলিল চৌধুরীর জন্মশতবর্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কন্যা অন্তরা চৌধুরী বলেছেন, বাবার গান সংরক্ষণের জন্যই আমার জন্ম, ছোটদের গান গাওয়ার জন্য নয়। সলিল চৌধুরী বার্থ সেন্টিনারি সোসাইটি তৈরি করেছি। পরের প্রজন্মও যাতে বাবাকে পায় তার জন্য আগামী ১০ বছরের মধ্যে বাবাকে নিয়ে মিউজিয়াম করব, সেখানে বাবার ব্যবহৃত জিনিষ থাকবে।

মাধুরীর দুই পুত্র

মাধুরী দীক্ষিত ও ডাঃ শ্রীরাম নেনের দুই পুত্র অরিন ও রায়ান মায়ের ছবি দেখে না। কিন্তু ভুল ভুলাইয়া ৩ দেখেছে। মাধুরী বলেছেন, আমেরিকায় বন্ধুদের সঙ্গে ওরা এই ছবি দেখেছে। ছবিতে ভূত-এর সাজে মায়ের পারফরমেন্স দেখে তাদের প্রতিক্রিয়া 'ভেরি গুড ভূত'। এ কথা শুনে মাধুরী বিস্মিত এবং অভিভূত।

ইমরানের কথা ভরত জানতেন?

ইমরান খানকে মেনে নিয়েছিলেন ভরত দেববর্মা? এই প্রশ্নটা কিন্তু কোটি টাকার প্রশ্ন। রাজপরিবারের অভিজাত রীতি মেনে প্রকাশ্যে একটা কথাও বলেননি। কিন্তু আজ থেকে দু'দশক আগে মুনমুন যখন তাঁর 'ভালো বন্ধু'র সঙ্গে সময় কাটানো নিয়ে বিভোর, তখন কিন্তু মুনমুনের স্বামী এই কলকাতাতেই ছিলেন।

যদিও মুনমুন কংবা ইমরান প্রকাশ্যে কেউই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে একটা কথাও বলেননি। কেউ কোথাও কোনও সিলমোহর দেননি।

তাঁরা শুধু বলেছেন যে, তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছাড়া আর কিছুই নেই।

সেসময় কান পাতলে অনেক কিছুই শোনা যাচ্ছিল। ভরত নাকি মুনমুনের সঙ্গে এক ফ্ল্যাটে থাকেন না। এমনকি ভরত নিজে একটা সময় নাকি মুম্বইয়ে চলে যাওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। মাঝে মাঝেই গিয়ে সেখানে থাকতেন। যদিও কখনও তাঁদের সেপারেশনের বিষয়ে কিছুই শোনা যায়নি।

তবে মুনমুনের দুই মেয়ে রিয়া এবং রাইমার সঙ্গে যে প্রাক্তন পাকিস্তান ক্রিকেট অধিনায়কের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো ছিল, রিয়ার পোস্ট করা একটি ছবিই তার প্রমাণ। মুনমুন সেনের বাড়িতে সোফায় পাশাপাশি মুনমুন এবং ইমরান বসে আছেন। তাঁদের মাঝখানে বসে আছেন ছোট্ট রাইমা এবং ইমরানের কোলে বসে আছেন ছোট্ট রিয়া।

ইমরান খানকে যখন হত্যার চক্রান্ত হয়, তখন মুনমুন এবং তাঁর দুই কন্যাই তীব্রভাবে গর্জে উঠেছিলেন। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মুনমুনের স্বামী ভরতকে এ বিষয়ে একটি শব্দও খরচ করতে দেখা যায়নি।

যে ছবির প্রশংসায় মোদি, শা

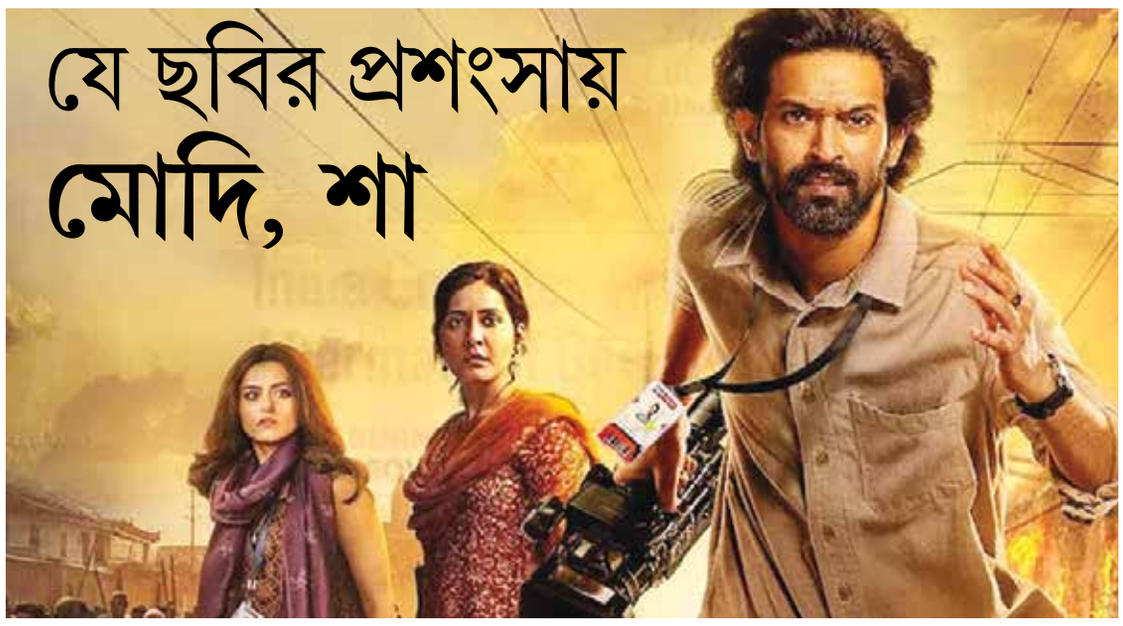

'দ্য সবরমতী রিপোর্ট।' গোধরা কাণ্ডের আসল কারণ নাকি তুলে ধরেছে এই ছবি! অন্তত দাবি তেমনটাই। সাংবাদিকদের চোখ দিয়ে দেখা চিত্রনাট্য দেখলেন 'তারাদের কথা'র সাংবাদিক শবরী।

দুর্ঘটনা? কোনও বিশেষ ষড়যন্ত্রের ফল? প্রশ্ন অনেক। এই ঘটনা অথবা দুর্ঘটনা নিয়ে বেশ কিছু ছবি হয়েছে, তকমা জুটেছে-- প্রপাগান্ডা ফিল্ম, পক্ষপাতদুষ্ট ছবি। অনেকটা এই দিক ধরেই সবরমতী ট্রেনের জ্বলে যাওয়া এবং তার পিছনে আর কোনও কারণ আছে কিনা, তার খোঁজেই একতা কাপুরের ছবি, 'দ্য সবরমতী রিপোর্ট'।

ছবির ট্রেলারে স্পষ্ট হয়েছিল, চেনা অ্যাঙ্গেল নয়, অন্যদিক দিয়ে ঘটনাটি দেখতে চেয়েছেন নির্মাতারা। সে অ্যাঙ্গেল সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। এই পেশার মানুষজনই ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছিলেন মানুষের কাছে। ছবির প্রধান অভিনেতারা অর্থাৎ বিক্রান্ত মাসে, রাশি খান্না, রিধি ডোগরা সবাই সাংবাদিক। বিক্রান্ত সত্যি তুলে ধরতে ন্যায়ের পথে যেতে চান। রিধি ইংরেজিয়ানায় ডুবে, তাঁর পদ্ধতিতে এই অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা যে চেহারা নেয়, তাতে বাস্তবতা নেই। বিক্রান্ত এর বিরোধিতা করেন। এরপর তাঁর দেখা হয় রাশি খান্নার সঙ্গে। শুরু হয় সত্যি খোঁজার সফর।

ট্রেলারে বলা হয়েছিল, সবরমতীর আগুনে পুড়ে যাওয়ার আসল কারণ উঠে আসছে ছবিতে। ছবির প্রচার শুরু হয়েছিল এভাবেই। বিক্রান্ত গোধরা-র অকুস্থল ঘুরে এসে বলেছেন, মুসলিমরা এ দেশে খারাপ নেই। আগে সম্ভবত তিনি মুসলিমদের হয়ে কথা বলেছিলেন, তাই ধর্মনিরপেক্ষ আখ্যা পেয়েছিলেন। এখন তিনি বিজেপি-র বন্ধু বলে চিহ্নিত হচ্ছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর ৯ মাসের ছেলেকেও হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'আমি এবং আমার বাবা ভিন্ন ধর্মে বিয়ে করেছি, আমার ভাই অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে, আমরা এখনও ধর্মনিরপেক্ষ। আগেও তাই ছিলাম। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়। আগের মতো করে আর ভাবি না। পরেও হয়তো বদলে যাবে। এটাই হয়।' এই 'হুমকি' সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে

তিনি বলেছেন, '২০০২-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি কী হয়ছিল তা জগৎ-সংসার জানে। কিন্তু তার ঠিক আগের দিন ২৭ ফেব্রুয়ারিও একটা ঘটনা ঘটেছিল, তাতে ৫৯ জন করসেবক আগুনে পুড়ে মারা যায়। তাদের কথা কেউ মনে রাখেনি। সবরমতীর আগুন নিয়ে অনেক রুটি সেঁকা হয়েছে, কিন্তু ওই ৫৯ জনের মধ্যে ৩ জনের নামও আমরা জানি না। সবথেকে দুর্ভাগ্য এটাই।'

ছবির প্রস্তাব পেয়ে একটু দ্বিধায় পড়েছিলেন। এমন ছবি করা ঠিক হবে কিনা, সেটাই ভেবেছিলেন। বিক্রান্তের বক্তব্য, 'ভেবেছিলাম কোনও ধর্ম, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে হবে এই ছবি। চিত্রনাট্য পড়ে দেখলাম, তা নয়। এই ছবি সত্যিটা তুলে আনছে। ঘটনাটা আমাদের দেশে ৯/১১-র মতো। এরপর দেশে বিদেশে অনেক আলোচনা হয়, রাজনৈতিক পটভূমি বদলায়, কিন্তু কেউ এর জেনেসিস মানে আসল সত্যিটা জানতে চায়নি। এই ছবিতে সেটা আছে।'

বিশেষত্ব আছে রিধি ডোগরার চরিত্রেও। তিনি এখানে অভিজ্ঞ সাংবাদিক। তাঁর চরিত্র বাস্তবে নেওয়া একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারকে নতুন করে নিয়ে আসছে পর্দায়। গোধরা কাণ্ডের পর তখনকার আমেরিকার অ্যাম্বাসাডর রবার্ট ব্ল্যাকউইলের একটি সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন প্রবীণ সাংবাদিক প্রণয় রায়। প্রণয় এই ঘটনার পিছনে কাদের হাত ছিল, সেদিকে আলো ফেলেছিলেন। সাক্ষাৎকারটি ছিল গভীর এবং তথ্যে ভরপুর। এই সাক্ষাৎকারকেই রিক্রিয়েট করা হয়েছে দ্য সবরমতী রিপোর্ট ছবিতে। ফলে ঘটনা-সম্পর্কিত অনেক তথ্য উঠে এসেছে ছবিতে।

ছবির প্রযোজক একতাও বলেছেন, ছবিতে মূল ঘটনা তুলে আনা হয়েছে। পরিচালক ধীরাজ সরনা। উল্লেখ্য, রাজনীতিতে গোধরা কাণ্ড বারবার এসেছে। এবার সেই আগুন পর্দায়।

১৫ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে দ্য সবরমতী রিপোর্ট। দর্শকদের প্রতিক্রিয়া মিশ্র। বক্স অফিসে পেয়েছে সাফল্যও।

"শত চেষ্টা করেও সত্যকে কখনও অন্ধকারে চাপা দিয়ে রাখা যায় না। 'দ্য সবরমতী রিপোর্ট' সাহসিকতার সঙ্গে একটা তৈরি হওয়া ধারণাকে ভাঙতে পেরেছে। এই ছবির মাধ্যমে বহু সত্য প্রকাশ্যে আনা হয়েছে।
অমিত শা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

"ভালো লাগছে এই ভেবে যে, অবশেষে সত্য প্রকাশ্যে আসছে। সাধারণ মানুষ যাতে সত্যিটা জানতে পারেন, সেই ভাবেই ছবিটা তুলে ধরা হয়েছে। ঘটনার ভুল ব্যাখ্যা নয়, সবশেষে সত্য প্রকাশ্যে আসে।
নরেন্দ্র মোদি, প্রধানমন্ত্রী

চলে গেলেন সুচিত্রা সেনের জামাতা

চলে গেলেন সুচিত্রা সেনের জামাতা এবং মুনমুন সেনের স্বামী ভরত দেব বর্মা। । মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়িতেই আচমকা হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। শরীরে অস্বস্তি বোধ করায় দ্রুত খবর যায় ঢাকুরিয়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে। কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স আসার আগেই মৃত্যু হয় ৮৩ বছরের ভরতের। মুনমুনের সঙ্গে তাঁর দাম্পত্যের বয়স ৪৬ বছর।

১৯৭৮ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিয়ে হয় মুনমুন ও ভরতের। এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, 'আমাদের প্রথম দেখা একটা বিয়ে বাড়িতে। আমার এক বান্ধবী নাসরিন আলিকে (মিস ক্যালকাটা) ডেট করতে এসেছিল আমার বর্তমান স্বামী।' ঘটনাক্রমে ওইদিন মুনমুনকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন ভরত। মুনমুনের কথায়, 'দেখেই মনে হয়েছিল, বাহ! ছেলেটি খুব ভালো...পুরো ম্যারেজ মেটেরিয়াল'।

ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ছেলে ছিলেন ভরত দেব বর্মা। তাঁর মা ইলা দেবী ছিলেন কোচবিহারের রাজকুমারী, যাঁর ছোট বোন গায়ত্রী দেবী জয়পুরের মহারানি। ১৯৪১ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর জন্ম হয় ইলা দেবী ও ত্রিপুরার মহারাজা রমেন্দ্রকিশোর দেব বর্মরি ছেলে ভরতের।

বাবার সঙ্গে দুই মেয়ে রাইমা ও রিয়ার সম্পর্ক খুবই ভালো। মৃত্যুর সময়ে ভরতের পাশে ছিলেন রিয়া। মুনমুন দিল্লিতে, রাইমা জয়পুরে।

ভরতের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খবর পেয়েই মুনমুনের বাড়িতে যান তিনি। তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ মুনমুনের সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক তাঁর।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মুনমুন দিল্লিতে, রাইমাও দিল্লিতে। এখানে রিয়া আছে। ওদের বন্ধুরা আছে। আমার সঙ্গে মুনমুনের কথা হয়েছে। ও বেচারা জানতো না। হয়ত প্রেসের মাধ্যমেই খবরটা পেয়েছে। ভরত আমাকে খুব ভালোবাসতো। এটা বিরাট ক্ষতি, হঠাৎ করেই মারা গেছে। আমি নিজের একজন শুভাকাঙ্খী, একজন আত্মীয়কে হারালাম।'

রাসমেলার টুকিটাকি

বাঘ-হাতি

দীর্ঘদিন বাদে রাসমেলায় ফের বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া দেখে খুশি মেলায় আসা কচিকাঁচারা। এত কাছ থেকে সেগুলো দেখে তারা যেন সেখান থেকে নড়তেই চাইছে না। অনেকে আবার ভয়ে ভয়ে সেগুলোর গায়ে হাত লাগিয়েও দেখছে। তবে এই বাঘ-সিংহ কিন্তু আসল নয়। চিনির সিরা দিয়ে ছাঁচে তৈরি একপ্রকার মিষ্টি। রাসমেলায় মদনমোহন ঠাকুরবাড়ির প্রবেশদ্বারের বাঁদিকেই এক দোকানি পসরা সাজিয়ে বসেছেন এসব বাঘ-সিংহ-হাতির। এক কেজির দাম দুশো টাকা।

সকলের জন্য

রাসমেলা উপলক্ষ্যে লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল এবং লায়ন্স ক্লাব অফ কোচবিহারের উদ্যোগে শুরু হল 'সকলের জন্য আহার' প্রকল্প। মেলায় ঘুরতে আসা ভক্তবৃন্দ থেকে শুরু করে ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই বিনামূল্যে সেখান থেকে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। রাসমেলার সার্কাস মাঠের কাছে এই আয়োজন করা হয়েছে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে মেলার ক'দিন বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সেখানে রুটি, সবজি, আচার দেওয়া হবে।

জলসত্র

রাসমেলায় ঘুরতে ঘুরতে অনেকেই ক্লান্ত হয়ে যান। তাঁদের জন্য জলের ব্যবস্থা করেছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড। মদনমোহন মন্দিরের ভিতরেই ওই জলসত্র খোলা হয়েছে। সেখানে কর্মীদের তরফে নিয়মিত পানীয় জলের ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। দর্শনার্থীরা ঘোরার ফাঁকে সেখানে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন।

আজকের অনুষ্ঠান

বুধবার মদনমোহনবাড়ির সাংস্কৃতিক মঞ্চে ভাগবত পাঠের পাশাপাশি পদাবলি কীর্তন ও ভাওয়াইয়া সংগীত পরিবেশিত হবে। অপরদিকে, রাসমেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চে সাহিত্য আলোচনা ছাড়াও নাচ, গান, ক্যারাটের প্রদর্শন এবং কলকাতার বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ঋক বসুর অনুষ্ঠান রয়েছে।

ছয় দফা দাবি

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : পড়ুয়াদের জন্য বাসে অর্ধেক ভাড়া, কলেজগুলিতে সুষ্ঠু এবং স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে কলেজে নির্বাচন, সহ মোট ছয় দফা দাবিতে সদর মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র পরিষদ। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ছাত্র পরিষদ কমিটির সভাপতি প্রিয়াংকা চৌধুরী, কোচবিহার জেলা ছাত্র পরিষদ কমিটির সভাপতি শিবাঙ্কর সরকার।

অনুরোধ

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : রাসমেলায় ফুটপাথের উপর গ্যাস ও স্টোভ নিয়ে বসা বিভিন্ন খাবারের দোকানদারদের সেখান থেকে দোকান সরিয়ে নিয়ে যাবার অনুরোধ করল জেলা ব্যবসায়ী সমিতি। কর্মকর্তারা এদিন মেলায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসায়ীদের এই অনুরোধ করেন। সুরজ ঘোষ ব্যবসায়ীদের বলেন, 'যদি দোকান দিতে হয় তাহলে বাইরে থেকে খাবার তৈরি করে আনতে হবে। বিনা অনুমতিতে আগুন জ্বালিয়ে ফুটপাথে রান্না করা যাবে।'

সমবায় সপ্তাহ

দিনহাটা, ১৯ নভেম্বর : দিনহাটা শহরের এক নম্বর ব্লক বিডিও অফিসে পালিত হল সমবায় সপ্তাহ। মহকুমার ৩৫টি সমবায় সমিতি সেখানে উপস্থিত ছিল বলে জানা যায়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল ম্যানেজার নলেশ্বর নাজারি, ডিআরসিএস সুধীর দত্ত, গোবিন্দ চক্রবর্তী সহ অনেকেই।

মাদক নষ্ট

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : কোচবিহার জেলা পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা মাদকদ্রব্য নষ্ট করা হল। সোমবার পুলিশের তরফে ৪৩টি মামলায় বাজেয়াপ্ত করা ৩৫ হাজার ৬৮৩ বোতল অবৈধ কাফ সিরাপ ও প্রায় দেড় হাজার কেজি গাঁজা। শিলিগুড়ির একটি সংস্থায় নিয়ে গিয়ে সেগুলি নষ্ট করা হয়েছে।

স্টল উদ্বোধন

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার রাসমেলায় বিজেপির টিচার্স সেলের উদ্যোগে বুক স্টলের উদ্বোধন হল। দলীয় নেতৃত্বর পাশাপাশি অনেক কর্মীকেই সেখান থেকে বই সংগ্রহ করতে দেখা যায়।

রাসমেলায় গৃহস্থালি সামগ্রীর স্টলে ঘুমন্ত শিশু কোলে এক দম্পতি। মঙ্গলবার। অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

আমিমদের মেলা আবিষ্কার

ওঁদের কারও বাড়ি কাশ্মীরে, আবার কারও উত্তরপ্রদেশ। কেউ আসেন মুর্শিদাবাদ থেকে, আবার কেউ বিহার। প্রতি বছর তাঁরা এসে জড়ো হন রাসমেলায়। শুধু ব্যবসাই নয়, মনের টানে তাঁরা বারবার ফিরে আসেন মদনমোহনের দোরগোড়ায়, আলোকপাত করলেন **শিবশংকর সূত্রধর**

টমটমে ৪৫ বছর

মহম্মদ আমিম, টমটম *বিক্রেতা, বিহার*

আমার যখন ১০ বছর বয়স তখন বাবা মহম্মদ কলিফের সঙ্গে রাসমেলায় আসতাম। বাবা যখন টমটম গাড়ি বানাতেন আমি বসে বসে দেখতাম। টুকটাক সহযোগিতা করতাম। এখন আমার বয়স ৫৫ বছর। অর্থাৎ ৪৫ বছর ধরে রাসমেলায় টমটম নিয়ে আসছি। আমরা সারাবছর দেশের বিভিন্ন জায়গার মেলায় টমটম বিক্রি করি। কিন্তু কোচবিহারের মানুষের কাছে এই টমটম নিয়ে আলাদা একটি আবেগ দেখেছি। যা অন্য কোথাও দেখা যায় না। এখানে টমটমকে শুধু খেলনা হিসেবে নয়, মেলার ঐতিহ্য হিসেবেও দেখা হয়। এমন অনেক মানুষ রয়েছেন তাঁদের বাড়িতে হয়তো ছোট বাচ্চা নেই, তবুও টমটম গাড়ি কিনে বাড়িতে সাজিয়ে রাখেন। রাসমেলায় আমরা ৩০ জনের মতো আসি। সবমিলিয়ে কমবেশি ২০ হাজার টমটম গাড়ি বিক্রি হয়।

ভিআইপির হাত

ইরফান খান, *শাল বিক্রেতা, কাশ্মীর*

আমি ২২ বছর ধরে রাসমেলায় আসছি। তার আগে আমার আগের প্রজন্মের মানুষরা আসতেন। কাশ্মীরের শাল গোটা পৃথিবীতেই জনপ্রিয়। রাসমেলাতেও ভালো চাহিদা থাকে। সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক ভিআইপিও আমাদের কাছে এসে শাল কিনে নিয়ে যান। এখানে এসে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আলাপ হয়। এরকম অনেকেই রয়েছেন যাঁদের সঙ্গে এখন বেশ ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। ব্যবসা তো রয়েছেই, সেইসঙ্গে নানা ধরনের মানুষজনের সঙ্গে মিশে কীভাবে যে মেলা শেষ হয়ে যায় বুঝতেই পারি না। মূলত দুপুরের পর থেকেই আমাদের ব্যবসা শুরু হয়। সকালের দিকটায় আশপাশের ব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজবে সময় কাটে।

রাসচক্র ঘুরিয়ে

ওয়াসি শেখ, *কার্পেট বিক্রেতা, উত্তরপ্রদেশ*

বাবা ৩০ বছর রাসমেলায় ব্যবসা করছেন। তারপর আমি ১১ বছর ধরে এখানে কার্পেটের ব্যবসা করছি। প্রথম দিকে বাংলা ভাষা না জানায় সমস্যা হত। এখন এখানকার মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বাংলা ভাষা কিছুটা আয়ত্তে এনেছি। প্রথমবার এখানে এসে রাসচক্র দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক মেলায় ঘুরেছি। কিন্তু আগে এরকম কোনও জিনিস আমার নজরে পড়েনি। আমি নিজেও রাসচক্র ঘুরিয়েছিলাম। রাসমেলা নিয়ে অনেক স্মৃতিই মনে পড়ে। একবার মেলার মাঠে আমার মানিব্যাগ হারিয়ে গিয়েছিল। একজন পুলিশকে বিষয়টি জানাই। তাঁরা মাইকিং করে সেটি খুঁজে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটা ফিরে পাওয়ার পর এখানকার পুলিশদের উপর ভরসা বেড়েছে।

কৃষ্ণ সংক্রান্ত

নুর ইসলাম আজাদ, *বই বিক্রেতা, দেওয়ানহাট*

বই বিক্রি করা আমাদের পারিবারিক ব্যবসা। আগে বাবা রাসমেলায় দোকান দিতেন। ১৯৮৫ সাল থেকে আমি দিচ্ছি। আমি মূলত বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ সহ অন্যান্য বই বিক্রি করি। সব জায়গায় শোনা যায় বইয়ের বিক্রি তুলনামূলক কমেছে। এটা সত্যি কথা। তবে এখনও যে মানুষ বই থেকে একেবারে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন তা কিন্তু নয়। ধর্মগ্রন্থগুলি মোটামুটি ভালোই বিক্রি হয়। মেলায় যত দিন যাবে তত ভিড় বাড়বে। তখন আরও বেশি বিক্রি হবে। মদনমোহনকে কেন্দ্র করে এই রাসমেলা। তাই বহু মানুষ কৃষ্ণ সংক্রান্ত বইপত্রের খোঁজ করেন। সেগুলি এখানে পাওয়া যায়।

রাজা আর নবাব

মেম্বার বিশ্বাস, *কাঁসার সামগ্রী বিক্রেতা, মুর্শিদাবাদ*

কোচবিহারের মদনমোহনের টানে প্রতিবছরই এই মেলায় আসি। প্রথমবার যেবার মেলায় এলাম তখন মেলার এত বৈচিত্র্য দেখে অবাক হই। দেশের অনেক মেলা দেখেছি। তবে এত ধরনের সামগ্রী একটি মেলাতে পাওয়া যায় এরকমটা খুব একটা দেখিনি। প্রথমবার মেলা দেখে এতটা ভালো লেগেছিল যে, পরেরবার পরিবারের সদস্যদেরও মেলায় নিয়ে এসেছিলাম। আমরা প্রায় সারা বছরই কোথাও না কোথাও মেলায় ঘুরে বেড়াই। আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ। সেটি নবাবের জায়গা। আবার কোচবিহার রাজার শহর। এখানে এসে ব্যবসা শেষ হলে প্রতিবারই শহরটা ঘুরে দেখি। রাজবাড়ি আমার খুব পছন্দের জায়গা।

রাস সংস্কৃতি বহন ভবিষ্যৎ প্রজন্মেও

আমরা চেষ্টায় থাকি রাজ আমলের ঐতিহ্যগুলি যাতে কখনোই বিঘ্নিত না হয়। সকলের সহযোগিতায় মহারাজাদের ঐতিহ্যগুলি আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ধরে রাখব। তারা আবার আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবে। এভাবেই কোচবিহারের ইতিহাস, মদনমোহনের ইতিহাস প্রজন্মের পর প্রজন্ম মহাকালের সময়ের স্রোতে বয়ে যাবে, আলোকপাত করলেন **কৃষ্ণগোপাল ধাড়া**, সচিব, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড।

চাকরিজীবনে সরকারি অনেক দায়িত্ব পালন করেছি। তবে কোচবিহারে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিবের যে দায়িত্ব পেয়েছি তা সারাজীবন মনে থাকবে। রাস উৎসব তথা রাসমেলা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়। ধর্মের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এই উৎসব এখন সর্বজনীন। সব ধর্মের মানুষ এখানে আসেন। মদনমোহনের আশীর্বাদ নেন। রাজ আমলে যে নিয়মগুলি পালন করা হত এখনও ঠিক সেই নিয়মেই রাস উৎসব হয়। সেই নিয়মগুলি যাতে ঠিকঠাক মানা হয় সেজন্য আমরা সবসময় সচেষ্ট থাকি। এখানকার কর্মীরাও যথেষ্ট পরিশ্রমী। পুরোহিতরাও অনেক দক্ষ।

গতবার রাস উৎসব উদ্বোধনের তিনদিন পর আমি সচিবের দায়িত্ব পেয়েছিলাম। এরকম বড় অনুষ্ঠানে সাধারণত এক-দেড় মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি নেওয়া হয়। তাই গতবার সেই প্রস্তুতির চাপ সামলাতে হয়নি। সেই হিসেবে এবারই প্রথম আগাগোড়া প্রতিটা বিষয়ই সামলাতে হচ্ছে। দুর্গাপুজোর আগে থেকেই আমরা রাস উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। দর্শনার্থীরা যাতে শৃঙ্খলাপরায়ণভাবে মন্দিরে প্রবেশ করে রাসচক্র ঘোরাতে পারেন ও মদনমোহনের আশীর্বাদ নিতে পারেন সেদিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে।

রাজ আমল থেকেই এখানে রাস উৎসবের সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। এখনও আমরা সেই ধারা বজায় রেখেছি। মদনমোহন বাড়ির ভিতরেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। হারিয়ে যেতে বসা যাত্রা দেখতে বহু মানুষের ভিড় হয়।

মদনমোহনের সঙ্গে কোচবিহারের মানুষের আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। সেই আবেগকে আমি সম্মান করি। সেজন্য এরকম একটি উৎসবের আয়োজনের দায়িত্ব পাওয়ায় নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। আমি অবিভক্ত মেদিনীপুরের ভগবানপুরে বড় হয়েছি। সেখানে ভীম একাদশীর মেলা হত। ছোটবেলায় সেই মেলায় অনেক গিয়েছি। এখন কর্মসূত্রে রাসমেলা ঘুরছি। এখানে কাজ করতে করতে কোচবিহারের ইতিহাস নিয়েও আগ্রহী হয়ে পড়ছি। প্রতিদিনই নতুন নতুন নানা তথ্য জানতে পারছি।

দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সব সময়ই চেষ্টায় থাকে রাজ আমলের ঐতিহ্যগুলি যাতে কখনোই বিঘ্নিত না হয়। সকলের সহযোগিতায় মহারাজাদের ঐতিহ্যগুলি আমরা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ধরে রাখব। তারা আবার আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবে। এভাবেই কোচবিহারের ইতিহাস, মদনমোহনের ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রকাশ পাবে।

অনুলিখন : শিবশংকর সূত্রধর

ভয় ভাঙিয়ে শিশুর সঙ্গে স্মৃতির ছবি। মঙ্গলবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

লক্ষ্য একটাই

- কোচবিহারের রাস উৎসব ধর্মের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এখন সর্বজনীন
- রাজ আমলে যে নিয়মগুলি পালন করা হত এখনও সেই নিয়মেই রাস উৎসব হয়
- মদনমোহনবাড়ির কর্মীরা যেমন পরিশ্রমী, পুরোহিতরাও তেমনি খুবই দক্ষ
- লক্ষ্য থাকে দর্শনার্থীরা যাতে রাসচক্র ঘোরাতে পারেন ও মদনমোহনের আশীর্বাদ নিতে পারেন

নজর কাড়ছে বইয়ের স্টল

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : রাসমেলায় এবার সাংস্কৃতিক মঞ্চে কবিতা পাঠ, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনাও উপভোগ করতে পারবেন সকলে। এই প্রথম মেলার মঞ্চে সাহিত্যের অনুষ্ঠানের জন্যও সময় বরাদ্দ হয়েছে। এছাড়াও মেলায় বইয়ের দোকান থাকায় ঘোরার ফাঁকে দর্শনার্থীরা বইও সংগ্রহ করতে পারবেন। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'আমরা প্রথম দিন থেকেই সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়ে এক ঘণ্টা সময় রেখেছি। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগেও বইপত্রের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। এটা খুব ভালো লক্ষণ।'

পুরসভার এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিশিষ্ট লেখক তথা প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি। তাঁর কথা, 'মেলার কয়েকদিন সাংস্কৃতিক মঞ্চে কবিতা পাঠ এবং সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা এবারই প্রথম। তাছাড়া মেলায় বইয়ের দোকানও বসেছে। সবমিলিয়ে রাসমেলায় যেন নতুন পালক যুক্ত হল। এতে বইপ্রেমী মানুষরা আরও উৎসাহিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।' বিশিষ্ট কবি তথা শিক্ষক সুবীর সরকারের কথা, 'এবারই প্রথম রাসমেলায় কবি, সাহিত্যিকদের জন্য সময় দেওয়া হয়েছে।'

এবারের মেলায় ইংরেজি এবং বাংলার বইয়ের দোকান বসেছে। কোচবিহার ক্লাবের মাঠে একটি বইয়ের দোকান রয়েছে। এছাড়াও আনন্দময়ী ধর্মশালা সংলগ্ন এলাকায় ধর্মীয় গ্রন্থের দোকান রয়েছে। এবছরই প্রথমবার বিহার থেকে রাসমেলায় বইয়ের দোকান নিয়ে এসেছেন মণীশ গোস্বামী। তিনি জানালেন, 'প্রথমবার রাসমেলায় আসা। ক্রেতাদের থেকে সাড়াও মিলছে।'

মেলায় প্রতিবারই ধর্মগ্রন্থের দোকান দেন নুর ইসলাম আজাদ। তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই জানা গেল, দীর্ঘবছর থেকে এই মেলায় তিনি পঞ্জিকা, ধর্মগ্রন্থ বিক্রি করেন। তিনি বললেন, 'ধর্মগ্রন্থ ছাড়াও ভূতের বই থেকে শুরু করে জেনারেল নলেজ এবং রবীন্দ্র, শরৎ, বঙ্কিম রচনাবলীও পাওয়া যাচ্ছে।'

আহারে-বিহারে জমজমাট মেলা

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : রাসমেলার চতুর্থ দিন। এর মধ্যেই জমজমাট হয়ে উঠেছে মেলা। মেলায় ঘুরতে এসে খেজুরের গুড়ের পায়েসের সঙ্গে পাটিসাপটার স্বাদ উপভোগ করছিলেন কয়েকজন তরুণী। কেউ আবার চায়ের সঙ্গে পকোড়া বা অন্য তেলেভাজা! খাবার চেখে দেখে খুশি ভোজনরসিকরাও। সরকারি সহযোগিতাকে সঙ্গী করে নিজেদের তৈরি খাদ্যসামগ্রী বিক্রি করে আয়ের মুখ দেখছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

শুধু কি খাবার জিনিস! কোচবিহারের রাস উৎসবে প্রতিবারের মতো এবারেও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা আচার, পাটের ব্যাগ, মুড়ি, মুড়কি, চপ, পিঠের দোকান দিয়েছেন। আনন্দধারা প্রকল্প ও জেলা গ্রামোন্নয়ন সেলের তরফে স্টেডিয়ামের ভেতরে এবং আনন্দময়ী ধর্মশালার মাঠে তাঁদের জন্য স্টল তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে নিজেদের তৈরি সামগ্রী বিক্রির জন্য স্টল ভাড়া তো লাগছেই না, বরং বিক্রিও ভালো হওয়ায় খুশি মহিলারাও।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর একটি স্টলে পিঠে ভাজতে ব্যস্ত স্বপ্না চন্দ। ক্রেতা সামলাবার ফাঁকেই তিনি বললেন, 'পিঠে বিক্রি করতে অনেকেই দোকানে ভিড় করছেন। মেলা শুরুর দিকে হলেও ব্যবসা ভালোই হচ্ছে।'

বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত জেলা শাসক সৌমেন দত্তের বক্তব্য, 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি সামগ্রী সকলের কাছে পৌঁছে দিতে এই উদ্যোগ। মেলাকে কেন্দ্র করে নিজেদের তৈরি জিনিস বিক্রি করে তাঁরাও আয়ের মুখ দেখছেন।'

কেউ আবার শীতলপাটি, চিড়ে, মুড়ি, খই, আচার, চানাচুর, চালের গুঁড়ো, ডালের বড়ির পাশাপাশি পাটের ব্যাগ, চাবির রিং সহ শাড়ি, ব্যাগ নিয়েও স্টলে বসেছেন। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করতেই এধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাঁদের এসব তৈরির জন্য প্রথমে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। এদিন তাঁদের স্টল থেকে মুড়ির মোয়া কিনছিলেন অমিয় দাস। তাঁর কথায়, 'প্রশাসনের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। মেলায় এসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্টল থেকে মুড়ির মোয়া সংগ্রহ করেছি।'

এদিন স্টেডিয়ামে ঢুকতেই দেখা গেল, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্টলে খাবার খেতে ঢুকছেন অনেকেই। কেউ আবার কিনছেন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও। জিরানপুরের কিরণ বর্মন নামে এক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য জানালেন, প্রশাসনের সহযোগিতায় তাঁরা এখানে চাট, এগরোল, পাটিসাপটা, মালপোয়া, পুলি পিঠে, ভাপা পিঠে সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার জিনিস বিক্রি করছেন। পাশের আরেকটি স্টলে চিঁড়ে ভাজা ও পাটের ব্যাগ বিক্রি করছিলেন বিনতা বর্মন। তিনি বললেন, 'সরকারি সুবিধা পেয়ে আমরা খাবারের জিনিসের পাশাপাশি ব্যাগ, শাড়ি সহ বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির সুযোগ পেয়েছি। স্টল দেওয়ার জন্য আমাদের কোনও খরচও করতে হচ্ছে না। রোজগার ভালোই হচ্ছে।'

নজর কাড়ছে দেশি পিঠে। ছবি : জয়দেব দাস

খেলার মাঠে খোলা শৌচালয়ে ভোগান্তি

অমৃতা দে

দিনহাটা, ১৯ নভেম্বর : মাঠে খেলা চলছে। আর পরিত্যক্ত খোলা শৌচালয়ের পাশে দাঁড়িয়ে তা দেখতে হচ্ছে ক্রীড়াপ্রেমীদের। সভ্য নাগরিক সমাজের এই করুণ দৃশ্য শুধু দিনহাটা শহরেই সম্ভব। লোকসভা ভোটের পর পেরিয়ে গিয়েছে প্রায় আট মাস। ভোটের সময় ভোটকর্মীদের জন্য দিনহাটার বোর্ডিংপাড়ার মাঠে তৈরি হয়েছিল অস্থায়ী শৌচালয়। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও এখনও সেগুলো সেই জায়গা থেকে সরানো হয়নি। ঠিকাদাররা শৌচালয়ের টিন, কাঠ খুলে নিলেও প্যানগুলি এখনও সেখানে রয়েছে। ইতিমধ্যেই মাঠে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কালচারাল ক্রিকেট লিগ। ক্রীড়াপ্রেমী মানুষকে বাধ্য হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে হচ্ছে।

মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক সুদীপ্ত ঘোষ জানিয়েছেন, মাঠে পরিত্যক্ত শৌচালয় পড়ে থাকায় যে কোনও খেলা চালাতেই অসুবিধে হচ্ছে। একাধিকবার মহকুমা শাসককে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক মাস কেটে গেলেও এখনও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা রমেন রায়ের অভিযোগ, 'দীর্ঘদিন থেকে খোলা অবস্থায় শৌচালয়গুলি পড়ে থাকায় পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। বেশ কয়েকবার এসডিও অফিসে আবেদন করা হয়েছে।' তবে প্রশাসনের গাফিলতির কারণেই এখনও মাঠ থেকে অস্থায়ী শৌচালয়গুলি সরিয়ে বর্জ্য পরিষ্কার করা হয়নি বলেও অভিযোগ স্থানীয়দের।

> মাঠে পরিত্যক্ত শৌচালয়ের জন্য খেলা চালাতে অসুবিধে হচ্ছে। একাধিকবার মহকুমা শাসককে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে। দীর্ঘ কয়েক মাস কেটে গেলেও এখনও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।
>
> **– সুদীপ্ত ঘোষ,** *সাধারণ সম্পাদক, মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা*

বোর্ডিং মাঠের চারদিকে প্রচুর বসতবাড়ি রয়েছে। প্রতিনিয়ত রাস্তা দিয়ে লোকজনের যাতায়াত লেগেই থাকে। এছাড়াও সকাল, বিকেল মাঠে প্রচুর লোকজন থাকেন। তারপর প্রশাসন কীভাবে আট মাস ধরে শৌচালয়গুলিকে সেখানে খোলা অবস্থায় রেখে দিয়েছে তাতেই অবাক সকলে। তার ওপর বোর্ডিং মাঠে সকাল, বিকেল অনুশীলন করতে দেখা যায় খেলোয়াড়দের। স্থানীয় বাচ্চারা অনেকে বিকেলবেলা সেখানে খেলাধুলো করে। তাতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা।

মঙ্গল বর্মনের কথায়, 'বর্তমান সময়ে খেলাধুলোর জন্য বাচ্চারা কম আগ্রহী। মাঠের সংখ্যাও অনেক কম। সেখানে শহরের মাঝে একটি ভালো মাঠে শৌচালয় খোলা অবস্থায় পড়ে থাকা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' আর এর পেছনে প্রশাসনের নজরদারির অভাবকেই দায়ী করছেন তিনি। আর এসব কারণেই দিনহাটার ক্রীড়াজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেই দাবি তাঁর।

যদিও বিষয়টি অতি দ্রুত সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন এসডিও বিধু শেখর।

অবরোধ

মাথাভাঙ্গা, ১৯ নভেম্বর : সারের কালোবাজারির বিরুদ্ধে মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা শহরে পথ অবরোধে শামিল হয় সারা ভারত কিষান খেতমজুর সংগঠন। শহরে কালোয়ারপট্টি মোড়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের তরফে জগদীশ অধিকারী বলেন, 'রাসায়নিক সারের কালোবাজারির প্রভাবে সর্বোচ্চ মূল্যের থেকে বেশি দামে কৃষকদের সার কিনতে হচ্ছে। একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী সারের কৃত্রিম অভাব তৈরি করছে। একদিকে কৃষকরা ঠিক করে ফসলের দাম পাচ্ছেন না, অন্যদিকে বেশি দামে সার কিনতে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন। প্রশাসনকে জানালেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। তাই আমরা আজ এই অবরোধে শামিল হয়েছি।' অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস মেলার পর অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

ইন্দিরা স্মরণ

মাথাভাঙ্গা, ১৯ নভেম্বর : মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা কংগ্রেস কার্যালয়ে পালিত হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জন্মবার্ষিকী। বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস সদস্য ও আইএনটিইউসি-র কোচবিহার জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকার, দলের মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক সভাপতি ক্ষিতীন্দ্রনাথ বর্মন, তপন বর্মন, পরেশ বর্মন প্রমুখ।

রাজবাড়িতে বন্ধ জাদুঘরের দুটি ঘর খোলার দাবি মেচদের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ১৯ নভেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ির জাদুঘরের দুটি ঘর খোলার দাবিতে এবার আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিল পশ্চিমবঙ্গ দুলারায় বোড়ো মেচ সমাজ। বিষয়টি নিয়ে সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলার চেখামারিতে একটি প্রস্তুতি বৈঠকও করেন তাঁরা। খুব শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারে এসে ঘর দুটি খোলার দাবিতে কোচবিহারের জেলা শাসক ও রাজবাড়ির জাদুঘরের দায়িত্বে থাকা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষণের আধিকারিকের

কাছে তাদের দাবিপত্রও তাঁরা জমা দেবেন। সংগঠন সূত্রে খবর দাবিপত্র জমা দেওয়ার পর অবিলম্বে তা পূরণ করা না হলে আগামীতে এই নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিনয় নার্জিনারি বলেন রাজবাড়ির জাদুঘরের ওই ঘর দুটিতে আমাদের মেচ, রাভা সহ স্থানীয় বিভিন্ন জনজাতির কৃষ্টি, কালচার সহ দৈনন্দিন ব্যবহারের বিভিন্ন জিনিসপত্র, শিকার করার জিনিসপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ সহ নানা কিছু রাখা ছিল। কিন্তু আজকে দীর্ঘদিন ধরে রাজবাড়ি কর্তৃপক্ষ সেই ঘরদুটিকে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। এতে রাজবাড়িতে গিয়ে স্থানীয় মানুষ সেগুলি দেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেটা আমরা কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছি না।

প্রসঙ্গত কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ির প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তুলতে বিংশ শতকের শেষের দিকে ও একবিংশ শতকের শুরুতে রাজবাড়িতে জাদুঘর খোলা হয়। তাতে মোট ৮টি গ্যালারি ছিল। এর মধ্যে দুটি গ্যালারি প্রায় বছর দুয়েক ধরে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। আর তা নিয়েই মেচ সমাজের এই ক্ষোভ।

ধানখেতে আটদিনের অস্থায়ী স্টেশন

সাজাহান আলি

পতিরাম, ১৯ নভেম্বর : বোল্লার রক্ষাকালীপুজো। শুধু দক্ষিণ দিনাজপুরের মানুষের কাছেই নয়, এই পুজো আজ রাজ্য ছাড়িয়ে ভিনরাজ্যেও খ্যাতি। দূরদূরান্ত থেকে পুজো দিতে আসেন ভক্তরা।

এমনিতেই দক্ষিণ দিনাজপুরের সঙ্গে দেশের অন্য এলাকার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। তার উপরে বোল্লার মতো প্রত্যন্ত গ্রাম। বোল্লার রক্ষাকালী মন্দিরের পাশ দিয়ে ট্রেন ছুটে যায় প্রতিদিনই। কিন্তু দাঁড়ায় না। আর দাঁড়াবেই বা কেন? চারিদিকে ধু-ধু ধানখেত।

কিন্তু পুজোর ক'টা দিন একেবারেই আলাদা ব্যাপার। শুধুমাত্র বোল্লার রক্ষাকালী ভক্তদের জন্য ধানখেতেই গড়ে ওঠে আস্ত একটা স্টেশন। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। আগামী ২০-২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বোল্লা মন্দিরের এক কিলোমিটার দূরে বিচুকে সমস্ত ট্রেন স্টপেজ দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে এনএফ রেলওয়ে।

আগামী ২২ নভেম্বর শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে রক্ষাকালীপুজো উপলক্ষ্যে চারদিনের বিরাট বোল্লামেলা। এই মেলায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা সহ কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে, এমনকি রাজ্যের বাইরে থেকেও দর্শনার্থীরা আসেন মন্দিরে পুজো দিয়ে মেলা উপভোগ করার জন্য। বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষজন এবছরও যাতে মেলায় আসতে পারেন তাই বিচুক নামক স্থানে রেলের স্টপ চেয়ে বোলামেলা কমিটির তরফে আগের বছরগুলির মতো এবছরও নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলের কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। সোমবার এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এনএফ রেলের তরফে মেলা কমিটিকে চিঠি দিয়ে রেলের স্টপের অনুমতি দিয়েছে। রেলের অনুমতিপত্রে বলা হয়েছে , আগামী ২০ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত মোট আটদিন বোল্লা মন্দিরের এক কিলোমিটার দূরবর্তী বিচুক নামক জায়গায় সমস্ত ট্রেন স্টপ দেবে। মেলা কমিটির ম্যানেজার মানসরঞ্জন চৌধুরী এদিন বলেন, 'বিচুকে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিলে সকলের খুব সুবিধা হয়।' কমিটির সদস্য অর্ঘ্য সরকারের বক্তব্য, 'প্ল্যাটফর্ম হলে সকলেরই খুব উপকার হয়।'

সোমবার মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে দুপুর নাগাদ আসেন দক্ষিণ দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা শাসক এবং বালুরঘাটের মহকুমা শাসক। তাঁরা সমস্ত কিছু ঘুরে দেখার পর কমিটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে বসে আলোচনা করেন এবং প্রস্তুতির বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

তিনদিন পরও দুষ্কৃতীরা অধরা

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জে ব্যবসায়ীকে মারধর

তুফানগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : তুফানগঞ্জে ব্যবসায়ীকে নির্মমভাবে মারধরের ঘটনায় তিনদিন কেটে গেলেও অভিযুক্তরা এখনও অধরা। তুফানগঞ্জ শহর সংলগ্ন হরিরধাম এলাকার এই ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আক্রান্তের পরিবার সরব হয়েছে। তুফানগঞ্জ ব্যবসায়িক মহলও অপরাধীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে। শাসকদলের ঘনিষ্ঠ বলেই অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করছে পুলিশ, বিরোধীদের এমনটাই অভিযোগ। ঘটনায় তুফানগঞ্জ কলেজের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি সমীর দাস সহ রঞ্জিত বর্মন ও বিজয় বর্মন নামে দুই তৃণমূল ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সমীর তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'গণ্ডগোলের খবর পেয়ে আমি সেখানে ওই ব্যবসায়ীকে ছাড়াতে গিয়েছিলাম। আমাকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে।'

গত শনিবার রাতে ব্যবসায়িক সামগ্রী নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে খাইরুল হক নামে এক মাংস বিক্রেতাকে রাতভর আটকে রেখে নির্মম অত্যাচার ও মোটা টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। দাবিমতো টাকা না মেটানোয় সেই ব্যবসায়ীকে দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয় বলে অভিযোগ। এমনকি সারা শরীরে ব্লেড ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাতের অভিযোগ উঠেছে। তুফানগঞ্জ শহর লাগোয়া হরিরধাম সংলগ্ন এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। শনিবার রাতভর দুষ্কৃতীদের ঘেরাওয়ে আটকে থাকার পরে রবিবার ভোরে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ ওই ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করেছিল। পরে তাঁকে তুফানগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাতের অন্ধকারে ঘটনাটি ঘটলেও তিনি তিনজনকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন বলে তাঁর দাবি। ওই ব্যবসায়ীর স্ত্রী রবিবার ওই তিনজনের বিরুদ্ধে তুফানগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তবে ঘটনার পর তিনদিন কেটে গেলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার না করায় এ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ওই ব্যবসায়ীর স্ত্রী বিউটি খাতুন বলেন, 'স্বামীকে রাতভর আটকে রেখে তাঁর ওপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছিল। অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। কিন্তু এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। দ্রুত অপরাধীদের গ্রেপ্তার না করা হলে আমরা কোচবিহারের পুলিশ সুপারের কাছে নালিশ জানাব।' ব্যবসায়ীকে মারধরের ঘটনায় তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিত্যেন্দ্রচন্দ্র দে তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'দোষীদের যদি এভাবে আড়াল করা হয় তবে ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন। দোষীরা যাতে শাস্তি পায় পুলিশের কাছে সেই দাবি জানাচ্ছি।'

তুফানগঞ্জের এসডিপিও বৈভব বাঙ্গারকে ফোন করা হলেও সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এদিকে, এই ঘটনায় বিরোধীরা সরব হয়েছে। বিজেপির তুফানগঞ্জ বিধানসভার আহ্বায়ক বিমল পাল বলেন, 'এটা পরিষ্কার যে এই ঘটনায় তৃণমূল জড়িয়ে আছে বলেই পুলিশ দুষ্কৃতীদের ধরতে গড়িমসি করছে।' সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য অসীম সাহা বললেন, 'এটা কোনও বিক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। সারা রাজ্যজুড়ে সাধারণ মানুষ তোলাবাজ তৃণমূলের অত্যাচারে আতঙ্কিত, ভীত। তাই স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলের নাম থাকায় পুলিশ কাউকেই গ্রেপ্তার করবে না।' তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন, 'ওখানে ঠিক কী ঘটেছে তা জানা নেই, খোঁজ নিয়ে দেখব। তবে কেউ অন্যায় করে থাকলে দল তার পাশে দাঁড়াবে না। দলগতভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

> গণ্ডগোলের খবর পেয়ে আমি সেখানে ওই ব্যবসায়ীকে ছাড়াতে গিয়েছিলাম। আমাকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে।
>
> **-সমীর দাস**
> প্রাক্তন সভাপতি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, তুফানগঞ্জ কলেজ

> দোষীদের আড়াল করা হলে ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হবেন। তাঁরা যাতে শাস্তি পায় পুলিশের কাছে সেই দাবি জানাচ্ছি।
>
> **-নিত্যেন্দ্রচন্দ্র দে**
> সাধারণ সম্পাদক, তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ইসলামপুর থানার ডিমরুল্লা থেকে ধৃত সাবির আলমের বাড়িতে উদ্বিগ্ন পরিজন। মঙ্গলবার।

সাহেবগঞ্জে জনসংযোগে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

পাড়বাঁধের ওপর পাকা রাস্তার দাবি

মেখলিগঞ্জ, ১৯ নভেম্বর : মেখলিগঞ্জ শহর থেকে প্রায় মিনিট দশেকের দূরত্বে রয়েছে রাজ্যের দীর্ঘতম সেতু জয়ী। জয়ী সেতুর উত্তর দিকের পাড়বাঁধ গিয়ে মিশেছে নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ওই পাড়বাঁধ ধরে খুব কম সময়ে ও কম দূরত্ব অতিক্রম করে সরাসরি জয়ী সেতু থেকে নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভান্ডানি বাজারে পৌঁছে যাওয়া যায়। কিন্তু জয়ী সেতু উদ্বোধনের ৩ বছর হলেও পাড়বাঁধের ওপরের রাস্তা এখনও পাকা না হওয়ায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের। গোদের ওপর বিষফোড়া হল ওই পথে আলোর কোনও ব্যবস্থা নেই। স্বাভাবিক কারণে সন্ধ্যার পর ওই পথ ধরে কেউই আসা-যাওয়া করেন না। সেক্ষেত্রে নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের মেখলিগঞ্জ শহর হয়ে জয়ী সেতু বা হলদিবাড়ি যেতে হয়। কিন্তু এতে অর্থ ও পরিশ্রম দুই-ই বেশি প্রয়োজন হয়। তাই নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দাদের তরফে পাড়বাঁধের ওপরের রাস্তা পাকা করার পাশাপাশি সোলার লাইটের ব্যবস্থা করার দাবি উঠছে।

> এই বিষয়ে তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের সঙ্গে কথা বলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।
>
> **-পরেশচন্দ্র অধিকারী**
> *বিধায়ক, মেখলিগঞ্জ*

নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা সুশান্ত বর্মন বলেন, 'যখন জয়ী সেতু তৈরি হওয়ার তিন বছর কেটে গিয়েছে। দিনের বেলায় কোনওরকমে সেই পথে যাতায়াত করলেও সন্ধ্যার পর আলো না থাকার কারণে পাড়বাঁধ ধরে যাতায়াত করা যায় না। তাই আমাদের দাবি শীঘ্রই পাড়বাঁধের ওপরের পাকা রাস্তার সঙ্গে সোলার লাইটের ব্যবস্থা করা হোক।' নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা অজয় বর্মন বলেন, 'পাড়বাঁধের ওপর পাকা রাস্তা নির্মাণ করলে খুব সুবিধা হবে। এলাকার কৃষকরাও উৎপাদিত পণ্য নিয়ে সরাসরি জয়ী সেতু হয়ে হলদিবাড়ি বাজার যেতে পারবেন।' মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রধান গীতা অধিকারীর কথায়, এই বিষয়ে শীঘ্রই বিধায়ক ও তিস্তা ব্রিজ কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের দ্বারস্থ হব। পাড়বাঁধের ওপর পাকা রাস্তা নির্মাণ হলে নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ উপকৃত হবেন।

বাংলাদেশে গা-ঢাকা মূল মাথাদের, জল্পনা

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৯ নভেম্বর : 'শুধু দিল্লি ও কলকাতা কেন, কোটি কোটি টাকা কামিয়ে দু-একজন যে বাংলাদেশে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়নি, আপনি নিশ্চিত?' ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে খোঁজখবর করতে গিয়ে গ্রামের মেঠো মানুষের থেকে পালটা যে এমন প্রশ্ন উড়ে আসতে পারে, তা কস্মিনকালেও ভাবিনি। খানিক ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জানতে চাইলাম, নামগুলো বলতে পারেন? বাঁকা চোখে একবার তাকিয়ে বললেন, 'জলে থেকে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করতে বলছেন! বেঁচে থাকতে হবে তো।' নিমেষের মধ্যেই গোরুর দড়িতে টান দিয়ে চা বাগানের পথে মিলিয়ে গেলেন ওই ব্যক্তি। আশপাশ দিয়ে জনা চারেক তরুণ অনেকটা সময়জুড়ে ঘুরঘুর করছিলেন। কাছে ডাকতেই না শোনার ভান করে তাঁরাও ভ্যানিশ হয়ে গেলেন।

ঘিরনিগাঁও অঞ্চলের মিরচাগছ পিএমজি হাট থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ৭০০ মিটার। গোটা এলাকা চা বাগান দিয়ে ঘেরা। নাগর এখানে ভাগ করে দিয়েছে দুই দেশের সীমান্ত। রক্ষীবাহিনীর কড়া নজর আছে বটে, কিন্তু 'ইধার কা মাল উধার' হয়ে যাওয়া কোনও বড় কথা নয়।

বর্মনপাড়া, মণ্ডলবস্তি সহ বিস্তীর্ণ এলাকার সকলেরই ট্যাব কেলেঙ্কারির খবর এখন জানা। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সাইবার প্রতারকদের বড় মাথাদের 'বাংলাদেশের ডেরা'র কথা অনেকের মুখেই উঠে এসেছে। বাংলাদেশ নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করতেই বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন ঘিরনিগাঁও অঞ্চলের তৃণমূলের অত্যন্ত প্রভাবশালী এক নেতা।

ট্যাব কেলেঙ্কারির হটস্পট চোপড়া থেকে পুলিশ একে একে ১০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট (সিএসপি), সাইবার ক্যাফের মালিক থেকে স্কুল শিক্ষক, এমনকি সামান্য চাষি পর্যন্ত রয়েছে ধৃতদের তালিকায়। সোমবার রাতে ইসলামপুর থানার ডিমরুল্লা থেকে সাবির আলম নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে মালদা জেলার পুলিশ। বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে সাবিরের স্ত্রী নাজমা বেগম বলেছেন, 'গোয়ালপোখর-১ ব্লকের বড়বিল্লার এক তরুণ সিএসপি চালায়। সে

উত্তরের জামতাড়া

আমার স্বামীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য নিয়েছিল টাকা ঢোকাবে বলে। ২০ দিন আগে টাকা ঢোকার পর সেই টাকা তুলে আমার স্বামীকেও দিয়েছে, নিজেও নিয়েছে। আমার স্বামী চাষাবাদ করে। এসবের ও কিচ্ছু জানে না।' বড়বিল্লা এলাকাটিও বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া।

ট্যাব কেলেঙ্কারির অন্যতম মাস্টারমাইন্ড মনসুর ও ওসমান আলি দিল্লি পালানোর সময় পুলিশ ইসলামপুর থেকে তাদের গ্রেপ্তার করেছিল। কলকাতা সংলগ্ন বিধাননগর থেকে চোপড়ার বাসিন্দা মাজহারুল আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মিরচাগছ এলাকার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক তথা শাসকদলের প্রাক্তন প্রধানের ছেলে দিবাকর দাস তার দুই আত্মীয়কে নিয়ে পালানোর চেষ্টা করার সময় লালবাজারের পুলিশ রবিবার শিলিগুড়ি থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে।

মিরচাগছ গ্রামের শেষ প্রান্তে বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া সংলগ্ন এলাকা। বাংলাদেশের সীমান্ত গ্রাম দূর থেকে ভেসে উঠছে। বিএসএফের দুই জওয়ান সাইকেলে প্যাডেল মেরে আড়চোখে দেখে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা চলে যেতেই সেখানে দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি বললেন, 'লালবাজারের পুলিশ মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করার এমন আধুনিক মেশিন নিয়ে ঘুরছে যা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। আমি নিজের চোখে দেখেছি। কীভাবে দেখেছি দয়া করে জানতে চাইবেন না। কিন্তু তার আগেই অনেকে পগারপার হয়ে গিয়েছে।'

বেগতিক বুঝেই কি সাইবার প্রতারণার দুই-একজন বড় মাথা বাংলাদেশে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে? গ্রামের সবকিছুই মোটামুটি নখদর্পণে রাখা ওই ব্যক্তির খেয়ালি উত্তর, 'আমিও শুনেছি। আসলে প্রাণ বাঁচাতে মানুষ সব চেষ্টাই করে।'

ধনিরহাট বিএসএফ ক্যাম্প ছাড়িয়ে মণ্ডলবস্তি যাওয়ার পিচ বিছানো রাস্তায় মরতে বসা একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে এলাকার স্থানীয় এক প্রভাবশালীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি বলছেন, 'কাঁটাতারের বেড়া কেটে অবৈধভাবে বাংলাদেশে ঢোকা অসম্ভব কিছু নয়। আমাদের ঘিরনিগাঁওয়ের প্রত্যন্ত অঞ্চল ট্যাব কেলেঙ্কারির হটস্পট হবে, তা কি কেউ কল্পনা করতে পেরেছিল? আর সাইবার প্রতারণার বড় মাথাদের বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার জল্পনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

আর কথা বলার ঝুঁকি না নিয়ে ওই ব্যক্তি বেরিয়ে গেলেন। ততক্ষণে সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। বর্ডার রোডের সারি দিয়ে থাকা লাইটপোস্টে আলো জ্বলে উঠল চমকে। ধীরে ধীরে সীমান্ত এলাকাজুড়ে নেমে এল নিঝুম পরিবেশ। বেশ মালুম হল, অন্ধকার গভীর হলে কাঁটাতার টপকে ওপারে যাওয়াটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

(চলবে)

মা-ছেলেকে মেলাল প্রেসক্রিপশন

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ১৯ নভেম্বর : ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি প্রেসক্রিপশন। আর তার সূত্র ধরে এবং কয়েকজন মানবিক তরুণের সহযোগিতায় অসমের করিমগঞ্জ জেলার দোহালিয়া বাজার থেকে খোঁজ মিলল প্রায় ১৫ দিন ধরে নিখোঁজ মানসিক ভারসাম্যহীন এক বৃদ্ধার। খোঁজ পাওয়ামাত্রই মাকে আনতে সেখানে চলে গিয়েছেন দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জায়গির বালাবাড়ির বাসিন্দা কৃষ্ণ বর্মন। আর সেখানে পৌঁছে নিখোঁজ মাকে বহালতবিয়তে খুঁজে পেয়ে তাঁর গলায় এখন আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সুর। মা ও ছেলের পুনরায় মিলে যাওয়ার ঘটনা জেনে এলাকাতেও ছড়িয়েছে স্বস্তির সুর।

কী হয়েছিল গত কয়েকদিনে? মার নিখোঁজ হওয়া, অসমের সীমান্ত এলাকায় পৌঁছে যাওয়া এবং মাকে খুঁজে পাওয়ার পুরো বৃত্তান্তই বর্ণনা করতে গিয়ে এখনও উদ্বেগ ফুটে ওঠে কৃষ্ণের গলাতে। তাঁর কথায়, 'গত ৬ নভেম্বর মাসির বাড়ি যাবে বলে মা বেরিয়েছিল। তারপর থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পাশাপাশি এবিষয়ে সাহেবগঞ্জ থানায় অভিযোগও দায়ের করি। কিন্তু মায়ের কোনও খোঁজ মেলেনি। দুশ্চিন্তায় দিন কাটছিল।' এই পরিস্থিতিতে গত শনিবার বামনহাটের স্থানীয় একটি নিউজ পোর্টালে তিনি মায়ের খোঁজ পান এবং জানতে পারেন তাঁর মা অসমের করিমগঞ্জ জেলার দোহালিয়া বাজারে রয়েছেন। খবর পেয়েই সেখানে ছুটে যান। অবশেষে মাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন। এই পুরো সময়টাতে যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন তিনি।

কয়েকশো কিলোমিটার দূরে বামনহাটের পোর্টালে ওই মহিলার খবর পৌঁছাল কী করে? ওই নিউজ পোর্টালের কর্ণধার আলিমুল হকের কথায়, 'অসমের ওই বাজারে মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধা সরোদিনী বর্মনকে ঘুরতে দেখেন স্থানীয় কয়েকজন তরুণ। তাঁর কাছে কোনও প্রকার পরিচয়পত্র না পেয়ে বৃদ্ধার সঠিক পরিচয় পাননি তাঁরা।' পরবর্তীতে ওই বৃদ্ধার কাছে দিনহাটা-২ ব্লকের বামনহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের একটি প্রেসক্রিপশন খুঁজে পান তাঁরা। এরপর সেই প্রেসক্রিপশনের সূত্র ধরে এবং করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজার এলাকার সমাজসেবী পার্থ দাসের চেষ্টায় তাঁদের নিউজ পোর্টালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরপর এবিষয়ে পোস্ট করার পরদিনই স্থানীয় জায়গির বালাবাড়ির বাসিন্দা ওই বৃদ্ধার ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ হয় ও উনি মাকে আনতে সেখানে গিয়েছেন। মা ছেলের পুনর্মিলনের অংশ হতে পেরে খুশি তিনিও।

ছেলের কাছে মাকে ফিরিয়ে দিতে পেরে খুশি ওই সমাজসেবী পার্থও। তাঁর কথায়, 'ছেলের কাছে মাকে ফেরাতে পেরে ভালো লাগছে। সামাজিক মাধ্যমকে এইরকম ভালো কাজেই আমাদের ব্যবহার করা উচিত।' গত দু'দিন অসহায় এই বৃদ্ধার পরিচর্যায় স্থানীয় সমাজসেবী সুজন দেববর্মনও নানাভাবে সাহায্য করেছেন বলে তিনি জানান।

স্বস্তি চৌধুরীহাটে

মা সরোদিনী বর্মনের সঙ্গে ছেলে। অসমের করিমগঞ্জে।

পিএফ সমস্যা সংসদে তুলবেন মনোজ

জলপাইগুড়ি, ১৯ নভেম্বর : চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফ সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার পবন বনসালের সঙ্গে বৈঠক করলেন আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা। কোন চা বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কত টাকা পিএফ বকেয়া রেখেছে, কর্তৃপক্ষের কাছে সাংসদ তার হিসেব চাইলেন। একইসঙ্গে পিএফ দপ্তর এখনও পর্যন্ত কোন কোন চা বাগানের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের টাকা বকেয়া রাখার জন্য থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তার নামের তালিকাও চাইলেন মনোজ। শুধু তাই নয়, শ্রমিকরা অবসর গ্রহণের পর পিএফের টাকা দপ্তরে নিতে এসে দালালদের শিকার হচ্ছেন বলেও অভিযোগ করেছেন মনোজ। এদিন পিএফ কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মনোজ বলেন, 'শ্রমিকদের পিএফের টাকা সময়মতো জমা দিচ্ছে না একাংশ বাগান মালিক। আমি কমিশনারের থেকে জানতে পেরেছি পিএফ কমিশনার এই সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু চা বাগান মালিকের নামে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। কিন্তু চা বাগান মালিকদের সঙ্গে শাসকদলের সুসম্পর্কে থাকার কারণে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। আমি এই সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় তথ্য পিএফ কমিশনারের কাছে চেয়েছি। এই বিষয়টি আমি সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে তুলে ধরব।'

পিএফ দপ্তর সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা মিলিয়ে শ্রমিকদের প্রায় ২০ কোটি টাকা জমা পড়েনি। প্রায় পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে শ্রমিকদের এই বকেয়া রয়েছে। নিয়ম মেনে চা বাগানের শ্রমিকদের পিএফের টাকা জমা না দেওয়ার কারণে দুই জেলা মিলিয়ে প্রায় ২০টি চা বাগানের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জমা দিয়েছে পিএফ কর্তৃপক্ষ। জলপাইগুড়ি আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার বলেন, 'আলিপুরদুয়ারের সাংসদ এসেছিলেন। তিনি যে তথ্য চেয়েছেন আমরা সেগুলো তাঁকে ই-মেল মারফত পাঠিয়ে দেব।'

কাঠগড়ায় ভেন্ডাররা

আলিপুরদুয়ার, ১৯ নভেম্বর : আলিপুরদুয়ার আদালত চত্বরে নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের কালোবাজারি চলছে। নির্ধারিত দামের চেয়ে দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে ওই স্ট্যাম্প। কারবারিদের খুশিমতো দামে সেই স্ট্যাম্প কিনতে বাধ্য হচ্ছেন ক্রেতারা।

আদালতের সীমানাতেই স্ট্যাম্পের দুই ভেন্ডার রয়েছেন। এছাড়াও জেলা পুলিশ সুপারের অফিসের বিপরীতে বক্সা টাইগার রিজার্ভ অফিস সংলগ্ন এলাকায় রয়েছেন দুজন ভেন্ডার। অভিযোগ, দুই জায়গাতেই স্ট্যাম্পের ভেন্ডাররা এই নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের কালোবাজারির ফাঁদ পেতে বসেছেন।

শিবরাজ দাস নামে লেবুবাগানের ব্যবসায়ীর অভিযোগ, 'ব্যবসার কাজে স্ট্যাম্পের প্রয়োজন হয়। কিন্তু গত প্রায় কয়েকমাস ধরে স্ট্যাম্পের দ্বিগুণ দাম নেওয়া হচ্ছে। ভেন্ডাররা এটাই নিয়ম বানিয়ে দিয়েছে। চাপ দিয়ে আমাদের থেকে ওই দাম নেওয়া হচ্ছে।'

সমবায় সপ্তাহ

হলদিবাড়ি, ১৯ নভেম্বর : হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ ব্লক উদযাপন কমিটির যৌথ উদ্যোগে পালিত হল সমবায় উদযাপন সপ্তাহ। প্রতিবছর ১৪ থেকে ২০ নভেম্বর ভারতজুড়ে এই সপ্তাহটি পালন করা হয়। মঙ্গলবার হলদিবাড়ি ব্লকের হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গারহাট এলাকাতেও ৭১তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা সমবায় সমিতির ডেপুটি রেজিস্ট্রার সুবীর দত্ত, কোচবিহার জেলা সমবায় ইউনিয়নের চিফ এগজিকিউটিভ অফিসার সঞ্জয়শংকর ভট্টাচার্য, হলদিবাড়ি ব্লক সমবায় সমিতির পরিদর্শক সুলতা বিশ্বাস, হলদিবাড়ি ও মেখলিগঞ্জ সমবায় সপ্তাহ উদযাপন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক নিত্যানন্দ রায় পাটোয়ারি ও শেখর রায়, হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তুলি খাতুন প্রমুখ। নিত্যানন্দ বলেন, 'সবার উন্নয়নে সমবায়ের তরফে আমরা কিছু বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

বহিরাগতদের গ্রাসে উত্তরের হোমস্টে

প্রথম পাতার পর

জলপাইগুড়িতে গত দু'বছরে হোমস্টে নীতিতে জোর দিয়েছে সরকার। এখনও পর্যন্ত সেখানে সরকারিভাবে নথিভুক্ত হয়েছে ১৪০টি। কিন্তু পর্যটন মহলের হিসেব বলছে, সব জেলাতেই বাস্তবে সংখ্যাটা কয়েকগুণ বেশি। হোমস্টের নামে বাইরের পুঁজিপতিরা এসে বাড়ি লিজ নিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে মানা হচ্ছে না সরকারি নিয়মনীতি। অথচ হোমস্টের নামে প্রচার চালিয়ে পর্যটকদের আকৃষ্ট করা হচ্ছে। ফলে লজ, রিসর্ট আর হোমস্টের মধ্যে আর কোনও ফারাকই থাকছে না।

তাকদা হোমস্টে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নরবু জি লামার আক্ষেপ, 'কলকাতা থেকে হোটেল বা লজ লিজে চালানো যায়, হোমস্টে নয়। তাঁদের হাতে ঘর খুলে দেওয়ার অর্থ নিজের পায়ে কুড়োল মারা, বোঝাচ্ছি সকলকে। কিন্তু কে শোনে কার কথা! লিজ দেওয়াটা এখন ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে পাহাড়ে।'

কালিম্পং, কার্সিয়াং পাহাড়ের একাধিক জায়গায় কথা বলে জানা গিয়েছে, কাঁচা টাকার লোভে অনেকেই নিজের ঘর লিজে দিয়েছেন বা ভাড়ায়। তারও আবার রকমফের আছে। যেমন অনেক হোমস্টেতে কিচেনের দায়িত্বে রয়েছেন বাড়ির মালিক। কিন্তু প্রচার এবং পর্যটকদের নিয়ে আসার দায়িত্ব বহিরাগতর হাতে। ব্যবসায়িক লাভ শতাংশের হিসেবে। কিছু হোমস্টের দায়িত্ব আবার সম্পূর্ণভাবে চলে গিয়েছে বাইরের পুঁজিপতির হাতে। একসময় যিনি ছিলেন হোমস্টের মালিক, তিনি এখন কর্মচারী অথবা অন্য কাজে মন দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন মোতাবেক লিজ চুক্তি নেই। সরকারি চোখকে ফাঁকি দিতেই এমন ব্যবস্থা, বলছিলেন সিটিংয়ের এক পর্যটন ব্যবসায়ী। যা অস্বীকার না করে হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলছেন, 'সরকারি নীতি মেনে হোস্ট কমিউনিটি থাকা বাধ্যতামূলক। বিষয়টি নিয়ে জেলা প্রশাসনের সমীক্ষা করা উচিত।'

কালিম্পংয়ের একটি নিরিবিলি স্থান কাফেরগাঁও। এখন সেখানে প্রায় ২৭টি হোমস্টে গড়ে উঠেছে। তারমধ্যে প্রায় ৭টি লিজ নিয়ে চালাচ্ছেন বাইরের লোকজন। এখানেই অশনিসংকেত দেখছেন সেখানকার সবথেকে পুরোনো হোমস্টের কর্ণধার সুনীল তামাং। তাঁর কথায়, 'উত্তরের অর্থনীতির মূল মেরুদণ্ড এখন পর্যটন। সেই পর্যটনেও বহিরাগতরা থাবা বসাচ্ছে। গ্রামের লোককে অনেক বুঝিয়েছি, যাতে তাঁরা লিজ না দেন। কিন্তু এককালীন মোটা টাকার লোভে তাঁরা পাতা ফাঁদে পা দিচ্ছেন। সরকারের উচিত দ্রুত সমীক্ষা করা।'

বিষয়টি ইতিমধ্যে প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে বলে জানাচ্ছেন রাজ্য সরকারের ইকো ট্যুরিজম কমিটির চেয়ারম্যান রাজ বসু। তবে তিনি মনে করেন, 'এখন গ্রামীণ পর্যটন শক্তিশালী হচ্ছে। বিনিয়োগ আসছে। তবে যেহেতু হোমস্টের আদর্শ মানা হচ্ছে না, তাই লজে পরিণত হওয়া হোমস্টেগুলিতে সরকারি নীতি মেনে ফায়ার লাইসেন্স, পলিউশন লাইসেন্স প্রয়োজন।' প্রশাসন যদি ঠিকমতো সমীক্ষা করে, তবে সরকারের রাজস্ব বাড়বে বলে মনে করেন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী।

ডুয়ার্সে অবশ্য লিজ প্রথা নেই, দাবি করছেন লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব।

লিজে হোমস্টে চলায় সামাজিক ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে বলে মনে করছেন অনেকে। রঙ্গোর বাসিন্দা, হোমস্টের কর্ণধার অনিল তেলাইজা যেমন বলছেন, 'স্থানীয় এলাকার বসবাসের ধারা, সংস্কৃতি, খাদ্য তুলে ধরার জন্যই মূলত হোমস্টে। কিন্তু লিজের জন্য বাইরের হাতে হোমস্টেগুলি চলে যাওয়ায় তা হচ্ছে না। শুধু হচ্ছে ব্যবসা।'

খেলায় আজ

২০০৯ : প্রথম ব্যাটার হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৩০ হাজার রান সম্পূর্ণ করলেন শচীন তেন্ডুলকার। আহমেদাবাদে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৪ রানেই তিনি এই নজির গড়েন।

সেরা অফবিট খবর

বলে দেখাও দেখি, এক্সপ্রেসো কফি

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির জন্য টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের ফোটোশুট চলছিল। সেখানেই মজার খেলায় মেতেছিলেন তাঁরা। একজন অন্যজনকে প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছিলেন, যিনি উত্তর দিচ্ছেন তিনিই পরবর্তী প্রশ্ন করার সুযোগ পাচ্ছেন। এভাবেই মহম্মদ সিরাজকে এক্সপ্রেসো কফির সঠিক উচ্চারণ করার চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেন সরফরাজ খান।

ভাইরাল

ঠিক করে প্যান্টের ফিতে বাঁধুন

হোবার্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় ওডিআইয়ে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের মারা শট বাঁচাতে ডাইভ দিয়েছিলেন জাহানদাদ খান। বল বাউন্ডারির বাইরে যাওয়া তো আটকাতে পারেননি, উলটে প্যান্ট কোমরের নীচে নেমে যায়। শুয়ে পড়া অবস্থাতেই জাহানদাদ প্যান্ট ঠিকঠাক করার চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁর বিব্রত অবস্থা দেখে সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই আগামী দিনে তাঁকে মাঠে নামার আগে শক্ত করে প্যান্টের ফিতে বাঁধার পরামর্শ দিতে থাকেন।

সেরা উক্তি

আমার ধারণা ৪-৫ বছরের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী কিংবদন্তি হয়ে উঠবে যশস্বী। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করাই শুধু এখন লক্ষ্য নয়। ওর লক্ষ্য পরবর্তী কিংবদন্তি হয়ে ওঠাও।
-জোয়ালা সিং
(যশস্বী জয়সওয়ালের কোচ)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. অলিম্পিক গেমসের প্রতীকের পাঁচটি রিংয়ের মধ্যে নীল রংটি কোন মহাদেশকে বোঝায়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. বিনোদ কাম্বলি, ২. করাচি।

সঠিক উত্তরদাতারা

পার্থপ্রতিম সিংহ, মানিক মহন্ত, রাজীব ঘোষ, পরাণ, নিবেদিতা হালদার, অমৃত হালদার, নীলরতন হালদার, দেবব্রত বাগচী, অভি, অসীম হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নির্মল সরকার, নীরাধিপ চক্রবর্তী, রোহিত, সুজন মহন্ত, গণেশচন্দ্র রায়, মেঘাদ্রী ভোজ, দেবারতি চন্দ, সবুজ উপাধ্যায়, মৌসুমী কর (প্রথম ২০ জন)।

বৃষ্টিতেও নেটে ব্যাটিং কোহলির

পারথ, ১৯ নভেম্বর : সবুজের সমারোহ। বাইশ গজ ও আউটফিল্ডকে আলাদা করা যাচ্ছে না!

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির কাড়ানাকাড়ায় আপনাকে স্বাগত। সকালের দিকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে অনুশীলনের জন্য হাজির হওয়ার পর মাঠের ছবি দেখে অবাক টিম ইন্ডিয়া।

কিন্তু কিছু করার নেই। বরং বাস্তবের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে সামনে তাকাতেই হবে। আর সামনে তাকানো মানে আর তিনদিন পর শুরু হতে চলা পারথ টেস্ট। যেখানে অধিনায়ক রোহিত শর্মার পাশে আঙুল ভেঙে ছিটকে গিয়েছেন ফর্মে থাকা দলের তিন নম্বর ব্যাটার শুভমান গিল। তাঁর শূন্যস্থান পূরণের পাশে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোয়াইটওয়াশের ধাক্কা সামলে ছন্দে ফেরার কাজটা শুধু কঠিন নয়, বরং বেশ চাপের। গৌতম গম্ভীরের ভারত সেই চাপ কতটা নিতে পারবে, সময় বলবে।

তার আগে আজ অপটাস স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম অনুশীলনের আসরে স্লিপ ক্যাচিংয়ে জোর দেওয়ার পাশে সম্ভাব্য কম্বিনেশনের দুইটি দিক সামনে এসেছে। অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে আজ নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে, যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে লোকেশ রাহুলই ভারতের হয়ে ইনিংস ওপেন করতে চলেছেন। আর তিন নম্বরে শুভমানের পরিবর্ত হিসেবে কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে চলেছেন দেবদত্ত পাডিক্কাল। চলতি বছরের ধরমশালায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। কিন্তু অভিষেক টেস্টে হতাশ করেছিলেন পাডিক্কাল। আচমকা অস্ট্রেলিয়ার পারথে সুযোগ পেয়ে তিনি কীভাবে দলকে ভরসা দিতে পারেন, তারই অপেক্ষায় এখন ভারতীয় ক্রিকেটমহল।

পাডিক্কাল টিম ইন্ডিয়াকে কতটা ভরসা দিতে পারবেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের পাশে বিরাট কোহলিকে নিয়েও চলছে বিস্তর জল্পনা। তিনি পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে চার নম্বরে ব্যাটিং করবেন। কিন্তু বিরাট কি ছন্দে ফিরছেন? ফিরলে কবে? স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে এখনও পর্যন্ত মোট ১৩টি টেস্ট খেলে ১৩৫২ রান করেছেন বিরাট। তাঁর ব্যাটিং গড় ৫৪। ছয়টি শতরানও রয়েছে কোহলির। কিন্তু পরিসংখ্যান মানেই তো অতীতের সরণিতে হাঁটা। সাম্প্রতিককালে কোহলির ব্যাটে রানের খরা চলছে। সেই খরা কাটিয়ে অপটাস স্টেডিয়ামের গতি-বাউন্সের সবুজ বাইশ গজে ছন্দে ফিরতে তিনি মরিয়া। অন্তত অনুশীলনে কোহলির ব্যাটিং দেখে তাই মনে হয়েছে।

আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শেষের দিকে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বিরাট সেই সময় নেটে ব্যাটিং করছিলেন। তাঁর সতীর্থদের সবাই সাজঘরে চলে গেলেও বৃষ্টির মধ্যেই কোহলি নেটে ব্যাটিং চর্চা চালিয়ে গিয়েছেন। সঙ্গে স্যর ডনের দেশে তাঁর অতীতের বড় রানের ইনিংসের ভিডিও দেখছেন বিরাট। পারথেই ২০১৮-'১৯ সালের সিরিজে শতরান করেছিলেন তিনি। পারথের সেই শতরানকে আজও অস্ট্রেলিয়ায় খেলা তাঁর সেরা ইনিংস বলে বিবেচনা করেন বিরাট।

চারে কোহলির পর পাঁচ নম্বরে ব্যাটিং করবেন ঋষভ পন্থ। ছয় নম্বরে বড় অঘটন না হলে ফর্মে থাকা ধ্রুব জুরেল। মেলবোর্নে বেসরকারি টেস্টের পাশে ভারতীয় দলের অনুশীলনেও নিয়মিতভাবে ব্যাট হাতে নজর কাড়ছেন জুরেল। সম্ভবত তাঁর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে চলেছে অপটাস স্টেডিয়ামে। ব্যাটিং অর্ডারের ছবিটা অনেকটা স্পষ্ট হলেও দলের সম্ভাব্য বোলিং আক্রমণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজের পাশে দলের তিন নম্বর পেসার কে, অলরাউন্ডার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজার পাশে নীতীশ কুমার রেড্ডি নাকি অভিজ্ঞ রবিচন্দ্রন অশ্বীন খেলবেন, এখনও স্পষ্ট নয়।

স্লিপ ক্যাচিংয়ে জোর টিম ইন্ডিয়ার
প্রথম টেস্টে তিনে হয়তো পাডিক্কাল

অনুশীলনে মাঝে বুমরাহর সঙ্গে গৌতম গম্ভীর।

বিরাটের উইকেটই লক্ষ্য লায়োনের

ভারতের বিশ্বকাপ ক্ষতে নুন ছিটোলেন লাবুশেন

পারথ, ১৯ নভেম্বর : ষষ্ঠ ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের বর্ষপূর্তি।

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে লক্ষাধিক দর্শককে চুপ করিয়ে ভারত-বধ। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ভারতের বিরুদ্ধে নতুন যুদ্ধে নামার প্রাক্কালে বিশ্বজয়ের বর্ষপূর্তির দিন বিরাট কোহলিদের ফাইনাল-হারের ক্ষতে নুন ছিটোলেন মার্নাস লাবুশেন।

ট্রাভিস হেডের সঙ্গে ১৯২ রানের জুটিতে ভারতের খেতাব জয়ের স্বপ্নের সেদিন জল ঢেলেছিলেন লাবুশেন (অপরাজিত ৫৮)। ফাইনালের পর 'গুড মর্নিং অস্ট্রেলিয়া' লিখে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন। সঙ্গে হেডের সঙ্গে বিশ্বকাপ হাতে নিজের ছবি। এদিন বর্ষপূর্তিতে ফের সেই পোস্ট রি-শেয়ার করেছেন লাবুশেন।

ভারতকে মনে করিয়ে দিয়েছেন কিউয়িদের কাছে হোয়াইটওয়াশের কথাও। অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটার বলেছেন, 'ঘরের মাঠে সিরিজ হেরে অস্ট্রেলিয়ায় পা রেখেছে ভারত। অতীতে এরকম ঘটেনি। নিশ্চিতভাবে আমাদের জন্য সুবিধা। কারণ ওদের আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও তলানিতে থাকবে। নিউজিল্যান্ডের কাছে সিরিজ খোয়ানোয় ধাক্কা খাবে ওদের আত্মবিশ্বাস। তবে ভারত চ্যাম্পিয়ন টিম। একঝাঁক দুর্দান্ত ক্রিকেটার। ওদের হালকাভাবে নেওয়ার উপায় নেই।'

নাথান লায়োন আবার প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন বিরাট কোহলির উদ্দেশে। ভারতের বিরুদ্ধে শেষবার ২০১৪-'১৫ সালে সিরিজ জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। পরবর্তী চার সিরিজে ভারতের দাপট। বিরাটের নেতৃত্বে দুইবার (২০১৬-'১৭, ২০১৮-'১৯), আজিঙ্কা রাহানে (২০২১) ও রোহিত শর্মার নেতৃত্বে (২০২৩) একবার করে।

ভারতের যে দুর্দান্ত সাফল্যে কোহলির (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২৫টি টেস্টে ২০৪২ রান) ভূমিকা অনস্বীকার্য। গত কয়েকটি সিরিজে ছন্দে না থাকলেও, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাট সবসময় ফ্যাক্টর। সেই বিরাট-কাঁটা তোলার দায়িত্ব নিতে চান লায়োন। প্রকাশ্যেই তা জানিয়ে দিলেন। কাজে লাগাতে চান স্পিনের

স্পিন অস্ত্র ঝালিয়ে নিচ্ছেন নাথান লায়োন। মঙ্গলবার পারথে।

বিরুদ্ধে বিরাটের চলতি ব্যর্থতাকে।

অজি অফস্পিনার লায়োন বলেছেন, 'রেকর্ড বিরাটের পক্ষে কথা বলবে। আর চ্যাম্পিয়নকে কখনও বাতিল করা যায় না। ওর প্রতি পূর্ণ সম্মান রয়েছে আমারও। তবে বিরাটের উইকেট নেওয়া আমার লক্ষ্য। চ্যালেঞ্জিং হলেও এই নিয়ে লুকোচুরির কিছু নেই। স্মিথ, বিরাট বর্তমান প্রজন্মের সেরা দুই ব্যাটার। অতীতে ওর সঙ্গে দ্বৈরথ উপভোগও করেছি।'

ভারতীয় দলকে নিয়েও সতর্ক লায়োন। অজি অফস্পিনারের কথায়, 'বিপজ্জনক প্রতিপক্ষ। সুপারস্টারে ভরা দল। অত্যন্ত অভিজ্ঞ দলও। একই সঙ্গে একঝাঁক প্রতিভাবান তরুণ ক্রিকেটার। যাদের অবহেলা করা মুশকিল। নিউজিল্যান্ড সিরিজ উৎসাহ জোগালেও আমার বিশ্বাস ওরা সেরাটা দেওয়ার জন্য ঝাঁপাবে।'

গতকাল থেকে পারথে টেস্ট মোডে ঢুকে পড়েছে ক্যাঙারু ব্রিগেড। অপটাস স্টেডিয়ামের সবুজ পিচের সুবিধা পুরোদস্তুর আদায়ে আদাজল খেয়ে ছাত্রদের নিয়ে অনুশীলনে হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। প্রস্তুতিতে নজর কাড়ছেন অ্যালেক্স ক্যারি। টেকনিকে বদল এবং ব্যাটিং মানসিকতায় বদলের প্রতিফলন মিলছে ক্যারির পারফরমেন্সে।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে অপরাজিত ৯৮ রানের ম্যাচ উইনিংস ইনিংস খেলেন। ভারত-সিরিজেও ক্যারি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে চলেছেন। বছর তেত্রিশের ক্যারির কথায়, 'টানা ক্রিকেটের মাঝে ব্যাটিং নিয়ে কাটাছেঁড়ার সময় থাকে না। তবে ব্যাটিং-উন্নতি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। যখনই সুযোগ মেলে পরিশ্রম করি। শটের সময় হাতের পজিশন নিয়ে কিছুটা পরিবর্তন করেছি। বদলেছি ব্যাটিং অ্যাপ্রোচও। যা আমাকে দিশা দেখাচ্ছে।'

পারথে নীতীশকে খেলাও : সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বাজনা বাজতে শুরু করেছে। আজ পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনও শুরু হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তারপরও ভারতীয় দলের প্রথম একাদশের কম্বিনেশন থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় আজ সেই জট কাটাতে আসরে নেমেছেন। এক ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মহারাজ একসঙ্গে অনেকগুলি বিষয় স্পষ্ট করেছেন। রানের মধ্যে না থাকা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির প্রতি তাঁর আস্থার কথা জানিয়েছেন। পারথের অপটাস স্টেডিয়ামের সবুজ উইকেটে অলরাউন্ডার হিসেবে এখনও টেস্ট অভিষেক না হওয়া নীতীশ কুমার রেড্ডিকে খেলানোর পরামর্শও দিয়েছেন তিনি। সৌরভের কথায়, 'পারথ ও ব্রিসবেনের গতি, বাউন্সের সবুজ পিচে দুই স্পিনার খেলানোর কোনও মানেই হয় না। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা কী, আমার জানা নেই। তবে ওদের উদ্দেশে বলছি, নীতীশকে খেলানোর কথা ভাবা যেতে পারে। ওর বোলিংয়ের পাশে লোয়ার অর্ডার ব্যাটিং ভারতীয় দলের ভারসাম্য বাড়াবে।'

পারথে নীতীশের টেস্ট অভিষেক হবে কি না, শুক্রবার খেলা শুরু হলেই বোঝা যাবে। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মনের মধ্যে কাঁটা হিসেবে খচখচ করছে কোহলির ফর্ম। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক একেবারেই ছন্দে নেই। অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতির পাশে বিরাটের অফ ফর্ম পারথ টেস্টের আগে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের জন্য মাথাব্যথা। দেশের অন্যতম সফল অধিনায়ক সৌরভ অবশ্য কোহলির অভিজ্ঞতা ও স্কিলের উপর আস্থা রাখছেন। বিরাটের পাশে দাঁড়িয়ে সৌরভ আজ বলেছেন, 'বিরাটের উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ওর স্কিল ও অভিজ্ঞতা আসন্ন সিরিজে ভারতের কাজে লাগবে। আর হ্যাঁ, কোহলির মতো ব্যাটার বেশিদিন রানের বাইরে থাকবে না। অতীতে অস্ট্রেলিয়ায় অনেক ভালো ইনিংস রয়েছে ওর। এবারও ও রান করবে।' আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার 'এক্স' ফ্যাক্টর হিসেবে ঋষভ পন্থের নাম করেছেন মহারাজ। বলেছেন, 'ঋষভ অতীতে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছে। এবারও ভারতীয় দলের সাফল্যের এক্স ফ্যাক্টর ওই।' ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিটনেসের প্রমাণ দিয়ে মহম্মদ সামিও দ্রুত অস্ট্রেলিয়া পৌঁছানোর বড় দাবিদার হয়ে উঠেছেন। সৌরভও মনে করছেন, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সামিকে প্রয়োজন ভারতীয় দলের।

ভবিষ্যদ্বাণী কোচ জোয়ালার
যশস্বী পরবর্তী কিংবদন্তি

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী কিংবদন্তি?

আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে স্বপ্নের অভিষেকেই যে সম্ভাবনা উসকে দিয়েছেন। বাইশ বছরের তরুণ যশস্বী জয়সওয়ালের ভয়ডরহীন ক্রিকেট আগামী দিনে ক্রিকেট দুনিয়াকে শাসন করবে বলে মনে করেন প্রাক্তনদের অনেকেই। ছাত্রকে নিয়ে সেই গর্বের সুর যশস্বীর কোচ জোয়ালা সিংয়ের কথাতেও। বিশ্বাস, আগামী কয়েক বছরে কিংবদন্তিদের তালিকায় জায়গা করে নেবে।

সিডনি মর্নিং হেরাল্ডকে জোয়ালা বলেছেন, 'আমার ধারণা ৪-৫ বছরের মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেটের পরবর্তী কিংবদন্তি হয়ে উঠবে ও। দেশকে প্রতিনিধিত্ব করাই শুধু এখন লক্ষ্য নয়। যশস্বীর লক্ষ্য পরবর্তী কিংবদন্তি হয়ে ওঠাও।' ২০২৩ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে অভিষেক টেস্টে ১৭২ রান করেন। ১৪টি টেস্টে সংগ্রহ ১৪০৭ রান। তিনটি তিন অঙ্কের স্কোর, যার দুইটিই আবার দ্বিশতরান।

ভারতীয় ক্রিকেটকে যশস্বী উপহার দেওয়া জোয়ালা পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন, 'নেট থেকে বেরিয়ে আসা সেদিনের ছোট্ট ছেলেটাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কোথায় থাকো? বলেছিল উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছি, এখানে টেন্টে থাকি। বাড়ি ছেড়ে একা! ওর গল্পের সঙ্গে নিজের শুরুর লড়াইয়ের মিল খুঁজে পাচ্ছিলাম। প্রথমবার মুম্বইয়ে এসে একই অবস্থা হয়েছিল আমার। মনে হয়েছিল, যশস্বীই পারে আমার স্বপ্নপূরণ করতে। ওকে বলেছিলাম, তোমাকে ভারতীয় দলে পৌঁছে দেব।'

রোগা-পাতলা, ফিটনেসে কমজোরি ছেলেটাকেই নিয়ে তারপর থেকে লেগে থাকা। জোয়ালার কথায়, 'ফিটনেস ভালো ছিল না। হাঁটুতেও চোট। কিন্তু ওকে ইন্ডিয়ার প্লেয়ার বানাব, সেই নেশা পেয়ে বসেছিল। যশস্বীও প্রচুর পরিশ্রম করেছে। ফল সবার সামনে।'

যশস্বীকে নিয়ে বড় পূর্বাভাস রবি শাস্ত্রীরও। প্রাক্তন হেডকোচের দাবি, 'এখনই ও ওয়ার্ল্ড ক্লাস ক্রিকেটার। তবে আমার ধারণা, অস্ট্রেলিয়া সফরের পর আরও বেটার প্লেয়ার হিসেবে দেশে ফিরবে যশস্বী। ইংল্যান্ড সিরিজ দেখুন। ওকে শুধু স্বাধীনতা দিতে হবে। ক্রিকেট-আবেগের পাশাপাশি খিদেটা পরিষ্কার। শুধু চোখে নয়, প্রতিফলন ওর পারফরমেন্স, খেলার মধ্যেও।'

শাস্ত্রীর বিশ্বাস, নতুন বলে প্রতিকূল সময় কাটিয়ে দিতে পারলে অস্ট্রেলিয়ার পিচে খেলাটা উপভোগ করবে। শক্তিশালী অজি বোলিং ব্রিগেডের বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জে রান পাবে। সাফল্যের গ্রাফ যত ঊর্ধ্বমুখী হবে, আত্মবিশ্বাস বাড়বে। মানসিকভাবে যা যশস্বীকে আরও পরিণত করে তুলবে।

শুরুতেই ইনিংসের রিংটোন সেট করার দায়িত্ব থাকবে যশস্বী জয়সওয়ালের কাঁধে।

ডনের দেশে যাচ্ছেন রিচাও

মুম্বই, ১৯ নভেম্বর : অস্ট্রেলিয়া সফরে আসন্ন তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজের জন্য ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল ঘোষণা করা হয়েছে। সেই দলে ফিরেছেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষ। পরীক্ষার জন্য ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে খেলেননি এই বঙ্গতনয়া। এবার স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বড় পরীক্ষার মুখে পড়তে চলেছেন রিচা। ডাক পেয়েছেন আরেক বঙ্গতনয়া তিতাস সাধু। এখনও পর্যন্ত ওডিআই না খেলা এই পেসার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে নিজের ওডিআই অভিষেকের অপেক্ষায় থাকবেন।

খারাপ ফর্মের কারণে অবশ্য দল থেকে বাদ পড়েছেন ওপেনার শেফালি ভার্মা। ২০২৩ সালেও ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে বাদ পড়েছিলেন এই ভারতীয় ওপেনার। সেবার স্মৃতি মান্ধানার সঙ্গে ইয়াস্তিকা ভাটিয়াকে ওপেনিং নামানো হয়েছিল। তিন নম্বরে ব্যাট করেছিলেন রিচা। এবারেও অস্ট্রেলিয়া সফরে ওপেনার হিসেবে মান্ধানার সঙ্গী হতে পারেন ইয়াস্তিকা। অভিজ্ঞ প্রিয়া পুনিয়াকে দলে ফেরানো হয়েছে। তিন নম্বরে তিনিও বিকল্প হতে পারেন। এদিকে, প্রায় এক বছর পর প্রত্যাবর্তন হয়েছে হার্লিন দেওলের। ৫ ডিসেম্বর ব্রিসবেনে সিরিজের প্রথম ম্যাচ খেলবেন রিচারা।

ভারতীয় দল : হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ অধিনায়ক), প্রিয়া পুনিয়া, জেমিমা রডরিগেজ, হার্লিন দেওল, ইয়াস্তিকা ভাটিয়া, রিচা ঘোষ, তেজল হাসাবনিস, দীপ্তি শর্মা, মিন্নু মণি, প্রিয়া মিশ্র, রাধা যাদব, তিতাস সাধু, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেণুকা সিং ঠাকুর ও সাইমা ঠাকোর।

অস্ট্রেলিয়ায় রান পাবেন শুভমান

বিশ্বাস দ্রাবিড়ের

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : প্র্যাকটিস সেশনে আঙুলে চোট।

শুক্রবার শুরু পারথ টেস্ট থেকে আগেই ছিটকে গিয়েছেন। অ্যাডিলেডে দিনরাতের টেস্টের আগে অবশ্য ম্যাচ ফিট হয়ে যাবেন, বিশ্বাস ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের। সেই শুভমান গিলকে নিয়ে আত্মবিশ্বাসী রাহুল দ্রাবিড়। তিন নম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পজিশন একদা সামলেছেন দ্রাবিড়, চেতেশ্বর পূজারার মতো তারকারা। তিনের গুরুভার এবার গিলের কাঁধে।

দ্রাবিড়ের বিশ্বাস, দায়িত্ব পালনে সফল হবে শুভমান। কেরিয়ারের শুরুর দিকে ওপেন করলেও বেশি ম্যাচ খেলেছেন তিন নম্বরেই। ১৪টি টেস্টে এই পজিশনে করেছেন ৯২৬ রান। গড় ৪২.০৯। তিনটি করে সেঞ্চুরি আর হাফ সেঞ্চুরি। উঠতি ক্রিকেটারের নিরিখে প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। রান পেয়েছেন গত অজি সফরেও। ব্রিসবেনের ঐতিহাসিক ম্যাচে ৯১ রানের ইনিংস খেলেন।

তাঁর বিশ্বাস, গিলের সাফল্য এবারও বজায় থাকবে। ৯১ রানের ইনিংসের কথা টেনে দ্রাবিড় বলেন, 'শুভমান দুর্দান্ত ক্রিকেটার। গতবার

> ভালো শুরু গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে। কে রান পেল, তা বিচার্য নয়।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

অস্ট্রেলিয়ায় সাফল্যও পেয়েছিল। প্রত্যেকে ব্রিসবেনে ঋষভের ৮৯-এর কথা বলে। ভুল বলে না। তবে পঞ্চম দিনে রিংটোন সেট করে দিয়েছিল শুভমানের ৯১ রানের ইনিংস। দুর্দান্ত প্রতিভা, ক্রিকেটার। বয়স কম। এখনও শিখছে। আমার কিংবা পূজারার সঙ্গে ওর খেলার ধরন আলাদা। কিন্তু ওর প্রতিভা, দক্ষতা প্রশংসনীয়।'

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ভারতকে সফল হতে হলে টপ অর্ডারের রান পাওয়া জরুরি বলে মনে করেন দ্রাবিড়। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বেশ কিছু স্মরণীয় ইনিংসের মালিক বলেছেন, 'ভালো শুরু গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া সিরিজে। কে রান পেল, তা বিচার্য নয়। মূল কথা, ভালো শুরু। যে দায়িত্বটা টপ অর্ডার ব্যাটারদেরই নিতে হবে। প্রথম চারের মধ্যে দুজন বড় রান পেয়ে গেলে আকর্ষণীয় সিরিজ হতে চলেছে। অস্ট্রেলিয়ায় নতুন কোকাবুরা বল, ইনিংসের শুরুর পরিবেশ সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। টপ ফোর এই সময়টা ঠিকঠাক সামলে দিলে লোয়ার অর্ডার ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পেয়ে যাবে।'

দিল্লির বিকল্প ভাবনায় ঈশান

ক্যাপিটালস ত্যাগে অর্থ কারণ নয় : ঋষভ

নয়াদিল্লি, ১৯ নভেম্বর : দিল্লি ক্যাপিটালসের সঙ্গে দীর্ঘ সম্পর্কে ইতি।

পার্থ জিন্দালদের রিটেনশনের তালিকায় জায়গা হয়নি অধিনায়ক ঋষভ পন্থের। ফ্র্যাঞ্চাইজি আর ঋষভের যে সিদ্ধান্তের নেপথ্যে অনেকে অর্থকে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর বলে মনে করছেন। অভিযোগ, তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটারের বিশাল অঙ্কের দাবির জন্য সম্পর্কে ইতি। যদিও পারথ টেস্টে ব্যস্ততার মাঝে সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন ঋষভ।

বিতর্কে প্রথমবার মুখ খুলে ঋষভের দাবি, দিল্লি ছাড়ার পিছনে অর্থ কোনও কারণ নয়। সামাজিক মাধ্যমে করা পোস্টে লিখেছেন, 'শুধু বলতে চাই, আমার রিটেনশন সিদ্ধান্তের পিছনে অর্থের কোনও যোগ নেই।' দিল্লি চারজনকে এবার ধরে রেখেছে। তাঁরা হলেন অক্ষর প্যাটেল (১৬.৫ কোটি), কুলদীপ যাদব (১৩.৫ কোটি), দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রিস্টান স্টাবস (১০ কোটি) ও আনক্যাপড বাংলার অভিষেক পোড়েল (৪ কোটি)।

দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্রের খবর, ঋষভের বিকল্প হিসেবে ঈশান কিষান টার্গেট পার্থ জিন্দালদের। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবার ছেড়ে দিয়েছে ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটারকে। তবে অতীতেও মুম্বই মেগা নিলামে বিরাট-অঙ্কে ঈশানকে দলে ফিরিয়েছে। এবারও সেই সম্ভাবনা থাকছে। সেক্ষেত্রে ঈশানকে নিয়ে ২৪ নভেম্বর শুরু মেগা নিলামের টেবিলে দিল্লি বনাম মুম্বই দ্বৈরথ উত্তাপ ছড়াতে পারে।

সুনীল গাভাসকার যদিও মনে করেন, দিল্লি একটা আরটিএম কার্ড তুলে রেখেছে ঋষভের জন্যই। আলোচনার টেবিলের অর্থ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে মতানৈক্য হয়নি। সেক্ষেত্রে নিলামে ওঠা দর দেখে পদক্ষেপ করবে দিল্লি ফ্র্যাঞ্চাইজি। বলেছেন, 'নিলামে হয়তো ঋষভকে ফেরাবে দিল্লি। অনেক ক্ষেত্রে দুই পক্ষের আলোচনায় অর্থ কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। আমার ধারণা, ঋষভের ক্ষেত্রে তেমনই কিছু ঘটেছিল। তবে মন বলছে, দিল্লি ঋষভের জন্য ঝাঁপাবে।'

শুভেচ্ছা

☺ **কৌশিক ও রুপা (ভারতনগর):** শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল। শুভ কামনায় **"মাতঙ্গিনী ক্যাটারার"**, (Veg & N/Veg.), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

গোলে ফিরতে বাড়তি অনুশীলনে দিমি-কামিংস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : সুভাষ ভৌমিক, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, সুব্রত ভট্টাচার্যরা গল্প করতেন কীভাবে অফফর্ম, গোল-খরা কাটাতে তাঁরা একা একা রোজকার প্রস্তুতির পরও অনুশীলন করে যেতেন!

এদিন মোহনবাগান মাঠে যেন সেই নস্টালজিয়া আবারও ফিরে এল! এখনও পর্যন্ত নিজের সেরা ছন্দে নেই গত দুই মরশুমে দলের একনম্বর প্রাণভোমরা। মোহনবাগান গ্যালারির প্রিয় 'দিমি দিমি' আওয়াজও তাই ফিকে। জোকারের মতো মুখ ঢেকে সেলিব্রেশন করার তেমন সুযোগ পাচ্ছেন না গত মরশুমে দলের এক নম্বর গোলদাতাও। জেসন কামিংস খেলার থেকে বেশি ঘুরে বেড়ান, তাঁর খেলায় মন নেই, এইরকম নানাবিধ মন্তব্য তাঁকে ঘিরে। নিশ্চিতভাবেই এই দুইজনের এসব শুনতে ভালো লাগার কথা নয়। দেখা গেল, গোটা দল অনুশীলন শেষ করে যখন সাজঘরের পথে তখন দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও কামিংস গোলে শট মেরেই চলেছেন ধীরাজ সিং মৈরাংথেমকে দাঁড় করিয়ে। বোঝা গেল, ছন্দে ফিরতে মরিয়া তাঁরা। অনুশীলনে প্রচুর গোল করলেন কামিংস। চ্যাম্পিয়নশিপের সময়কার চুলে করা সোনালি-সাদা রং আবার করিয়ে ফিরেছেন দিমি। সম্ভবত সেই চ্যাম্পিয়ন্স লাক ফেরাতে চাইছেন তিনি। ফুটবলাররা অনেকেই এই তুকতাক মেনে চলেন নিজেদের অফফর্ম ফেরাতে। অনুশীলন শুরুর আগে অবশ্য উপস্থিত সাংবাদিকদের সঙ্গে হাতের পেশির জোর বাড়ানোর ভটেক্স মেশিন নিয়ে খোশগল্প করতে দেখা গেল দিমিকে। তবে যাই করুন না কেন, আদতে যে গোলে ফিরতে মরিয়া তিনি এবং কামিংস, সেটা স্পষ্ট বাড়তি অনুশীলন থেকে চুলের রং বদল, সবেতেই।

গ্রেগ স্টুয়ার্ট এখনও চোটের কবলে। আন্তর্জাতিক বিরতির আগে ওড়িশা এফসি ম্যাচ থেকে ম্যানেজমেন্ট থেকে বলা হচ্ছে তিনি খেলার জন্য তৈরি। চোট খুব গুরুতর নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যতটা হালকা বলে ম্যানেজমেন্টের তরফে বলা হচ্ছিল, তেমনটা নয়। এদিনও তিনি এবং অনিরুদ্ধ থাপা ফিজিকাল ট্রেনারদের অধীনেই কাটালেন। তবে খানিকটা হলেও উপস্থিত সমর্থকরা স্বস্তি পেলেন যখন মাঠের ধারে দুইজনকে দৌড়তে এবং বল নিয়ে হালকা অনুশীলন করতে দেখা গেল।

আবেগতাড়িত অনুরাগী ফেডেরার

বিদায় মঞ্চে নাদাল

মালাগা, ১৯ নভেম্বর : সময়টা কম নয়। দুই দশকেরও বেশি। টেনিস বিশ্বকে মাতিয়ে রেখেছিলেন রাফায়েল নাদাল। টেনিস কোর্টে তাঁর যাত্রা শেষ হচ্ছে। স্প্যানিশ কিংবদন্তি বিদায়ের মঞ্চ হিসাবে বেছে নিয়েছেন ডেভিস কাপকে। মঙ্গলবার শেষ পেশাদারি প্রতিযোগিতায় নামলেন। আবেগতাড়িত গোটা বিশ্ব। রাফার বিদায়বেলায় মন খারাপ চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রজার ফেডেরারেরও।

ফেডেক্স যে শুধুই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নন, বন্ধুও। কোর্টে যখনই মুখোমুখি হয়েছেন কেউ কাউকে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়েননি। কয়েক বছর আগে পর্যন্তও একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর রাফা-ফেডেক্সের দ্বৈরথ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছেন টেনিসপ্রেমীরা। আবার কখনও দুইজনে লড়েছেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। ফেডেরার পেশাদার টেনিসে শেষ ম্যাচটা খেলেছিলেন স্প্যানিশ বন্ধু নাদালকে সঙ্গী করে। সেই রাফার বিদায়বেলায় প্রায় ছয়শো শব্দ খরচ করে আবেগঘন বার্তা লিখলেন সুইস কিংবদন্তি ফেডেরার।

নাদালের অনুরাগী ফেডেরার লিখেছেন, 'আবেগে ভেসে যাওয়ার আগে কিছু কথা বলতে চাই। তুমি আমাকে যত ম্যাচে হারিয়েছ, আমি তা পারিনি। তোমার মতো কেউ আমাকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলতে পারেনি। সুরকির কোর্টে খেলতে নেমে বারবার মনে হয়েছে, তোমার ঘরের মাঠে খেলছি। খেলা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছ তুমি।' নিজেকে সরাসরি রাফার অনুরাগী বলে ঘোষণা করে তাঁর বার্তা, 'জানিয়ে রাখি, আমি তোমার অনুরাগী ছিলাম। তোমার জন্য টেনিসকে আরও বেশি করে ভালোবেসেছি। আমরা প্রায় একইসঙ্গে কেরিয়ার শুরু করেছিলাম। শেষও করছি প্রায় একসঙ্গে। তোমার জন্য স্পেন গর্বিত। গর্বিত গোটা টেনিস বিশ্ব। প্রতিপক্ষ হিসাবে কখনও আমরা একে অপরকে জমি ছাড়িনি, আবার কোর্টের বাইরে বন্ধুর মতো মিশেছি। তুমি সব সময় জানবে, তোমার হয়ে চিৎকার করার জন্য আমি আছি। টেনিস থেকে অবসর নেওয়ার পর তুমি যা করবে, আমি তাতেও তোমার পাশে থাকব। আমি তোমার সব সময়ের ভক্ত।' একইসঙ্গে মায়ামিতে প্রথম মুখোমুখি হওয়া থেকে ২০২২ সালে লন্ডনে শেষ পার্টনার হিসাবে কোর্ট শেয়ার করার স্মৃতিচারণও করেছেন।

পেশাদার কেরিয়ারের শেষ সিঙ্গলস ম্যাচে চেনা মেজাজে রাফায়েল নাদাল।

চলতি সপ্তাহে চূড়ান্ত সূচি

আইসিসি-র কড়া বার্তা পাক বোর্ডকে

লাহোর, ১৯ নভেম্বর : হাইব্রিড মডেল মেনে না নিলে বড়সড়ো আর্থিক ক্ষতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। ঘুরিয়ে কার্যত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে (পিসিবি) কড়া বার্তা দিল আইসিসি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে দল পাঠাবে না ভারত। আইসিসিকে নিজেদের অবস্থান ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করে দিয়েছে বিসিসিআই। জট কাটাতে হাইব্রিড মডেলের প্রস্তাব দেওয়া হলেও পিসিবি-ও তা মানতে রাজি নয়। সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে পিসিবি-কে বোঝাতে পাকিস্তান সফরে রয়েছেন আইসিসি-র একাধিক শীর্ষকর্তা। পাক বোর্ডের সঙ্গে বৈঠকে নরমে-গরমে হাইব্রিড মডেল মেনে নেওয়ার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। হাইব্রিড মডেল না মানলে পুরো টুর্নামেন্ট সরানোর কথাও উঠেছে বৈঠকে। সেক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হবে পিসিবি-কে।

এদিকে, ভারত-পাকিস্তান টানাপোড়েনে আটকে টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশ। আশা করা হচ্ছে, চলতি সপ্তাহেই হয়তো তা প্রকাশ করা হবে। আইসিসির এক আধিকারিকের দাবি, 'পাকিস্তানকে রাজি করানোর (হাইব্রিড মডেল নিয়ে) নিরন্তর প্রয়াস জারি। চাপ বাড়াচ্ছে আইসিসি-ও। আমরা আশাবাদী দুই-একদিনের মধ্যে জট কাটবে এবং চলতি সপ্তাহেই হয়তো চূড়ান্ত সূচি ঘোষণা করা সম্ভব হবে।'

ইস্টবেঙ্গলকে আশ্বাস দিল ফেডারেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কল্যাণ চৌবে অনুপস্থিত। ফেডারেশন সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ম্যাচের পর রেফারিং নিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এআইএফএফ সভাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ চেয়ে চিঠি পাঠায় লাল-হলুদ। তার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার তাদের হায়দাবাদে ডেকে পাঠানো হয়। এদিন মুখোমুখি সাক্ষাতে রেফারিং নিয়ে নিজেদের অভিযোগ ফেডারেশনকে জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। একইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে বিদেশি রেফারি ব্যবহার ও আইএসএলে ভিএআর প্রবর্তনের আবেদন জানানো হয়। ফেডারেশনের তরফে বিদেশি রেফারি ব্যবহারের বিষয়টি নাকচ করে রেফারিংয়ের মানোন্নয়নের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বলা হয়েছে, ভিএআর অর্থ সাপেক্ষ, তাই আইএসএলে ব্যবহারের জন্য আরও কিছুটা সময় লাগবে। তবে যা খবর বছর খানেকের মধ্যেই হয়তো পরীক্ষামূলকভাবে ভিএআরের প্রবর্তন হতে পারে ভারতীয় ফুটবলে।

ইস্টবেঙ্গল শীর্ষকর্তা দেবব্রত সরকার বলেছেন, 'ফেডারেশনের কাছে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। সময়সাপেক্ষ হলেও ভিএআর প্রবর্তনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।' একইসঙ্গে ৮ মার্চ আইএসএলে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচটি পিছোনোর ব্যাপারেও ফেডারেশন এফএসডিএলের সঙ্গে কথা বলবে বলে আশ্বাস মিলেছে বলে জানান লাল-হলুদ শীর্ষকর্তা।

নেশনস লিগে রুদ্ধশ্বাস জয় স্পেনের

সান্তাক্রুজ ও স্পিলিত, ১৯ নভেম্বর : নেশনস লিগে গ্রুপের শেষ ম্যাচে আটকে গেল পর্তুগাল। ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ১-১ গোলে ম্যাচ ড্র করেই সন্তুষ্ট থাকতে হল রবার্তো মার্টিনেজের দলকে। গ্রুপ থেকে শেষ আটের ছাড়পত্র পেল ক্রোটরাও। অন্যদিকে, নিয়মরক্ষার ম্যাচে সুইৎজারল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারাল স্পেন।

গ্রুপ শীর্ষে থেকে কোয়ার্টারে খেলা নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় এই ম্যাচে যে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে তা আগেই নিশ্চিত করেছিলেন পর্তুগাল কোচ মার্টিনেজ। স্কোয়াডে ছিলেন না দলের আরও দুই তারকা ব্রুনো ফার্নান্ডেজ ও বার্নার্ডো সিলভাও।

আটকে গেল রোনাল্ডোহীন পর্তুগাল

ক্রোয়েশিয়াকে ১ পয়েন্ট এনে দেওয়া জসকো ভার্ডিওলকে ঘিরে উল্লাস সতীর্থদের। সোমবার রাতে পর্তুগালের বিরুদ্ধে।

> মনে হল দুইটি আলাদা ম্যাচ খেললাম। প্রথমার্ধে দলের প্রত্যেকে কিছুটা হলেও ক্লান্ত ছিল। যার জন্য পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বিরতির পর আমরা আলাদা এনার্জি নিয়ে নেমেছিলাম। বলের নিয়ন্ত্রণ বেশি ছিল আমাদের। অনেকবেশি সুযোগ তৈরি করেছি। বিপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করেই গোলটা এসেছে। -জসকো ভার্ডিওল

স্বাভাবিকভাবেই ছন্দ খুঁজে পেতে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় পর্তুগালকে। ৩৩ মিনিটে জোয়াও ফেলিক্সের করা গোলে লিড নেয় তারা। উলটোদিকে ম্যাচে ফিরতে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই পালটা চাপ বাড়াতে থাকে ক্রোয়েশিয়া। ৬৫ মিনিটে জসকো ভার্ডিওলের গোলে সমতায় ফেরে তারা। আন্দ্রেজ ক্রামারিচের শট পোস্টে লেগে না ফিরলে আরও আগেই ম্যাচে ফিরতে পারত ক্রোয়েশিয়া। ড্র করার সুবাদে পর্তুগালের পাশাপাশি গ্রুপে দ্বিতীয় স্থানে থেকে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল ক্রোটরাও।

অন্যদিকে, গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচে সুইৎজারল্যান্ডকে নাটকীয়ভাবে হারাল স্পেন। ম্যাচের ফল ৩-২। ৯০ মিনিট পর্যন্ত স্কোরলাইন ছিল ২-২। ম্যাচের শুরু থেকে আধিপত্য ছিল স্প্যানিশ আর্মাডার। ৩০ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি পায় লুইস ডে লা ফুয়েন্তের দল। পেদ্রির নেওয়া শট অবশ্য রুখে দেন সুইস গোলরক্ষক। ফিরতি বলে নিকো উইলিয়ামসের নেওয়া শটও প্রতিহত হয় রক্ষণে। তবে বল তারা পুরোপুরি বিপন্মুক্ত করতে পারেননি। সুযোগ কাজে লাগিয়েই লক্ষ্যভেদ করেন ইয়েরেমি পিনো। ৬৩ মিনিটে সমতা ফেরায় সুইসরা। ৫ মিনিটের ব্যবধানে স্পেনকে ফের এগিয়ে দেন ব্রায়ান গিল। ৮৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয়বার সমতায় ফেরে সুইৎজারল্যান্ড। এদিকে ম্যাচের সংযুক্তি সময় আরও একবার পেনাল্টি পায় ফুয়েন্তের দল। ব্রায়ান জারাগোজা স্পটকিক থেকে গোল করেই স্পেনের জয় নিশ্চিত করেন।

স্পেনকে এগিয়ে দিয়ে লাফ ইয়েরেমি পিনোর।

জোসেফকে খেলানোর চেষ্টা মহমেডানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : সামনেই বেঙ্গালুরু এফসি ম্যাচ। তার আগে দলের নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেইকে ফিট করার চেষ্টা করছে মহমেডান। যদিও এই আফ্রিকান ডিফেন্ডার জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে তিনি খেলবেন কি না তা নিশ্চিত নয়। মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মহমেডান প্র্যাকটিসে রিহ্যাব করে গেলেন জোসেফ। পরে তিনি বলেছেন, 'আমি জানি না, বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলতে পারব কি না। দেখা যাক।' তবে টিম ম্যানেজমেন্ট আদজেইকে সুনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে খেলানোর মরিয়া চেষ্টা করছে।

প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু

এদিন মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি আরেক বিদেশি কার্লোস ফ্র্যাঙ্কা। তাঁর পায়ে ফোসকা পড়ায় এদিন কেবল মোজা পরে বেশিরভাগ সময় সাইডলাইনে ফিজিকাল ট্রেনিং করলেন। শেষদিকে বেশ কয়েকবার সাবলীলভাবে শট নিতেও দেখা গেল। অনুশীলন শেষে তিনি বলেছেন, 'পায়ে ফোসকা পড়েছে। তবে তেমন গুরুতর বিষয় নয়। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলতে পারব।' মঙ্গলবার অনুশীলনে ডিফেন্ডারদের নিয়ে আলাদা অনুশীলন করান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। পাশাপাশি আক্রমণভাগের ফুটবলারদের দিকেও বাড়তি নজর দিয়েছিলেন তিনি। এদিকে, বুধবার ও বৃহস্পতিবার দুইটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মহমেডান। প্রথম ম্যাচটি নিজেদের রিজার্ভ দলের বিরুদ্ধে খেলবে। পরের ম্যাচটির জন্য প্রতিপক্ষ এখনও ঠিক হয়নি। শুক্রবার অনুশীলন বন্ধ থাকবে মহমেডানের। শনিবার থেকে বেঙ্গালুরু ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করবেন চেরনিশভ।

TECHNO INDIA SILIGURI INSTITUTE OF TECHNOLOGY

CAREER OPPORTUNITY
WALK-IN-INTERVIEW
ENGINEER (Project)
Required : B. Tech/Diploma in CIVIL Engineering with sound technical knowledge. Preference will be given to the experienced candidates. Work place MALDA and TAKDAH, Dist: Darjeeling
Date of Interview : 25/11/2024
Time of Interview : 11.30 am onwards
Venue of Interview : SIT Campus
For appearing in Interview carry all the original academic/experience credentials & updated CV.
Helpline: 9002825360

প্রকাশিত হল
ড. পি সি দাস রচিত
পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ
LATEST REVISED EDITION
Applied English Grammar and Composition
with Additional Chapter Correction of Errors
ISBN: 978 93 92328 08 4
₹500

P C Das BEGINNERS' APPLIED ENGLISH GRAMMAR & COMPOSITION WITH ELEMENTARY SPOKEN ENGLISH
BEGINNERS' Applied English Grammar & Composition with Elementary Spoken English
ISBN: 978 81 94734 72 7
₹400

নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের জন্য
BRIGHTER English Grammar and Composition [ANGLO-BENGALI] Dr P C Das Class IX-X NEW EDITION
BRIGHTER English Grammar and Composition [ANGLO-BENGALI]
ISBN: 978 93 92328 63 3
₹360

প্রাপ্তিস্থান
কথা ও কাহিনী® প্রকাশনী প্রা. লি.
১৭, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯
৯৩, মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭
KOKP

সুদীপদের সাফল্যের মন্ত্র দিলেন ঋদ্ধিমান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : সর্বভারতীয় টি২০ প্রতিযোগিতা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির লক্ষ্যে বুধবার সকালের বিমানে কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে রাজকোট উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল। তার আগে আজ সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে সুদীপ ঘরামির নেতৃত্বাধীন বাংলা দলকে উৎসাহ ও সাফল্যের মন্ত্র দিয়ে গেলেন ঋদ্ধিমান সাহা ও অনুষ্টুপ মজুমদার। তাঁরা সকালে বাংলা দলের অনুশীলনে হাজির হয়ে সুদীপদের সঙ্গে দীর্ঘসময় কাটালেন। চমকপ্রদভাবে ঋদ্ধিমান সতীর্থদের অনুশীলনও করালেন আজ।

আজ রাজকোট যাচ্ছে বাংলা

ঋদ্ধিমান, অনুষ্টুপদের কেউই মুস্তাক আলির বাংলা দলে নেই। কিন্তু তারপরও তাঁরা সকালের অনুশীলনে হাজির হয়েছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় ও কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার আহ্বানে। সকালে ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনের পর বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'রনজি ট্রফির গ্রুপ পর্বের এখনও দুইটি ম্যাচ বাকি রয়েছে আমাদের। তার মাঝেই শুরু হতে চলেছে মুস্তাক আলি। যেখানে অতীতে বহু ম্যাচ খেলেছে ঋদ্ধি-অনুষ্টুপরা। তাই ওদের আমরা অনুরোধ করেছিলাম বাংলা দলকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য।' রনজিতে বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ নিজে হাতেকলমে অনুশীলন করাননি তাঁর সতীর্থদের। কিন্তু ঋদ্ধি করিয়েছেন। তিনি মূলত বাংলার উইকেটকিপার ব্যাটারদের নিয়ে দীর্ঘসময় অনুশীলন চালান। বাংলার অনুশীলনের মাঝে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিসও হাজির হয়েছিলেন। তিনিও বাংলার ক্রিকেটারদের উৎসাহ দেন। জানা গিয়েছে, আগামীকাল সন্ধ্যায় টিম বাংলা রাজকোটে পৌঁছে যাচ্ছে। সম্ভবত বুধবার রাতেই বেঙ্গালুরু থেকে রাজকোটে পৌঁছে যাবেন মহম্মদ সামিও। পরশু থেকে সামিরও রাজকোটের মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলন করার কথা।

সাকির হাবিব গাদ্ধিকে কিপিংয়ের পরামর্শ ঋদ্ধিমানের।

জাপানকে হারিয়ে ফাইনালে ভারত

রাজগির, ১৯ নভেম্বর : এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে উঠল ভারতীয় মহিলা হকি দল। মঙ্গলবার সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারাল জাপানকে। ভারতের হয়ে গোল করেন নভনীত কাউর ও লালরেমসিয়ামি। এদিন ম্যাচের প্রথম তিনটি কোয়ার্টারে কোনও গোল হয়নি। শেষ কোয়ার্টারে ৪৮ মিনিটে ভারতকে এগিয়ে দেন নভনীত। ৫৬ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন লালরেমসিয়ামি। এদিন জাপানের গোলরক্ষক ইউয়ু কুডো বেশ কয়েকটি নিশ্চিত গোল না বাঁচালে আরও বড় ব্যবধানে জিততে পারতেন নভনীতরা। বুধবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত মুখোমুখি হবে চিনের। এদিন অপর সেমিফাইনালে চিন ৩-১ গোলে মালয়েশিয়াকে হারিয়েছে।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন থানে-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, থানে - এর একজন বাসিন্দা যশবন্ত পন্ডিত কাকাদে - কে 13.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

সাপ্তাহিক লটারির 62E 54568 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি সাধারণ মানুষকে কোটিপতি হওয়ার জন্য বৃহত্তর একটি সুযোগ এনে দিয়েছে স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে। আমি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার চেষ্টা করেছি এবং এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিতেছি। আমি আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা ডিয়ার লটারিকে জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

গুরপ্রীতের পাশে কোচ মানোলো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ নভেম্বর : মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জয় না পেলেও খুশি জাতীয় দলের হেড কোচ মানোলো মার্কুয়েজ। এবং এই ম্যাচে তাঁর দল যা খেলেছে তার উপর ভিত্তি করেই এএফসি এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করার ব্যাপারে আশাবাদী তিনি।

ফিফা ক্রমতালিকায় আট ধাপ পিছনে মালয়েশিয়া। তা সত্ত্বেও নিজেদের ঘরের মাঠে আগে গোল হজম করে শোধ করেন রাহুল ভেকেরা। আর তাতেই ম্যাচ ড্র রাখা সম্ভব মানোলোর দলের। মালয়েশিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে গোল পেয়ে যায় গুরপ্রীত সিং সান্ধুর বিশ্রি ভুলে। এই প্রসঙ্গে অবশ্য নিজের দলের এক নম্বর গোলরক্ষকের পাশে দাঁড়িয়ে স্প্যানিশ কোচের মন্তব্য, 'গোলরক্ষকদের এরকম গোল খেতে আমি প্রতি সপ্তাহে আইএসএলে দেখি। গুরপ্রীত ওর ফুটবলার জীবনে এতকিছু করেছে যে ওর আর নতুন করে কারও কাছে কিছু প্রমাণ করতে হবে না।' নিজের দলের পারফরমেন্স নিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'মরিশাস ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে আমরা যা খেলেছিলাম, তার থেকে অনেক ভালো খেলেছি মালয়েশিয়ার বিপক্ষে। জানি অনেকদিন আমরা কোনও ম্যাচ জিতিনি। তবে আমি নিশ্চিত ২০২৭ সালের এএফসি এশিয়ান কাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব।' ম্যাচ না জেতার কারণ গোলের সামনে আক্রমণভাগের ব্যর্থতা। এই ম্যাচে কেন ফর্মে ফেরা মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোকে বসিয়ে রেখে ফারুখ চৌধুরী ও ইরফান ইয়াদওয়াদকে নামানো হল, তার কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কোচের কাছে নেই। তিনি বলেছেন, 'রক্ষণ খুব ভালো খেলেছে। এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক। শেষদিকে ওদের একটা শট পোস্টে লাগা ছাড়া সেভাবে কোনও সুযোগ তৈরি করতে দিইনি ওদের। তবে আক্রমণে আমাদের গতি কম ছিল। যদিও প্রতিপক্ষকে চাপে রাখা গেছে। কিন্তু আমরা সুযোগ কাজে লাগাতে পারিনি।'

মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে জঘন্য গোল হজমের পর গুরপ্রীত সিং সান্ধু। হায়দরাবাদে।

ভারতের গোলটা নিখুঁত সেটপিসের নিদর্শন। সেটার উল্লেখ করে মানোলো বলেছেন, 'আমাদের গোলটা খুবই ভালো হয়েছে। ব্র্যান্ডনের (ফার্নান্ডেজ) নিখুঁত কর্নারের সঙ্গে রাহুলও ভালো হেড করে। অর্থাৎ সেটপিসের সময়ে সবাই নিজের কাজটা যথাযথ করেছে। ম্যাচ থেকে এরকম অনেক ইতিবাচক দিক পাওয়া গেছে। এবং ফুটবলারদের উন্নতির চেষ্টা আমাদের ভালো লেগেছে।' এদিনই সব ফুটবলার শিবির ছেড়ে যে যার নিজের দলের উদ্দেশে রওনা দেন। আগামী চার মাস আর নিজের অধীনে তাঁদের পাবেন না মানোলো। পরবর্তী ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডো বলতে সেই মার্চে এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্ব। এই চার মাসের মধ্যে কারা ভালো খেলছে সেদিকে তাঁর নজর থাকবে বলে ইঙ্গিত দিলেন তিনি।